মধুর-মিলন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসভা-বিভূষণ-মহানুভব
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি গোস্বামি প্রভু বিরচিত

তদীয়াত্মজ
শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গোস্বামি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
২৮ নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলী, কলিকাতা।

বৈষ্ণবজন-কিঙ্কর-রসিকানন্দবর্দ্ধনেচ্ছু
শ্রীযুক্ত বিহারিলালরায় ভাগবতভূষণের
পূর্ব্বানুকূলে।

বাণীপ্রেস,
৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দাস দ্বারা মুদ্রিত।
শকাব্দঃ ১৮২৮।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিঃ ব্যয় স্বতন্ত্র।

মধুর-মিলন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসভা-বিভূষণ-মহানুভব

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি গোস্বামি প্রভু বিরচিত

তদীয়াত্মজ

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গোস্বামি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

২৮ নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলী, কলিকাতা।

বৈষ্ণবজন কিঙ্কর-রসিকানন্দবর্দ্ধনেচ্ছু

শ্রীযুক্ত বিহারিলালরাম ভাগবতভূষণের

পূর্ব্বানুকূল্যে।

বাণীপ্রেস ;

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দাস দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দঃ ১৮২৮।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিঃ ব্যয় স্বতন্ত্র।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুবর্ত্তী

রসিক-বৈষ্ণবগণের

করকমলে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সাদরে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসভা-বিভূষণ মহানুভব-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারি গোস্বামি পিতৃদেব প্রভুপাদ বিরচিত "মধুর-মিলন" কাব্য প্রকাশিত হইল। এই কাব্য মধুরোজ্জ্বলরসাকৃষ্ট চিত্ত রসিক ভক্তগণের "স্মরণমঙ্গল" এবং জীবন-স্বরূপ। শৃঙ্গার-রস-পিপাসু সুবিজ্ঞ-কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি সকলের পরমাদরের ধন। বঙ্গীয় সাহিত্য এবং দার্শনিক জগতে অমূল্য রত্ন। হে মধুরোজ্জ্বলরস পিপাসু রসিক ভক্তগণ! "মধুর-মিলন" পাঠে আপনাদের পিপাসা শান্তি হইল কি না? যদি শান্তি না হইয়া থাকে, তবে শ্রীভরতাদির শরণ গ্রহণ করুন। সামান্য নায়ক-নায়িকা সম্মিলনে যে শৃঙ্গাররস, তাহাকে মধুরোজ্জ্বলরস বলা যায় না; এবং সেই জঘন্য রসপানে মধুরোজ্জ্বলরস পিপাসাও শান্তি হয় না। সেইজন্য সংস্কৃত ও বঙ্গ কবিকুল প্রিয়-পিতৃদেব প্রভু অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকা সংযোগোদ্ভব আশ্চর্য্যময় পরম পবিত্র শৃঙ্গার রস দ্বারা আপনাদের পিপাসা শান্তি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জড়ীয় শৃঙ্গার রসে মধুরতা কি উজ্জ্বলতা গুণ আভাস মাত্র। বরং উহা জড় সংশ্লিষ্ট প্রযুক্ত অতিশয় নিন্দনীয়। উহা দ্বারা মধুরোজ্জ্বলরস পিপাসা কোন-ক্রমেই শান্তি হয় না। যদি কাহার মধুরোজ্জ্বল রস পিপাসা শান্তি করিবার বাসনা থাকে, তবে তিনি "মধুর-মিলন" পাঠ করুন। সামান্য নায়ক-নায়িকা সঙ্ঘটিত শৃঙ্গার রসাস্বাদনের স্পৃহা হৃদয় হইতে একবারে পরিত্যাগ করুন। মহাত্মাগণ দৈবাৎ যদি সামান্য নায়ক-নায়িকা সংযোগ জনিত শৃঙ্গাররস

স্মরণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মুখ বক্র করিয়া পুনঃ পুনঃ ফুৎকার নিক্ষেপ করেন।

হে রসিক ভক্তগণ! ভক্তপ্রবর বিদগ্ধ চূড়ামণি বঙ্গভাষার আদি কবি শ্রীচণ্ডিদাস ঠাকুরের "বিদেশিনী, বেদেনী, নাপিতিনী" প্রভৃতি এবং ভক্তগণাগ্রগণ্য মহানুভব শ্রীঘনশ্যাম বা নরহরি দাসের "মালিনী" নয়নপথে পতিত হইলে, পরিচয় লইয়া চিনিতে হয়। মধুর-মিলনের "গোয়ালিনী" প্রভৃতিকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারা যায়। যদিও পিতৃদেব চণ্ডিদাস প্রভৃতি ভক্ত কবিদিগের চরণানুসরণ পূর্ব্বক "মধুর-মিলন" রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ প্রভাবে মধুর-মিলনের "গোয়ালিনী" প্রভৃতি নানাসাজে, নানাভাব-ভঙ্গীতে আপনাদের নয়নপথে দাঁড়াইয়াছেন। আপনারা পরম প্রীতিভাবে "গোয়ালিনী" প্রভৃতির সহিত আত্মপরিচয় করিয়া প্রেমসাগরে নিমগ্ন হউন। ঐ সাগরের আশ্চর্য্যগুণ। উহাতে নিমগ্ন হইলে হাঁপাইয়া মরিতে হয় না—"ধড়্ ফড়্ ছট্ ফট্"ও করিতে হয় না। জড়ীয় প্রেমসাগরে ডুবিলে হাঁপাইয়া, "ছট্‌ফট্" করিয়া প্রাণবিয়োগ হয়। সেইজন্য মহাত্মা সকল জড়ীয় প্রেমসাগরের কাছেও যান না। অধিকন্তু তাহার স্মরণ হইলে ঘৃণা সহকারে বার বার নিষ্ঠিবন (থু থু) ফেলিয়া থাকেন। হে রসিক ভক্তগণ! আপনারা যে প্রেমসাগরে ডুবিতে চান, সেই প্রেমসাগর এই "মধুর-মিলন"। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রজ-গোয়ালিনী প্রভৃতির প্রেমসাগরে বড় একটা প্রীতি করিতে চান না। পিতৃদেব প্রভু তাঁহাদের প্রীতির জন্য নদীয়া "গোয়া-লিনী" প্রভৃতিকে মধুর-মিলনে আনিয়াছেন। নদীয়া গোয়ালিনী প্রভৃতিরও "ভাব-ভঙ্গী—ঠমক্-ঠামক্" ব্রজ-"গোয়ালিনী" প্রভৃতি

অাপেক্ষা বড় ন্যূন দেখা যায় না। এখন আপনাদের দৃষ্টির উপর সমস্তই নির্ভর।

পরিশেষে ব্যক্তব্য এই যে, কলিকাতা ৬৮।১ নং কেথিড্রাল মিসন্‌লেন নিবাসী বৈষ্ণবজন-কিঙ্কর-বদান্যবর-অপ্রাকৃতোজ্জ্বলরস পিপাসু শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রাম ভাগবতভূষণ নিঃস্বার্থ দাতৃবরের পূর্ব্বানুকূল্যোদ্যমই "মধুর-মিলন" প্রকাশের মূল। পাবনা জেলার অন্তর্গত দেলুয়া গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত প্রামাণিক-বংশ-তিলক সাধুহৃদয় শ্রীযুক্ত বরদাচরণ প্রামাণিক গুণগ্রাহীবর "মধুর-মিলন" মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং বাণীপ্রেসের অধ্যক্ষ পবিত্রাত্মা-স্বধর্ম্মপরায়ণ-স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে গ্রন্থের প্রুফ শোধন সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমাকে বাধিত করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীশ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, উল্লিখিত সদাশয়ত্রয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বৈষ্ণব জগতের আশীর্ভাজন হউন। অলমতি পল্লবিতেণ।

শকাব্দঃ ১৮২৮।
শ্রীচৈতন্যাব্দঃ ৪২১।২২
আষাঢ় মাস।

শ্রীললিতারঞ্জন গোস্বামী।
নিবাস শ্রীপাট বাঘনাপাড়া।
অবস্থিতি—২৮ নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলী, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবলদেবকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

মধুর মিলন।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারাঃ।

কৃপাসিন্ধুং গুরুং বন্দে শুচিমূর্ত্তিং শুচিপ্রিয়ম্।
সচ্ছিষ্যবৎসলং দেবং কৃষ্ণাভিন্নকলেবরম্॥ ১ ॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনাধীশৌ বল্লবীকুলবল্লভৌ।
কুলাধিদৈবতৌ মেঽপি রামকৃষ্ণৌ ভজাম্যহম্॥ ২ ॥
বৃষারূঢ়মুমাকান্তং সোমমীশং সদাশিবম্।
হরিনামরসোন্মত্তং নৌমি গোপীশ্বরং হরম্॥ ৩ ॥
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরৌ বন্দে নিত্যানন্দৌ জনপ্রিয়ৌ।
ভক্তাবতারকাবীশৌ নামপ্রেমপ্রদায়কৌ॥ ৪ ॥
শ্রীবংশীবদনং নৌমি শ্রীবংশীবদনপ্রিয়ম্।
যস্য করাম্বুজে ভক্তিং দত্বা গৌরো ভুবং জহৌ॥ ৫ ॥
নিন্দাদিদোষহীনঞ্চ নার্য্যর্থবিমুখং সদা।
জগৎপূতকরং শুদ্ধং প্রণমামি হরিপ্রিয়ম্॥ ৬ ॥
জননীজনকৌ বন্দে ধরণীধরণীধরৌ।
সন্তানবৎসলৌ পূজ্যৌ সন্তানকুশলার্থিনৌ॥ ৭ ॥

জয়োক্তি।

জয় জয় মন্ত্রগুরু শুচিপ্রিয়বর।
শুচিরসমূর্ত্তি কৃষ্ণাভিন্নানন্দান্তর॥

জয় রে জয় রে জয় "মধুর-মিলন।"
রসিক ভকতে নিত্য করেন স্বাদন ॥
জয় রে জয় রে জয় কিশোরী-কিশোর।
"মধুর-মিলন" রসপানেতে বিভোর ॥ ১ ॥

বন্দনা।

কুলাধিদেবতা বন্দ কৃষ্ণ-বলরাম।
শ্রীরাধা-রেবতী সঙ্গে শোভা অনুপাম ॥
শ্রীপ্রাণবল্লভ বন্দ যুড়ি দুই কর।
বংশীর জীবন, বংশীবদন সুন্দর ॥
শ্রীরাধাবল্লভ বন্দ রাধাকান্তপুরে।
যাঁহার মাধুর্য্যে মুগ্ধ দেব-ভক্তসুরে ॥
শ্রীরাধা-মুরলীধর বন্দ বৃন্দাবনে।
যাঁর রূপ হেরি মুগ্ধ দেব-দেবী গণে ॥
শ্রীগোকুল চন্দ্র বন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
শ্রীরাধাবল্লভ বন্দ ধরণীতে পড়ি ॥
জয় জয় শিক্ষাগুরু মহান্ত স্বরূপ।
সর্ব্ব-সুখপ্রদ প্রভু সর্ব্ব-রসভূপ ॥
জয় সোম-সোমমৌলী দেব গোপীশ্বর।
মম কুল শিক্ষাচার্য্য,—বৈষ্ণব প্রবর ॥
জননী-জনক বন্দ যুড়ি দুই কর।
সন্তান বৎসল,—স্নেহ পরিপূর্ণান্তর ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
ভক্তচিত্ত বিনোদন ভাবুক-প্রবর॥
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত গোসাঁই।
গৌর প্রেমাধার বলি যাঁহার বড়াই॥
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রয়োজন সার।
দীন-হীন প্রতি যাঁর করুণা অপার॥
জয় জয়াদ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিখণ্ডন।
গৌরভক্ত শিরোমণি বৈষ্ণবরঞ্জন॥
জয় জয় সর্ব্বাকর্ষী শ্রীবংশীবদন।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম ভুসুর ভূষণ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত জয় ভক্ত অগ্রগণ্য।
যাঁহার সর্ব্বস্বধন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥
জয় শ্রীস্বরূপ, রূপ, জয় সনাতন।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তি প্রকাশন॥
জয় সুর শিরোমণি জীব-রসপুর।
জয় ভট্ট রঘুনাথ ভক্তি-প্রেমাতুর॥
জয় রঘুনাথ দাস ভক্ত নিষ্কিঞ্চন।
জয় কবি কৃষ্ণদাস, জয় বৃন্দাবন॥
জয় ভক্ত বীরভদ্র নিত্যানন্দ সুত।
বেদধর্ম্মরতারত সাক্ষাদবধূত॥
জয় রামচন্দ্র দেব ভক্তি-রসবীর।
শ্রীশচী-নন্দন জয় প্রেম কলাধীর॥

শ্রীরাজবল্লভ জয়, শ্রীবল্লভ জয়।
জয় শ্রীকেশব চন্দ্র প্রেমানন্দময়॥
জয় শ্রীগোপলকৃষ্ণ সিদ্ধি গণান্বিত;
জয় হরি নারায়ণ ভক্তি বিভূষিত॥
যাঁর ভক্তিমতী পত্নী যম-পুণ্যাখ্যান।
পুষ্করণী প্রতিষ্ঠা করি বিপ্রে করে দান
জয় গদাধর দেব গদাধর প্রায়।
জয় প্রেমলাল প্রেম যাঁহার হিয়ায়॥
জয় বনমালী বনমালীগত প্রাণ।
জয় দীননাথ দীনজনের নিধান॥
জয় জয় গৌরাঙ্গের অনুচরগণ।
যাঁদের কৃপায় হয় বাসনা পূরণ॥ ২॥

মধুর মিলনাশ্রয় বন্দনা।

জয় পদ্মাপ্রিয় জয়দেব মহাশয়।
জয় লক্ষ্মীপ্রিয় বিদ্যাপতি মহোদয়॥
জয় চিন্তামণি প্রিয় শ্রীবিল্বমঙ্গল।
জয় চণ্ডিদাস রামী প্রণয় বিহ্বল॥
জয় ব্রজাঙ্গনা প্রাণ শ্রীবংশীবদন।
জয় রামচন্দ্র, জয় শ্রীশচীনন্দন॥
জয় রামানন্দ রায়, জয় কৃষ্ণদাস।
জয় প্রেমানন্দ দাস, জয় শ্রীনিবাস॥

এ সব রসিক পদ করিয়া শরণ।
মনের আনন্দে গাই "মধুর মিলন॥"
কোন ভক্তৈষণা-প্রশ্ন পূরণ কারণ।
যথা জ্ঞান গাই মুঞি "মধুর মিলন॥" ৩॥

যুক্তি-প্রমাণোক্তি।

সর্ব্ব মূলাশ্রয় কৃষ্ণ-সরব কারণ।
সর্ব্বশক্তি পরিপূর্ণ-সর্ব্ব বিমোহন॥
বহু-রূপধারী-হরি-শ্রীনন্দ-নন্দন।
শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় শ্যামল বরণ॥
সর্ব্ব-রসপয়োনিধি সরব রঞ্জন।
নারী-মনোহারী-বংশী কূজিত বদন॥
বিদগ্ধ-বিলাসীরাজ মন্মথ মথন।
নিত্যলীলাময় তনু সর্ব্ব বিনোদন॥
যখন যে ভাবে লীলা করে শ্যামরায়।
সেই সব লীলা নিত্য ঋষিগণ গায়॥
রূপানন্ত, জনানন্ত, ধামানন্ত যাঁর।
লীলানন্ত অসম্ভব নাহি হয় তাঁর॥
"ধামানন্তেত্যাদি" বাক্য দ্বারা শাস্ত্র কয়।
কৃষ্ণের সকল লীলা নিত্য সুনিশ্চয়॥
"জন্ম-কর্ম্মেত্যাদি" বাক্যে স্বয়ং ভগবান।
স্বকর্ম্মের নিত্যত্বাদি-সবারে জানান্॥

তথাহি শ্রীগোপালোপনিষদি।

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য,
একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১ ॥

স্মৃতৌ চ।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ২ ॥
রূপানন্ত্যাজ্জনানন্ত্যাদ্ধামানন্ত্যাচ্চ কর্ম্ম তৎ।
নিত্যং স্যাত্তদভেদাচ্চেত্যুদিতং তত্ত্ববিত্তমৈঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভরত, চন্দ্রালোক, উজ্জ্বল প্রমাণে।
চণ্ডিদাস, গোবিন্দাদি বিরচিত গানে ॥
নায়ক নায়িকা সাজে নায়িকার পাশ।
গমন করেন,—এই আছয়ে প্রকাশ ॥
ইহাতে সংশয় কেহ না করিহ মনে।
সংশয় হইলে সেথা দেখিবে নয়নে ॥
স্ববুদ্ধি কল্পিত নহে "মধুর মিলন।"
প্রমাণোপলক্ষণেতে করিব কীর্ত্তন ॥
অপ্রাকৃত রসস্থর ভকত সবার।
"মধুর মিলন" শ্রবণেতে অধিকার ॥
প্রাকৃত রসিকে ইহা করিলে শ্রবণ।
নিশ্চয় নিশ্চয় তার হইবে পতন ॥

অথবাত্মকামীজন ইহার শ্রবণে।
আত্মকাম পরিহার করিবে তৎক্ষণে ॥ ৪ ॥

কাল নিরূপণ

কালরূপ ভগবানে করি নমস্কার।
নিত্য আসে যায় কাল ইচ্ছায় যাঁহার ॥
সূর্য্যের উদয়াবধি অস্তকাল যেই।
দিনমান বলি গণ্য জানিবেক সেই ॥
সূর্য্যোদয়-অস্তকাল ত্রিংশদ্দণ্ড হয়।
দিনমান সেই কাল কহিনু নিশ্চয় ॥
দুই দণ্ড কাল যেই মুহূর্ত্তাখ্যা তার।
পঞ্চদশ মুহূর্ত্তেতে দিবস বিচার ॥
দিনমান ন্যূনাধিক যেই কালে হয়।
মুহূর্ত্তের ন্যূনাধিক হয় সে সময় ॥
বিংশ কলাত্মক কালে মুহূর্ত্ত জানিবে।
তৃতীয় মুহূর্ত্তাধিকে প্রহর মানিবে ॥
পঞ্চকলাধিক সেই কালের নিশ্চয়।
ত্রিংশকাষ্ঠা কলা কাল জ্যোতিষেতে কয় ॥
চতুর্থ প্রহরে দিবা সামান্যতঃ হয়।
আদ্যন্তে মুহূর্ত্ত চারি দিন গণ্য নয় ॥
ইহার বিচার এথা নাহি প্রয়োজন।
কলার বিচার কহি করহ শ্রবণ ॥

পঞ্চদশাক্ষিনিমিষে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশকাষ্ঠা কালে এক কলার নির্ণয় ॥
সংক্ষেপে কহিনু এই কলার বিচার।
বৃন্দাবনে সর্ব্বকাল পূর্ণ কালাকার ॥
কালের আধিক্য-ন্যুন কাল-বৃন্দাবনে।
ত্রিকালে নাহিক হয় কন ঋষিগণে ॥
কৃষ্ণেচ্ছায় সর্ব্ব কাল পূর্ণভাবে তথা।
বিরাজ করেন, কহি শাস্ত্রবাক্য যথা ॥
কালগতি বিক্রমাদি বৃন্দাবনে নাই।
যথা তথা এই কথা শুনিবারে পাই ॥ ৫ ॥

প্রতিমুহূর্ত্ত মিলন।

প্রথম মুহূর্ত্তে শ্যাম সাজি "গোয়ালিনী।"
জটিলা ভবনে যান যথা বিনোদিনী ॥
দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে "বনদেবী" সাজে শ্যাম।
আয়ান আবাসে যান পূরাইতে কাম ॥
তৃতীয় মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ "বেদিনী" সাজিয়া।
রাধার ভবনে যান স্বরসে রসিয়া ॥
"দৈবজ্ঞা" সাজিয়া কভু করেন গমন।
গুরুমুখে এই কথা করিনু শ্রবণ ॥
চতুর্থ মুহূর্ত্তকালে সুনাগর বর।
"নড়িনী" সাজিয়া যান জটিলার ঘর ॥

পঞ্চম-মুহূর্ত্তে শ্যাম "মালঝি" সাজিয়া।
জটিলা আলয়ে যান রাধার লাগিয়া॥
"বৈষ্ণবী" সাজিয়া কৃষ্ণ ষষ্ঠ-মুহূর্ত্তেতে।
আয়ান পুরীতে যান রস উল্লাসেতে॥
সপ্তম-মুহূর্ত্ত কালে "বিদেশিনী" সাজে।
রাধার ভবনে যান শ্যাম-রসরাজে॥
অষ্টম-মুহূর্ত্ত কালে সাজিয়া "যোগিনী।"
ত্বরা করি যান কৃষ্ণ যথা বিনোদিনী॥
নবম-মুহূর্ত্তে শ্যাম "ভৈরবী" সাজিয়া।
রাই মিলিবারে যান মদনে মাতিয়া॥
দশম-মুহূর্ত্ত কালে "রঞ্জিকার" বেশে।
রাধার অঙ্গনে যান ভাবাবেশাশ্লেষে॥
"নাপিতিনী" সাজে একাদশ মুহূর্ত্তেতে।
রাই লাগি যান শ্যাম জটিলা গৃহেতে॥
দ্বাদশ মুহূর্ত্তে শ্যাম সাজিয়া "নটিনী"।
আয়ান আবাসে যান যথা কমলিনী॥
ত্রয়োদশ মুহূর্ত্তেতে "বেণেনী" সাজিয়া।
রাই পাশ যান কৃষ্ণ মন্মথে মাতিয়া॥
চতুর্দ্দশ মুহূর্ত্তেতে "চিত্রকরী" আর।
"পর্ণবিক্রয়িনী" বেশে শ্যাম-গুণাধার॥
মৃদু-মৃদু হাসি যান জটিলা অঙ্গনে।
যথা চন্দ্রাননী রাই সখীগণ সনে॥

পঞ্চদশ মুহূর্ত্তেতে "মালিনী" সাজিয়া।
রাই মিলিবারে শ্যাম যায়েন হাসিয়া॥
পঞ্চদশ মুহূর্ত্তেতে নায়িকা সজ্জায়।
রাই সঙ্গে মিলে কৃষ্ণ আনন্দ হিয়ায়॥
পঞ্চদশে সপ্তদশ সম্মিলন যেই।
"মধুর মিলন" সেই কহিলাম এই॥ ৬॥

গ্রন্থ প্রশংসা।

শৃঙ্গার রসের সার মধুর মিলন।
মোক্ষাবধি পিয় নিত্য সুরসিকজন॥

গ্রন্থকারস্যবচনং।

শৃঙ্গাররসসারঞ্চ গ্রন্থং মধুরসঙ্গমম্।
পিবতু পিবতু নিত্যমালয়ং রসিকো জনঃ॥ ১॥

শ্রী গোয়ালিনী মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

গোয়ালিনীং সমালোক্য যো দেবঃ ক্লেশমন্নভূৎ।
তং শচীনন্দনং গৌরং বন্দেঽহং নাগরীপ্রিয়ম্॥ ১॥

রাগঃ।

জয় নবদ্বীপ সুধাকর।
নৈত্রকৃত্য সারি, নদীয়া বিহারি,
শচীসুত বিশ্বম্ভর॥ ধ্রুঃ॥

সরণির পাশে, মনের উল্লাসে,
প্রিয়সখা গণ সনে।
হসিত বদনে, শ্রীদন্ত ধাবনে,
করে কৃষ্ণ আলাপনে॥
এ হেন সময়ে, দুগ্ধকুম্ভ লয়ে,
শ্যামা গোয়ালিনী যায়।
তাহারে হেরিয়া, নিশ্বাস ছাড়িয়া,
কহয়ে গৌরাঙ্গ রায়॥
গোয়ালিনী সাজ, সাজি রসরাজ,
রাই মিলিবার আসে।
মধুর হাসিয়া, ঠমকে চাহিয়া,
যান জটিলার বাসে॥
মরি কি মাধুরী, শ্যামের চাতুরী,
দেখ দেখ আঁখি ভরি।
শ্যামরসাশ্লেষে, ভাবের আবেশে,
ইহা কহি গৌরহরি॥
ক্ষণেক হাসয়ে, ক্ষণেক কাঁদয়ে,
ক্ষণেক হুঙ্কার করে।
বিপিন বিহারি, সে ভাব নেহারি,
ভাবয়ে ভাবের ভরে॥ ১॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।
গোয়ালিনীরূপং ধৃত্বা যো গচ্ছেদ্রাধিকালয়ম্।
তং ব্রজেন্দ্রসুতং দেবং শ্রীকৃষ্ণং সমুপাস্মহে॥ ১॥

চিত্র রাগ।

শ্রীরাধা-মাধব যুগল বিলাস।
সদা নব নব ভাবেতে প্রকাশ ॥ ধ্রুঃ ॥
গোয়ালিনী সাজে শ্যাম-নটবর।
রাই সঙ্গে মিলে জটিলার ঘর ॥
দুগ্ধকুম্ভ কাঁকে তীব্র গতি ধায়।
মৃদু-মৃদু হাসি চারিদিকে চায় ॥
নানা রঙ্গে করে নয়ন চালন।
ডাকিলে নাহিক বলয়ে বচন ॥
গরবে ভূমিতে পা নাহি পড়য়।
নটী-গোয়ালিনী স্বভাব এ হয় ॥
নগদ দুগধ চাহিলে বলয়।
দুগধ না করি নগদ বিক্রয় ॥
আমার দুগধ পিয়ে যেই জন।
মাসান্তে মিটায়ে দেয় যত পণ ॥
আমি নহি ভাই! গোয়ালিনী "যে-সে
মোর সঙ্গে কথা কহে বল বা কে ॥
হেন মতে কত করি ঠার-ঠোর।
পথেতে চলেন শ্যাম মনচোর ॥
মুহূর্ত্তেক মধ্যে জটিলা অঙ্গনে।
দুগ্ধকুম্ভ কাঁকে দিলা দরশনে ॥

নব-গোয়ালিনী হেরিয়া নয়নে।
জটিলা কহয়ে মধুর বচনে॥
ওগো গোয়ালিনি! কোথা তব ঘর।
গোয়ালিনী কহে গোকুল নগর॥
জটিলা কহয়ে দুগধ লইয়া।
মোর ঘরে এবে কি মনে করিয়া॥
গোয়ালিনী কহে বোহিন আমার।
দুধের যোগান করয়ে তোমার॥
জটিলা কহয়ে বিহান-বেলায়।
কি লাগি আনিলে দুগধ এথায়॥
বেলার লাগিয়া বোহিনে তোমার।
কত রূপে করিয়াছি তিরস্কার॥
গোয়ালিনী কহে নবীন বাছুরী।
ভোরে দোহী তেঞি,—না করি চাতুরী॥
বাসি দুধ মুঞি কভু নাহি রাখি।
ঝুঁট নাহি কহি,—দিননাথ সাখী॥
বাসি-সাজো বুঝো করি আবর্ত্তনে।
সন্দেহ কেন বা করিতেছ মনে॥
অলপাবর্ত্তনে মিঠা ক্ষীর হয়।
আদরে আমার দুধ সবে লয়॥
আমার দুধেতে নাশয়ে ত্রিদোষ।
পানেতে সবার হৃদয় সন্তোষ॥

জটিলা কহয়ে কি নাম তোমার।
জানিতে বাসনা হঞাছে আমার॥
গোয়ালিনী কহে "শ্যামা" মোর নাম।
ঝাঁট দুগ্ধ লহ ?—যাব অন্য ঠাম॥
জটিলা কহয়ে বধূর ভবনে।
দুগ্ধ লঞা তুমি করহ গমনে॥
গোয়ালিনী কহে বধূর ভবন।
কোন্ দিকে তাহা দেখাও এখন॥
জটিলা কহয়ে পূরবে যাইবে।
বধূর ভবন তবে সে পাইবে॥
গোয়ালিনী ভাবে জটিলা-কৃপায়।
অবাধে দেখিব জীবন রাধায়॥
তবে গোয়ালিনী হাসিতে হাসিতে।
রাধার অঙ্গনে হৈলা উপনীতে॥
দূরে হোতে হেরি রাধার বদনে।
সিহরিয়া কুম্ভ ভাঙ্গিলা অঙ্গনে॥
তাহা দেখি কহে সুবদনী রাই।
আহা! আহা বাছা! দুঃখে মরে যাই
এস গোয়ালিনি! বৈস মোর কাছে।
দুগ্ধ গেছে তার দুঃখ কিবা আছে॥
গোয়ালিনী কহে মহামৃত পাশ।
এ সামান্য দুধ আনা উপহাস॥

এত শুনি রাই মুচকী হাসিল।
গোয়ালিনী ধাঞা রাধারে ধরিল॥
তাহা দেখি লাজে প্রিয় সখীগণে।
ত্বরিত যাইয়া হইলা গোপনে॥
শ্রীমতী কহিলা একি রসরাজ!।
আমার লাগিয়া গোয়ালিনী সাজ॥
কত সাজ প্রিয়! পার সাজিবারে।
তব নাট কেবা বুঝিবারে পারে॥
গোয়ালিনী সাজে প্রাতর সময়।
রাই সনে মিলে শ্যাম রসময়॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রহঃ কেলী যেই।
সর্ব্ব কাল জয়যুক্ত,—কহি এই॥
শ্রীরাধা-মাধব মধুর মিলন।
এ বিপিন যেন হেরে সর্ব্বক্ষণ॥ ১॥

মনের প্রতি।

প্রথম মুহূর্ত্তে গোয়ালিনী সম্মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ॥ ১॥

শ্রীবনদেবী মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

বনদেবীং সমালোক্য পূর্ব্বভাবেন বিহ্বলঃ।
যো দেবঃ স্বপ্রিয়াগ্রে চ তং গৌরং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ ২॥

রাগঃ।

জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।

শ্রীদন্ত ধাবন করি, বসি বিদ্যালয়োপরি,
করে গোরা শাস্ত্র অধ্যাপন ॥ ধ্রুঃ ॥
চারিদিকে ছাত্রগণ, করে শাস্ত্র অধ্যয়ন,
শুনে প্রভু আনন্দিত মনে।
হেনকালে তথা আসি, বনদেবী মৃদু হাসি,
জিজ্ঞাসেন পড়ুয়ার গণে ॥
শচীর ভবনে যাব, কোন দিকে পথ পাব,
বাপ! সবে কহ ত্বরা করি।
এ বোল শুনিয়া কাণে, সবে বিশ্বম্ভর পানে,
তাকাইয়া বলে হরি হরি ॥
তবে কন গৌরহরি, ওগো মাতঃ! কৃপা করি,
ঐছে দ্বারে করুন গমন।
গৌরাঙ্গ-বদন শোভা, জগজন-মনলোভা,
বনদেবী করেন দর্শন ॥
বুঝিয়া দেবীর মন, শ্রীশচী-নন্দন কন,
এথা আর নাহি প্রয়োজন।
মার সন্নিধানে গিয়া, বসুন দর্শন দিয়া,
তব পদে এই নিবেদন ॥
এত কহি নবগোরা, পূর্ব্বভাবে হঞা ভোরা,
ক্ষণে ক্ষণে করে হুহুঙ্কার।

দীঘল নিশ্বাস ছাড়ে, কহে এই বারে বারে,
দেখ সবে কিবা চমৎকার ॥
বনদেবী সাজে কাণ, জটিলা মন্দিরে যান,
রাই সঙ্গে করিতে মিলন।
বিপিন বিহারি দাসে, আনন্দ পাথারে ভাসে,
করি গোরা ভাব দরশন ॥ ২ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

বনদেবীরূপধৃক্ দেবো যো গচ্ছেদ্রাধিকালয়ম্!
তং শ্রীবৃন্দাবনাধীশং শ্রীগোবিন্দং ভজামহে ॥ ২ ॥

চিত্র রাগ।

শ্রীরাধা-গোবিন্দ মধুর-মিলন।
নিতি নিতি নবভাবে প্রবর্ত্তন ॥ ধ্রুঃ ॥
বনদেবী সাজে রসিক-মুরারি।
মিলিবারে যান ভানুর ঝিয়ারি ॥
গেড়ুয়া বসন কটিতে পিন্ধন।
বুকেতে কাঁচুলী ওরনাচ্ছাদন ॥
জপমালা করে অতি সুশোভন।
ভাবে ঢুলু ঢুলু যুগল নয়ন ॥
কর-কণ্ঠ-কর্ণ ভূষণ মালিকা।
মুখে-মৃদু হাসি ষোড়শী বালিকা ॥

কোটীন্দু বদন, ভালেতে চন্দন।
বিমুক্ত কুন্তল নয়ন-রঞ্জন ॥
নাসায় তিলক, নয়ন চকোর।
পদে কত শশী নাহি তার ওর ॥
ক্ষীণকটি-শোভা কেশরী জিনিয়া।
বিশাল নিতম্ব তাহাতে অমিয়া ॥
"শঙ্করী-শঙ্করী" বলয়ে বদনে।
কোন দিকে নাহি চালয়ে নয়নে ॥
বামপদ আগে ফেলিয়া নাগর।
গজেন্দ্র গমনে ধায় মনোহর ॥
কভু আড়দিঠে ইতি-উতি চায়।
পাছু পাছু অলি সুধা লোভে ধায় ॥
প্রবেশিয়া শ্যাম আয়ান ভবনে।
"তারা তারা" নাম করেন বদনে ॥
অঙ্গনে দাড়াঞা চারিদিকে চায়।
জটিলা আসিয়া প্রণমিলা পায় ॥
বনদেবী হাসি আশীষ করিলা।
করযোড়ে তবে কহয়ে জটিলা ॥
বধূর গৃহেতে করিয়া গমন।
বধূরে আশীষ করুন এখন ॥
এই আশীর্ব্বাদ করিবেন তায়।
কভু কোন দুঃখ যেন নাহি পায় ॥

চিরকাল যেন আমার হইয়া।
ঘর করে বধূ সকলে লইয়া॥
জটিলা বচন শুনি কহে শ্যাম।
পূরণ হউক তুয়া মনস্কাম॥
বর্ত্তমান কথা জটিলার পাশ।
ঠারে ঠোরে দেবী করেন প্রকাশ॥
তবে ত জটিলা কহয়ে দেবীরে।
ত্বরা করি যাও বধূর-মন্দিরে॥
নাগর কহয়ে কোন্ দিকে যাব।
বধূর মন্দির কিবা রূপে পাব॥
জটিলা কহয়ে আমি যাই সনে।
ইহা শুনি শ্যাম ভাবে মনে মনে॥
জটিলা-কুটিলা সঙ্গে যদি যায়।
কিশোরী মিলনে ঘটিবেক দায়॥
এত ভাবি শ্যাম জটিলারে কন।
ভালই হইল চল গো! এখন॥
দেবীরে লইয়া আনন্দে জটিলা।
বধূর ভবনে প্রবেশ করিলা॥
জটিলারে হেরি বনদেবী সনে।
অধোমুখ রাই হইলা তখনে॥
জটিলা কহয়ে বনদেবী পায়।
প্রণাম করহ যাতে দুঃখ যায়॥

এত শুনি রাই দেবীর চরণে।
প্রণাম করিয়া করেন বন্দনে॥
কলাগুরু ছলা করিয়া তখনে।
জটিলারে কন মধুর বচনে॥
তোমার নিকটে বধূটী তোমার।
মনোভাব নাহি করিবে প্রচার॥
শাশুড়ী-ননদী রহয়ে যথায়।
বধূর সরম বিষম তথায়॥
দেবীর বচন করিয়া শ্রবণ।
জটিলা যাইল আপন ভবন॥
তবে বনদেবী রাধা-মুখ চাই।
মৃদু-মৃদু হাসে করিয়া বড়াই॥
তাহা দেখি রাই কহে সখীগণে।
বনদেবী দেখ হাসে কি কারণে॥
সখীগণ কহে দেবীর অন্তরে।
কিবা ভাব তাহা কে করে গোচরে
বনদেবী কহে মনোভাব যাহা।
এখন কি কেহ বুঝ নাই তাহা॥
এত কহি হরি রাই কর ধরি।
প্রবেশ করেন গৃহের ভিতরি॥
তাহা দেখি লাজে প্রিয়সখীগণে।
মুখে বস্ত্র দিয়া হইলা-গোপনে॥

নাগরে কহেন চন্দ্রাননী রাই।
এমন বেভার কার শুনি নাই ॥
কত ছলা তুমি জান হে নাগর! ।
কোন্ নারী তুয়া বুঝিবে অন্তর ॥
তোমার ভাবান্ত বুঝে হেন জন।
কোন লোকে নাহি হয় দরশন ॥
নাগর তখন রাধার চরণ—।
ধারণ করিয়া করেন চুম্বন ॥
রাই কহে একি হেরি বিপরীতি।
নাগর কহেন এই রীতি-নীতি ॥
রাই কহে ইহা শিখিলা কোথায়।
শ্যাম কহে প্রিয়ে! তোমার কৃপায় ॥
তুমি যার গুরু অভাব কি তার।
তুয়া পাশ এই কহিলাম সার ॥
ইহা শুনি রাই করে নিবেদনে।
অপরাধী যেন না হই চরণে ॥
শ্যাম কহে প্রিয়ে! আমি তুমি যথা।
অপরাধ আদি কভু নাহি তথা ॥
আমার তোমার সেবক যাহারা।
পাপ-পুণ্য আদি না জানে তাহারা ॥
এত কহি শ্যাম হ্লাদিনীর সঙ্গে।
নিধুবন ক্রীড়া আরম্ভিলা রঙ্গে ॥

হেরিয়া মদন আহ্নিক আপন।
পাসরিয়া দূয়ে করে পলায়ন ॥
মদন দরপ বিনশন যথা।
মনোভবাহ্নিক নাহি ঘটে তথা ॥
যথা নাহি রহে মন্মথ মথন।
মনোভবাহ্নিক তথা নিরূপণ ॥
বনদেবী সাজে শ্রীরাধার সনে।
কৃষ্ণের মিলন যে করে স্মরণে ॥
রসিক ভকত-সুর সেইজন।
এ বিপিন সেবে তাহার চরণ ॥ ২

মনের প্রতি।

দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে বনদেবী সম্মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ ॥ ২

শ্রীবেদিনী মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

বেদিনীরূপমালোক্য যো দেবশ্চাতিকাতরঃ।
পূর্ব্বভাবমনুস্মৃত্য তং গৌরাঙ্গং ভজামহে ॥ ৩ ॥

রাগঃ।

জয় গোরা নবদ্বীপ প্রাণ।
ছাত্রগণে অগ্রে করি, বিশ্বম্ভর গৌরহরি,
নানা শাস্ত্র করে শিক্ষা দান॥ ধ্রুঃ॥
কভু গদাধর সঙ্গে, কথা কন রস রঙ্গে,
উঘারিয়া পূরবের ভাবে।
ভকত-ভাবুক বিনে, ভাবিলেও রাত্রি দিনে,
সে ভাবের সন্ধান না পাবে॥
হেন কালে পথ দিয়া, কৃত্তিবাস বেদে পিয়া,
ডাকিয়া ডাকিয়া চলি যায়।
ছলে কহে কথা কত, ঠমক অনেক মত,
আঁখি চালি উরস দোলায়॥
তৈল থালী লঞা করে, জড়ি ঝোলা স্কন্ধোপরে,
আঁকরের ছড়ি লঞা রঙ্গে।
মুখ ভরা গুকাপান, হাসিয়া হাসিয়া যান,
পিঙ্গলা কুক্কুরী করি সঙ্গে॥
বলে বাত করি ভাল, মারি দাঁত পোকা পাল,
ঝাড়ান ঝোড়ান করি আর।
কামাখ্যার মন্ত্র পড়ি, অসাধ্য সাধন করি;
মোর পাশ জারি নাহি কার॥
"বেহ্মাণী" তলায় বাস, বেদে মোর "কিত্তিবাস",
"বেহ্মাণী" মায়ের চেলা হয়।

তার দর্প গুণ যত, একমুখে কব কত,
চারি মুখো বেহ্মা না পারয় ॥
"মেলাই চণ্ডীর" যাতে, আমার বেদের সাথে,
বাণ মন্ত্রে হারিলা সবাই।
মুঞি তার নারী "তারা" যে লয় আমার সারা,
তার নাশি "আলাই-বালাই ॥"
বিদ্যালয় হোতে গোরা, বেদিনী হেরিয়া ভোরা,
পূরবের ভাব ভাবি হন।
হুঙ্কার-গর্জ্জন করি, প্রিয় গদাধরে ধরি,
কন এই কর দরশন ॥
বেদিনী সাজিয়া হরি, যাইছেন আহা মরি,
রাই আশে জটিলা ভবনে।
ইহা কহি গৌরহরি, অচেতন ভূমে পড়ি,
তাহা দেখি ভাবে ছাত্রগণে ॥
ভাব দেখি গদাধর, কহে একি বিশ্বম্ভর !,
শীঘ্র ভাব করহ গোপন।
বিপিন বিহারি কহে, গোপনের ভাব নহে,
ভাব করে হৃদয় দলন ॥ ৩ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

বিধৃত্য বেদিনীরূপং যো গচ্ছেজ্জটিলালয়ম্।
তং বল্লবীকুলশ্রেষ্ঠং শ্রীকৃষ্ণং সমুপাস্মহে ॥ ৩ ॥

চিত্র রাগ।

মরি কিবা শোভা কর দরশন।
বেদিনী সাজল মদনমোহন॥ ধ্রুঃ॥
ছাড়ি পীতধড়া,—লোহিতবরণ-!
ঘাঘড়া পরল মনের মতন॥
চেলখণ্ড দিয়া কুচযুগাধারে।
কুচযুগ করি শৈল-শিরাকারে॥
চম্পক বরণ কাঁচলী যতনে।
বাঁধল নাগর পিয়া উদ্দীপনে॥
চাঁচড় কুন্তল বামে হেলাইয়া।
কবরী বাঁধল রাঙ্গাসূতা দিয়া॥
কিকীর পাখনা তাহার উপরে।
গুঁজিলা নাগর রাইরস ভরে॥
শশধরাকার রঙ্গপত্র বিন্দু।
বিন্দুতে পরল গোপকুল ইন্দু॥
বিন্দুর উপরে সীমন্তের মাঝে।
সিন্দূর পরল শ্যামরস রাজে॥
শ্রবণেতে দুল লোহিতবরণ—।
পরল যতনে গোকুল-জীবন॥
নীল-পীত-শ্বেত বরণের চূড়ী।
দু-হাতে পরল কেলিকলাসূরী॥

প্রবালের হার পরিয়া গলায়।
রাইপদ ভাবি উঠিলা ত্বরায়॥
সুগন্ধ তাম্বূলে অধর সুলাল।
কবরী বেড়িয়া দিল ফুলমাল॥
জড়ি-বড়ী ঝোলা লঞা বাম কাঁধে।
অন্তরে ফুকরে দয়া কর রাধে! ॥
তুয়া পদ আশে প্রথম বেলায়।
বেদিনী সাজিনু স্মরিয়া তোমায়॥
তবে ত নাগর হিঙ্গুলবরণ—।
অনুরাগোত্তরী করল ধারণ॥
নিতম্ব দোলায়ে হাসিতে হাসিতে।
পথে যান দিক দেখিতে দেখিতে॥
মাঝে মাঝে হাকে সুমধুরস্বরে।
মোরে জানে সব গোকুল নগরে॥
বাত ভাল করি দাঁতপোকা ঝারি।
ঘুরঘুরে নালি ঘা মন্ত্রদ্বারা মারি॥
জড়ি-বড়ী মোর অনেক আছয়।
যাহাতে অসাধ্য সাধন করয়॥
কামাখ্যা চণ্ডীর, সীতার আজ্ঞায়।
সব রোগ নাশি কহিনু সবায়॥
বশীকরণাদি মন্ত্রৌষধী যত।
আমি সব জানি কামাখ্যা সম্মত॥

এত বোল বলি হাসিতে হাসিতে।
স্নাই দ্বারে যাঞা হন উপনীতে ॥
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে কুহক লাগায়।
যে কুহক সেই মদনে মাতায় ॥
আমার জড়িতে অবশ নাগর।
বশ হঞা ঘরে রহে নিরন্তর ॥
এমনি আমার জড়ির প্রভাব।
ধারণেতে করে সতিনী অভাব ॥
সতিনীর জ্বালা যাহার আছয়।
সে মোর জড়ির আদর করয় ॥
মোর-কৃত বড়ী করিলে সেবন।
সব রোগ দূরে করে পলায়ন ॥
আমার মন্ত্রের এত বল হয়।
প্রবাসী নাগরে ঘরেতে আনয় ॥
আমার মন্ত্রের বল নাশিবারে।
কার সাধ্য নাই এ তিন সংসারে ॥
বিধি-ভব আদি দেবতা সকলে।
সিহরিয়া উঠে মোর মন্ত্রবলে ॥
আমার মন্ত্রেতে মোহিত ভুবন।
তাহার প্রমাণ মুনি-ঋষিগণ ॥
বেদিনী কুহক শুনি বিনোদিনী।
সখীগণে কন কি কহে বেদিনী ॥

সখীগণ কহে বেদিনী আপন।
গুণের প্রভাব করিছে কীর্ত্তন॥
রাই কন সবে তুরিত যাইয়া।
বেদিনীরে এথা আনহ ডাকিয়া॥
তবে কোন সখী দ্বারেতে যাইয়া।
রাই পাশ তাঁরে আনেন ডাকিয়া॥
বেদিনীরে হেরি কন বিনোদিনী।
কোথা রহ তুমি কহ গো বেদিনি!॥
বেদিনী কহেন গহ্বর বনেতে—।
নিবাস আমার জানিহ মনেতে॥
সকল সময় সকলের ঠাঁই।
পরকাশ মোর কোন কালে নাই॥
বেদিনীর বাণী করিয়া শ্রবণে।
রসিকা কিশোরী কন হাস্যাননে॥
জড়ি-বড়ি মন্ত্র লইলে,—তোমারে।
কিবা পণ দিতে হইবে আমারে॥
বেদিনী কন ঐ যুগল চরণ।
পণ দিয়া মোর রাখহ জীবন॥
হেন কথা শুনি কন বিনোদিনী।
একি কথা তুমি কহিলা বেদিনি!॥
কেমনে পরশ করিব তোমারে।
পরশিলে অঙ্গ হবে ধুইবারে॥

বেদিনী কহেন ছুঁইলে আমায়।
সিনান করিতে হবে না তোমায়॥
ভুবন পবিত্রকারী যারা যারা।
আমার পরশ লাগিয়া তাহারা॥
ঘুরিয়া বেড়ায় কাননে কাননে।
তবু নাহি পায় আমার দর্শনে॥
বেদিনীর কথা শুনিয়া শ্রবণে।
কহেন কিশোরী মধুর বচনে॥
পরশিলে দুটী চরণ আমার।
কি লাভ হইবে বল হে! তোমার॥
লহ ধন-কড়ি বসন-ভূষণ।
মিছা কেন মাগ যুগল চরণ॥
বেদিনী কন ঐ চরণের তরে।
আসিলাম মুঞি গোকুল নগরে॥
হেন কথা যদি কহিলা বেদিনী।
মুচকি হাসিয়া রাই বিনোদিনী॥
সখীগণে কন নয়ন চালিয়া।
জল আন সবে কালিন্দী যাইয়া॥
সঙ্কেত বচন করিয়া শ্রবণ।
ত্বরিত সবাই করিলা গমন॥
বেদিনী তখন ধরিয়া রাধায়।
কহেন চিনিতে পার কি আমায়॥

তোমার লাগিয়া প্রথম বেলায়।
বেদিনী সাজিনু আনন্দ হিয়ায়॥
এত কহি শ্যাম নাগরী রাধায়—।
টানিয়া আপন কোলেতে বসায়॥
কুচযুগ ধরি শ্রীকর যুগলে।
চুম্বন করেন বদন কমলে॥
কাঞ্চন কমলে শ্যামল সারঙ্গ—।
মধুপান করে করি নানা রঙ্গ॥
গোপতে রহিয়া হেরি সে বিলাস।
সখীগণ কহে পাইয়া তরাস॥
কি করে নাগর প্রথম বেলায়।
যদি কেহ ইহা দেখিবারে পায়॥
তবে ত ঘটিবে ভয়ানক দায়।
ভয় কি কিছুই নাহিক হিয়ায়॥
দিবসে ডাকাতি পরের ভবনে।
এমন সাহস না দেখি কখনে॥
বিপিন কহয়ে কিছু ভয় নাই।
ও চোরে লখিতে না পারে সবাই॥
প্রথম বেলায় বেদিনী মিলন।
রসিক ভকতে করে দরশন॥
প্রাকৃত রসের রসিক যাহারা।
এ রসে বঞ্চিত সদাই তাহারা॥

অপ্রাকৃত রস-ভাবজ্ঞ যে জন।
তিঁহ ত বুঝিবে বেদনী মিলন॥
অপ্রাকৃত রস ভাব কিবা হয়।
দীননাথ সুত তাহা না জানয়॥ ৩॥

মনের প্রতি।

তৃতীয় মুহূর্ত্তকালে "বেদিনী মিলন।"
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ॥ ৩॥

শ্রীদৈবজ্ঞামিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

দৈবজ্ঞগৃহিণীং দৃষ্ট্বা যো দেবশ্চাতিকাতরঃ।
তং গীর্ব্বাণ গণাধীশং নমামি গৌরসুন্দরম্॥ ৪॥

রাগঃ।

জয় জয় সুররাজ গোরা।
ভুবন মণ্ডন শোভা, ভুবন নাগরী লোভা,
সুরগুরু-মন-জ্ঞান-চোরা॥ ধ্রুঃ॥
বাণী বাণী বিমোহন, বেদ মুখ বিদলন,
সুরতরঙ্গিণী প্রিয়বর।
বিপ্র-বেদ পরায়ণ, বিপ্রপ্রিয় সর্ব্বক্ষণ,
বিপ্রভূষা সর্ব্বাস্তগোচর॥

ছাত্রগণে লঞা সঙ্গে, বেদীপর বসি রঙ্গে,
পড়ায়েন নানা শাস্ত্রানন্দে।
হেনকালে তথা আসি, মৃদু-মৃদু-মৃদু হাসি,
দৈবজ্ঞা কহেন নানা ছন্দে॥
হে বাপ পড়ুয়াগণ !, জগন্নাথ মিশ্রাঙ্গন,
কোন দিকে কহ ত আমায়।
ইহা শুনি ছাত্রগণে, কহিলেন হাস্যাননে,
কিবা কাজ তোমার তথায়॥
দৈবজ্ঞা কহেন বাণী, ডাকিয়াছে ঠাকুরাণী,
বধূভাগ্য গণনা কারণ।
দৈবজ্ঞ গৃহিণী আমি, জগৎপূজ্য মোর স্বামি,
গণনায় অতিবিচক্ষণ॥
শুনি বাণী ছাত্রগণে, হেরি গোরা চন্দ্রাননে,
কহে কোথা নিবাস তোমার ?।
দৈবজ্ঞা কহেন কথা, শ্রীবংশীবদন যথা,
তথা হয় নিবাস আমার॥
তবে ছাত্রগণ কয়, সম্মুখে যে দ্বার হয়,
ঐছে দ্বারে করহ গমন।
তবে মার শ্রীচরণে, পাবে তুমি দরশনে,
এথা আর নাহি প্রয়োজন॥
নেহারি দৈবজ্ঞা রূপ, শ্রীগৌরাঙ্গ রসভূপ,
পূরবের ভাবেতে মাতিয়া।

প্রিয় গদাধরে ধরি, হুঙ্কার-গর্জ্জন করি,
কন কৃষ্ণ রাধার লাগিয়া ॥
দৈবজ্ঞা সাজিয়া রঙ্গে, যান বুদ্ধিদূতী সঙ্গে,
জটিলার মনোহর বাসে।
মুগ্ধ করি জটিলায়, রাই মিলে শ্যামরায়,
এ বিপিন প্রেমানন্দে ভাষে ॥ ৪ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

দৈবজ্ঞারূপমাধৃত্য যো গচ্ছেজ্জটিলা গৃহম্।
তং সর্ব্বজ্ঞং সুরাধীশং শ্রীকৃষ্ণং সমুপাস্মহে ॥ ৪ ॥

চিত্র রাগ।

দেখ দেখ কিবা রঙ্গ মনোহর।
দৈবজ্ঞা সাজল শ্যাম-নটবর ॥ ধ্রুঃ ॥
পীতধড়া ছাড়ি ঘাঘড়ী পরল।
বুকের উপরি কাঁচুলী বাঁধল ॥
চূড়া পরিহরি কবরী সুন্দর—।
অলপ বাঁকায়ে বাঁধল নাগর ॥
পদের মঞ্জীর রাখিয়া দূরেতে।
সিন্দুরের ফোঁটা লাগান ভালেতে ॥
আধল ঘোঙটা দিয়া শ্যামরায়।
শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া উড়ানী লাগায় ॥

রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিলা।
করেতে কঙ্কণ ভূষা লাগাইলা॥
মুরলী ফেলিয়া তণ্ডুল পুটলী।
শ্রীকরে ধরিলা হঞা কুতূহলী॥
"শঙ্করী শঙ্করী" বলিতে বলিতে।
জটিলা ভবনে যায়েন ত্বরিতে॥
দৈবজ্ঞা দেখিয়া জটিলা কহিলা।
কোথা হোতে এথা দরশন দিলা?
কি নাম তোমার কহ আচার্য্যাণী।
ইহা শুনি শ্যাম কন মৃদু বাণী॥
নিবাস আমার ভাদাবলী গাঁয়।
"শ্রীশ্যামলা" নাম কহিনু তোমায়॥
জটিলা কহয়ে জান কি গণিতে।
দৈবজ্ঞা কহেন হাসিতে হাসিতে॥
গ্রহফল আদি যতেক আছয়।
সকল গণিব কহিনু নিশ্চয়॥
করাঙ্ক দেখিয়া কহিব সকল।
আমার গণনা না হয় বিফল॥
এ বোল শুনিয়া জটিলা তখন।
তণ্ডুল-গুবাক করে আনয়ন॥
দৈবজ্ঞা কহেন গণিব কি বল?।
জটিলা কহয়ে কহ গ্রহফল॥

কঠিনী পাতিয়া দৈবজ্ঞা তখন।
গ্রহফল যত করিয়া গণন॥
জটিলারে কন কি বলিব আর।
"শনিগ্রহ" কিছু প্রবল তোমার॥
শনির পূজাদি করাইবে যবে।
সেই দিনাবধি শনি দূর হবে॥
আর এক কহি করহ শ্রবণ।
তোমার ভ্রাতার বৈরি একজন॥
ব্রজে আছে যেবা নন্দের নন্দন।
তোমার ভ্রাতার বৈরী সেইজন॥
শিহরিয়া কহে জটিলা তখন।
কেমনে হইবে তাহার দলন॥
দৈবজ্ঞা কহেন সে বড় চতুর।
কার সাধ্য তার করে দর্পচূর॥
তার দর্প নাশে একোপায় যাহা।
তুমি ত নারিবে করিবারে তাহা॥
জটিলা কহয়ে কেবা সে উপায়।
সাধন করিবে কহ গো! আমায়॥
দৈবজ্ঞা কহেন তুয়া বধূ দ্বারে।
সে উপায় সিদ্ধ হইবারে পারে॥
তোমার বধূর মনোভাবান্তর—।
করিতে হইবে তাহার উপর॥

তার মন্ত্রৌষধী যত মত আছে।
বিরলে বলিব বধূটীর কাছে॥
জটিলা কহয়ে বধূর ভবন।
তবে দয়া করি করুন গমন॥
এ বোল শুনিয়া দৈবজ্ঞা কহয়।
বধূর ভবন কোন্ দিকে হয়?॥
জটিলা কহয়ে এই সখী সনে।
গমন্ করুন বধূর ভবনে॥
"শঙ্করী" বলিয়া দৈবজ্ঞা তখন।
রাধার অঙ্গনে দিলা দরশন॥
দৈবজ্ঞা দেখিয়া ভানুর ঝিয়ারি।
অঙ্গনে আসেন নিজ গৃহ ছাড়ি॥
দৈবজ্ঞা কহেন কেন হে সুন্দরি!
অঙ্গনে আইলা গৃহ পরিহরি॥
গৃহগত ধন গৃহে শোভা পায়।
বাহির হইলে অতি দুঃখ তায়॥
গৃহগত ধন ছিল মোর যাহা।
কিছু দূর গত হইয়াছে তাহা॥
সেই ত কারণে বহুদুঃখ পাই।
মরমের কথা কহিনু ইহাই॥
কিশোরী কহেন হেরি আপনারে।
ঘর ছাড়ি আনু অঙ্গন মাঝারে॥

এত কহি রাই লঞা দৈবজ্ঞারে।
বসিলেন যাঞা স্ব-গৃহের দ্বারে॥
তবে চন্দ্রাননী রাই হাস্যাননে—।
নিবেদন করে দৈবজ্ঞা চরণে॥
গণনা করিয়া কহ গ্রহফল।
দৈবজ্ঞা কহেন সকল মঙ্গল॥
রাই কন তবে দুঃখ কেন পাই।
দৈবজ্ঞা কহেন কিবা দুঃখ রাই ?॥
রাই কহে নাম জানিলা কেমনে।
দৈবজ্ঞা কহেন সদা গণি মনে॥
রাই কন কেন গণ মঝু নাম।
দৈবজ্ঞা কহেন পূরাইতে কাম॥
তুয়া নাম-মন্ত্র গুরু দিলা মোরে।
তেঞি সদা গণি কহিলাম তোরে॥
হেন শুনি রাই বুঝিলা অন্তরে।
দৈবজ্ঞা এ নয় শ্যাম এল ঘরে॥
তথাপি কহেন ছলা করি রাই।
মঝু পাশে মোর না কর বড়াই॥
মোর নাম-মন্ত্র যদি তুয়া হয়।
তবে কেন মোর এত দুঃখোদয়॥
দৈবজ্ঞা কহেন কি করিবে বল।
তোমার আমার হয় এক ফল॥

তোমার করমে হেন ফলোদয় !
যাহাতে আমায় বিকল করয় ॥
অথবা এ রস আস্বাদ কারণ।
হেন ফল ভোগ,—করি নিবেদন ॥
অনিত্য এ ফল কভু নাহি হয়ে।
বুঝিয়া দেখহ আপন হৃদয়ে ॥
এ নিত্য ফলের মধুরতা যাহা।
তোমার আমার বেন্থ হয় তাহা ॥
কিছু কিছু জানে প্রিয়সখী গণে।
নিবেদিনু এই রাতুল চরণে ॥
এ কথা শুনিয়া নাগরী তখন।
দৈবজ্ঞার কর করেন ধারণ ॥
দৈবজ্ঞা কহেন কি কাজ করিলে।
গোয়ালিনী হঞা আমারে ছুঁইলে
কিশোরী কহেন কিবা দোষ তায়।
দৈবজ্ঞা কহেন যে ছোঁএ আমায়।
গৃহ পরিহরি বনী হয় সেই।
দোষ যাহা তাহা কহিলাম এই ॥
ধনী কহে বনী নহি কি তোমার।
ঝুঁট নাহি কহ নিকটে আমার ॥
হেন শুনি কন নব-নটশ্যাম।
কহ লো সুন্দরি ! বনপাল নাম ॥

রাই কহে নাম "গোপ বনমালী"।
শঠ-ধূর্ত্ত অতি জানি চিরকালি ॥
শ্যাম কন সেই বনমালী পাশ।
কিবা ফল পাও করহ প্রকাশ ॥
রাই কহে ফল শুক্লবর্ণ হয়।
"প্রেমামৃত" নাম তার সবে কয় ॥
চারি ফলাতীত ফল সেই যাহা।
বনমালী মোরে দিয়াছেন তাহা ॥
প্রেমামৃত ফল পায় যেই জন।
আন ফল সেহ না করে গ্রহণ ॥
শ্যাম কন সেই প্রেমামৃত ফল।
তুয়া সন্নিধানে আছয়ে কেবল ॥
সেই ফল কিছু পাইবার আশে।
দৈবজ্ঞা সাজিয়া আনু তুয়া পাশে ॥
সে ফলে বঞ্চিত না কর আমায়।
নিবেদিনু এই তব রাঙ্গা পায় ॥
রাই কহে বঁধো! জান কত ছল।
দৈবজ্ঞা সাজিয়া এ রঙ্গ কেবল ॥
ধনীর ইঙ্গিতে প্রিয়সখী গণে।
ধীরে ধীরে যাঞা হইলা গোপনে ॥
নাগরী তখন লইয়া নাগরে।
প্রবেশ করিলা গৃহের ভিতরে ॥

বনমালী ক্রোড়ে বনী ধনী-শোভা।
ভাবুক জনার মন-আঁখি লোভা॥
বিপিনবিহারি কবির বর্ণন।
রসিক আনন্দ করুক বৰ্দ্ধন॥ ৪॥

মনের প্রতি।

তৃতীয় মুহূর্ত্তে কভু দৈবজ্ঞা মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ॥ ৪॥

শ্রীনড়িনী মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

বিলোক্য নড়িনীরূপং যো দেবশ্চাতিকাতরঃ।
পূর্ব্বভাব মনুস্মৃত্য তং গৌরং প্রণতোস্ম্যহং॥ ৫॥

রাগঃ।

জয় জয় শ্রীশচী-নন্দন।
শ্রীবিদ্যা মণ্ডপে বসি, নবদ্বীপ পূর্ণশশি,
গন্ধ-তৈল করেন মর্দ্দন॥ ধ্রুঃ॥
চতুর্দ্দিকে ছাত্রগণ, লঞা স্নানোপকরণ,
প্রভুর প্রতীক্ষা করি রহে।

কহে প্রিয় গদাধর, কহ শুনি বিশ্বম্ভর !,
গঙ্গা ধারা কোন দিকে বহে ॥
হাসি কন গৌরহরি, পশ্চিমেতে গঙ্গা ধরি,
পূরবে যমুনা ধারা বয়।
মধ্যে বহে সরস্বতী, ব্রহ্মপ্রিয়া বেগবতী,
ব্রহ্মাবর্ত্ত যাঁর তীরে রয় ॥
পুনঃ কহে গদাধর, কহ প্রভু বিশ্বম্ভর !,
শিব শিরে গঙ্গা কেন ধরে।
প্রভু কন গঙ্গা যিনি, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা তিনি,
তেঞিঃ শিব ধরে শিরোপরে ॥
যমুনা কৃষ্ণের দাসী, বাণী তাঁর বাগুল্লাসী,
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে বাখানে।
শুনিয়া প্রভুর বাণী, সবে করে কাণাকাণি,
গদাধর শিরে কর হানে ॥
হেনকালে দ্বারে আসি, মৃদু-মৃদু-মৃদু হাসি,
নড়িনী কহয়ে ডাক দিয়া।
চূড়ী লহ বধূগণ !, যার যাতে হয় মন,
ধীরে-ধীরে দিব পরাইয়া ॥
শুনিয়া নড়িনী ডাকে, লক্ষ্মীপ্রিয়া কন মা'কে,
মাগো ! মা ! ঐ ডাকিছে নড়িনী।
শুনিয়া বধূর বাণী, দ্বারে যাঞা ঠাকুরাণী,
কন এস চূড়ী-বিক্রয়িনি ! ॥

নড়িনীরে হেরি গোরা, পূর্ব্বভাবে হঞা ভোরা,
কহিলেন দেখ গদাধর ! ।
নড়িনী সাজিয়া শ্যাম, পূরাইতে নিজ কাম,
যাইছেন জটিলার ঘর ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ বাণী, ছাত্রে করে কাণাকাণি,
একি কথা কহেন নিমাই।
নিমাঞের ভাব যাহা, গদাধর জানে তাহা,
ছাত্রের বুঝিতে শক্তি নাই ॥
গৌর-গদাধর যারে, কৃপা করে এ সংসারে,
সেই জন বুঝিবারে পারে।
ওহে গৌর ! গদাধর !, এ বিপিনে কৃপা কর,
মোর কেহ নাহিক সংসারে ॥ ৫ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

বিধৃত্য নড়িনীরূপং যো গচ্ছেদ্রাধিকালয়ং।
তং সর্ব্বরসসম্পূর্ণং শ্রীগোবিন্দং ভজামহে ॥ ৫ ॥

চিত্র রাগ।

দেখ কিবা রঙ্গ।
নড়িনী সাজল ললিত ত্রিভঙ্গ ॥ ধ্রুঃ ॥
যাঁর তরে শ্যাম সাজল নড়িনী।
জটিলার ঘরে সেই বিনোদিনী ॥

না জানি সে ধনী কিবা গুণ জানে।
নড়িনী সাজায় নব-নট কাণে॥
মরি! মরি! মরি! কিবা প্রেম তার।
নড়িনী সাজল শ্যাম গুণাধার॥
হরি! হরি! প্রেমে বলিহারি যাই।
চূড়ী ঝুড়ী কাঁকে ধরিলা কাণাই॥
প্রেমবশ শ্যাম প্রেমের লাগিয়া—।
ত্বরিত যায়েন নড়িনী সাজিয়া॥
প্রেম টান যথা তথা ত্বরা গতি—।
সরব জনার,—সদা তথা রতি॥
অমল-প্রেমের ধারা এই হয়।
লাজ-কর্ম্ম-জ্ঞান তথা নাহি রয়॥
ধরম-বরণ বিধিবাণী তথা—।
সব বিরহিত ছাঁকা প্রেম যথা॥
শিব! শিব! শিব! প্রেম কি রতন।
তাহা জানে প্রেম জহুরী যেজন॥
মরি! মরি! লঞা প্রেমের বালাই।
যা লাগি নড়িনী সাজল কাণাই॥
হরিবারে রাই প্রেমরত্ন ধন।
নড়িনী সাজল গোকুল-মোহন॥
মোহিয়া সবারে চূড়ি লঞা কাঁকে।
নিতম্ব দোলায়ে যান, চান, হাঁকে॥

চূড়ী লঞা চুরি করিবার আশে।
ত্বরা যান শ্যাম জটিলার বাসে॥
না চিনি না জানি সে রতন কার।
জটিলা ভাবয়ে এ রত্ন আমার॥
স্বকীয় ভাবের গৌরব-বড়াই।
জটিলার মিছা দেখিবারে পাই॥
পরকীয় রত্নে স্বকীয় ভাবন।
তাই সহ তার দেখি অকারণ॥
জটিলা গৌরব হরিবার তরে।
হরি! হরি! হরি যান তার ঘরে॥
নানা রঙ্গ চূড়ী দেখাইয়া তায়।
হরিবে রতন চোর শ্যামরায়॥
দিবসেতে চুরি করে যেইজন।
নানা সাজ সেই করয়ে ধারণ॥
স্বভাব, স্বরূপ সংগোপন বিনে।
চুরি করা নাহি হয় প্রায় দিনে॥
কিশোরীর প্রেমে বলিহারি যাই।
নিজ বেশ ছাড়ে নাগর কাণাই॥
গোপভাব, গোপবেশ নিত্য যাঁর।
নড়িনীর বেশ দেখ! দেখ! তাঁর॥
অমল প্রেমেতে স্বভাব ছাড়ায়।
প্রেমগুণ এই, মরি হায়! হায়!॥

ধড়া ছাড়ি হরি ঘাগরী পরল।
বুকেতে কাঁচলী ধারণ করল॥
সু-নীল বরণ উড়াণী ধরল।
অলপ বাঁকয়ে কবরী বাঁধিল॥
নীল-শ্বেত-লাল-হলিদি বরণ।
চূড়ী উভ করে করল ধারণ॥
সিঁথায় সিন্দূর, নয়নে অঞ্জন—।
লাগাওল শ্যাম প্রেমের কারণ॥
শ্রবণে ঝুমকা-দুল-পাশা শোভা।
কণ্ঠেতে পদক-পুঁতিমাল লোভা॥
কোমর বন্ধন চূড়ী ঝুড়ি তায়—।
বসনে ঢাকিয়া কুহুক লাগায়॥
চুরি লাগি চূড়া প্রিয়বাঁশী ছাড়ে।
বলিহারি যাই শ্রীমতী রাধারে॥
"চূড়ী চাই চূড়ী চাই" বলি শ্যাম।
ফুকরি ফুকরি যান প্রেমধাম॥
জসম, গগ্রী, তীরকাটা, বালা।
সোণাপাত মোড়া তায় পুঁতিমালা॥
চাঁদ শোভা জিনি চাঁদ চূড়ী যাহা।
আমার নিকটে পাইবেক তাহা॥
চুমকী, রতন, চূড়িকামোহন।
সব বেচি মুঞি, লই ন্যূন পণ॥

অনেক রঙের চূড়ী মবু ঠাঁই—।
মিলিবেক,—যাহা কার কাছে নাই ॥
হেনমতে শ্যাম কুহুক লাগায়ে।
চলি যান নারী হৃদয় মাতায়ে ॥
জটিলার দ্বারে করিয়া গমন।
"চূড়ী নেবে" বলি হাঁকে ঘন ঘন ॥
নড়িনীর ডাক শুনিয়া শ্রবণে।
জটিলা কহয়ে প্রিয় দাসীগণে ॥
নড়িনীরে এথা আনহ ডাকিয়া।
বধূরে পরাব চূড়ী মোহনিয়া ॥
জটিলার বাণী করিয়া শ্রবণে।
দ্বারে যাঞা ডাকে প্রিয়দাসী গণে ॥
এস গো নড়িনি! এস এ ভবনে।
জটিলা-তো চূড়ী দেখিবে নয়নে ॥
মনের মতন চূড়ী যদি হয়।
তবে ত বধূরে দিবেন নিশ্চয় ॥
দাসীগণ বাণী করিয়া শ্রবণে।
নড়িনী প্রবেশে জটিলা ভবনে ॥
নড়িনীরে হেরি কহয়ে গোপিনী।
কি কি চূড়ী আছে দেখাও নড়িনি! ॥
জটিলার আজ্ঞা করিয়া শ্রবণে।
চূড়ী ঝুড়ি ধীরে নামান যতনে ॥

বসন খুলিয়া দেখায়েন চূড়ী।
বলিহারি যাই শ্যামের চাতুরী॥
চূড়ী হেরি কয় জটিলা গোপিনী।
মোহনিয়া চুড়ী দেখাও নড়িনী॥
মোহনিয়া চূড়ী করে ধরি শ্যাম।
কন দেখ চূড়ী কেমন সুঠাম॥
এ চূড়ী না পাবে আর কার ঠাঁই।
কহিলাম এই করিয়া বড়াই॥
চূড়ী হেরি গোপী নড়িনীরে কয়।
কহগো নড়িনি! কত পণ হয়॥
নড়িনী কহেন পণ কথা পরে।
এস গো! পরাই আগে তুয়া করে॥
ইহা শুনি হাসি কহয়ে জটিলা।
চূড়ী পরা সাধ বিধাতা নাশিলা॥
এ চূড়ী লইয়া বধূর ভবনে।
গমন করহ এই দাসী সনে॥
শ্যামনড়িনীরে বলিহারি যাই।
জটিলারে মোহে চূড়িকা দেখাই॥
ভুবন মোহন আখ্যান যাঁহার।
জটিলা মোহন বেশী কি তাঁহার॥
তবে ত নড়িনী প্রিয়দাসী সঙ্গে।
কিশোরী ভবনে প্রবেশেন রঙ্গে॥

প্রিয়দাসী সনে নড়িনী হেরিয়া ।
কিশোরী কহেন মুচকি হাসিয়া ॥
কহ প্রিয়দাসি ! নড়িনীর সনে ।
কেবা তোমা এথা করিলা প্রেরণে ।
দাসী কহে তছু ননদী-জটিলা ।
নড়িনীর সঙ্গে মোরে পাঠাইলা ॥
তবে মৃদু হাসি বিনোদিনী রাই ।
নড়িনীরে কন আড় দিঠে চাই ॥
দেখাও আমারে কি কি চূড়ী আছে
মনোমত হোলে লব তব কাছে ॥
নড়িনী তখন মোহন-রতন ।
চূড়ী লঞা ধরে রাধার সদন ॥
হেরিয়া শ্রীমতী চূড়ী মোহনিয়া ।
নড়িনীরে কন মুচকি হাসিয়া ॥
এ মোহন চূড়ী মনের মতন ।
শুনিবারে চাই এর কত পণ ॥
নড়িনী কহেন এর পণ যত ।
তুমি কি পারিবে মোরে দিতে তত ।
প্যারী কন তুমি চাবে যেই পণ ।
সেই পণ আমি করিব অর্পণ ॥
এই পণ মোর মিছা কভু নয় ।
সত্য করি কহ পণ কত হয় ॥

নড়িনী কহেন তব এই পণ।
ঠিক যেন থাকে,—না যায় কখন॥
শুনিয়াছি এই স্ব-পণ পালনে।
বিরতা না হয় সাধুশীলা গণে॥
পণ তবে কহি করহ শ্রবণ।
এর পণ তুয়া যুগল-চরণ॥
তাহা দিয়া মোরে স্ব-পণ পালন।
ত্বরা করি কর,—এই নিবেদন॥
হেন কথা শুনি কন বিনোদিনী।
একি কথা তুমি কহিছ নড়িনি! ॥
নাগর কহেন ও চরণ তরে।
নড়িনী সাজিয়া আনু তুয়া ঘরে॥
চূড়ী ঝুড়ী কাঁকে যাহার লাগিয়া।
সেই পদ শিরে দেহ গো! তুলিয়া॥
তোমার লাগিয়া সাজি নানা সাজ।
তোমা বিনা মোর নাহি কোন কাজ।
তোমা ছাড়া আমি নড়িবারে নারি।
মনেতে বুঝিয়া দেখ দেখ প্যারি! ॥
প্রপন্ন জনারে না কর বঞ্চন।
করযোড়ে এই করি নিবেদন॥
হেন শুনি ধনী ঘোঙ্‌টা টানিয়া।
বঁধুমুখ চাঞা কহেন হাসিয়া॥

কলাগুরু তুমি জান কত ছলা।
লাগায়ে কুহুক বধহ অবলা॥
ব্যাধের সমান ধরম তোমার!।
নারীজাতি হএ্যা কত কব আর॥
তোমার চরণ যে করে শরণ।
বিরহ আগিতে সে হয় দহন॥
মূর্ত্তিমান শর আঁখির সন্ধান।
মুরলীর গান পাশের সমান॥
বিনোদিনী বাণী করিয়া শ্রবণে।
কাতরে নাগর করে নিবেদনে॥
প্রাণাধিকে! আর না কর ভৎর্সন
কি করিব বল বিধির লিখন॥
বিধির বিধানে তোমায় আমায়।
কভু বা বিচ্ছেদ মানবী-লীলায়॥
নাগরী কহেন বিধিমুখে ছাই।
এস প্রাণনাথ! গৃহ মাঝে যাই॥
আমার লাগিয়া তোমার এ সাজ।
ইহা কি পরাণে সহে রসরাজ!॥
শ্রীমতীর ভাব হেরি সখীগণে।
আন ঘরে গিয়া হইলা গোপনে॥
নাগরী তখন লইয়া নাগরে।
প্রবেশ করেন আপনার ঘরে॥

কাঞ্চন পালঙ্কে বসিয়া নাগর।
নাগরীরে রাখি কোলের উপর ॥
অধর চুম্বয়ে আনন্দ অন্তরে।
কমলে ভ্রমর যেন ক্রীড়া করে ॥
নাগরের কোলে নাগরীর শোভা।
ভাবুক জনার প্রাণ-মনলোভা ॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মধুর মিলন।
বিপিন বিহারি না পায় দর্শন ॥
কবিকুল সেবি এবিপিন দাসে!
মধুর-মিলন ভাসে হৃদুচ্ছ্বাসে ॥ ৫ ॥

মনেরপ্রতি।

চতুর্থ মুহূর্ত্তকালে নড়িনী-মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ ॥ ৫ ॥

শ্রীমালঝি-মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্থ নমস্কারঃ।

দৃষ্ট্বা মালাত্মজারূপং যো প্রভুশ্চাতিবিহ্বলঃ।
তং শ্রীশ্যামপ্রিয়ং দেবং গৌরচন্দ্রং ভজাম্যহম্ ॥ ৬ ॥

রাগঃ।

জয় জয় নিমাই পণ্ডিত।
জাহ্নবী সিনান তরে, ছাত্র-মিত্র সঙ্গে করে,
যান গোরা হঞা আনন্দিত ॥ ধ্রুঃ ॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য যত, কহিছেন অবিরত,
শুনি সবে চিত্রপ্রায় রহে।
কন প্রিয় গদাধর, কহ দেব বিশ্বম্ভর !,
গঙ্গাতীর্থ ব্রজে কোথা বহে ॥
শুনি গদাধর বাণী, ভালদেশে কর হানি,
কন গোরা গদাধর পাশ।
ওহে প্রিয় গদাধর !, বৃষাসুর বধ পর,
গোপীগণ করি পরিহাস ॥
কন প্রিয়তম কাণে, কর সর্ব্ব তীর্থস্নানে,
তবে মোরা ছুঁইব তোমায়।
গো হনন-কারী জনে, মহাপাপী ত্রিভুবনে,
তাঁর স্পর্শ কেহ নাহি চায় ॥
কভু স্পর্শ হৈলে পরে, মন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করে,
এই কথা কন বৃদ্ধগণে।
ইহা শুনি নন্দসুত, হাসি কন গোপীযূথ !,
দেখ সর্ব্ব তীর্থ আনি বনে ॥

তবে শ্যাম তীর্থগণে, করিলেন আবাহনে,
অমনি সকল তীর্থ আসি।
কৃষ্ণঃপদে করি নতি, স্তব করে যথামতি,
গঙ্গা কন আমি চির দাসী ॥
কেন মোরে আবাহন, করিলেন শ্রীরমণ !,
কহ শুনি তাহার কারণ।
কৃষ্ণ কন ওহে গঙ্গে !, সর্ব্বতীর্থ তব অঙ্গে,
তেঞিও তোমা করি আবাহন ॥
ষণ্ডাকৃতি বৃষাসুরে, নাশিয়া এ ব্রজপুরে,
মহাপাপ স্পর্শিল আমায়।
সেই পাপ নাশিবারে, এথা তোমা সবাকারে,
ডাকিলাম,—কহিনু তোমায় ॥
এবে তোমাদের অঙ্গে, স্নান আদি করি রঙ্গে,
মহাপাপ শীঘ্র করি দূর।
নতুবা ভুবন জন, ঘুষিবেন সর্ব্বক্ষণ,
হাসিবেন এই ব্রজপুর ॥
এতেক কহিয়া হরি, সর্ব্বতীর্থে স্নান করি,
কহিলেন ব্রজাঙ্গনাগণে।
এইত গোপীকাগণ ! পাপ কৈনু বিমোচন,
দেখি সবে ভাবে মনে মনে ॥
মোদের যশোদাসুত, দেব কি মানুষ ভূত,
কিছু মোরা বুঝিতে না পারি।

ইহাঁর করম যত, লোকাতীত অবিরত,
এই মত কহে যত নারী ॥
তথাপি সহজ রতি, মোহিয়া গোপীর মতি,
কৃষ্ণে নর ভাবনা করায়।
নরলীলা লীলা সার, বিধি নাহি পায় পার,
আধার গোপিনী গোপ যায় ॥
গোপীগণে মুগ্ধ করি, তীর্থ সবে পরিহরি,
জাহ্নবীরে কহেন হাসিয়া।
তুমি মম বৃন্দাবনে, রহ এক অংশ ক্রমে,
শ্রীমানসী গঙ্গাখ্যা ধরিয়া ॥
প্রভু আজ্ঞা অঙ্গীকরি, শ্রীযমুনা সহচরী,
শ্রীমানসী গঙ্গারূপ ধরি।
রহিলেন বৃন্দাবনে, এই কথা মুনিগণে,
লিখিলেন শাস্ত্রের ভিতরি ॥
কার কার এই বাণী, কৃষ্ণমাতা নন্দরাণী,
গঙ্গাস্নানে করিলেন মন।
তেঞিও নন্দসুত হরি, গঙ্গারে আহ্বান করি,
ব্রজেতে করেন আনয়ন ॥
শ্রীমানসী গঙ্গা কথা, শাস্ত্র বিজ্ঞে কন যথা,
তাহা গোরা কন গদাধরে।
হেনকালে পথ মাঝে, দেখে গোরা দ্বিজরাজে,
"মালঝি" খেলায় অহিবরে ॥

সেই খেলা বহুজন, করিতেছে দরশন,
হেরি গোরা কন ভাব ভরে।
দেখ দেখ গদাধর !, কিবা খেলে অহিবর,
হেরি মম হৃদয় শিহরে ॥
অনুমানি সেই শ্যাম, পূরাইতে নিজ কাম,
মনোহরা মালঝি সাজিয়া।
কাঁচুনী করিয়া গান, আয়ান ভবনে যান,
মনমথ রসেতে রসিয়া ॥
হেনমতে নবগোরা, পূর্ব্বভাবে হএগ্রা ভোরা,
কন গদাধর মুখ চাই।
হাসি কন গদাধর, একি কহ বিশ্বম্ভর !,
কোথা কৃষ্ণ কোথা সেই রাই ॥
এ ত বৃন্দাবন নয়, নবদ্বীপ গ্রাম হয়,
বিরাজিতা জাহ্নবী এথায়।
যমুনা-নিকুঞ্জবন, বল্লব-বল্লবীগণ,
এথায় নাহিক দেখা যায় ॥
শিখীকুল সুনর্ত্তন, মৃগ-মৃগী বিচরণ,
এথা নাহি হয় দরশনে।
ভ্রমর-ভ্রমরী রোল, শুক-সারিকার বোল,
এথা নাহি শুনিয়ে শ্রবণে ॥
তথাপিহ সর্ব্বক্ষণ, বৃন্দাবন উদ্দীপন,—
হইতেছে হৃদয়ে তোমার।

উদ্দীপন হেতু যাহা, বুঝিতে না পারি তাহা,
কহ শুনি কারণ ইহার ॥
প্রভু কন গদাধর !, জানে সব তবান্তর,
মিছা কেন লুকাও আমারে।
হেন শুনি ছাত্রগণে, নানা ভাব ভাবে মনে,
কেহ কিছু বুঝিতে না পারে ॥
পড়ুয়াগণের চিত, কর্ম্ম-জ্ঞানে বিমোহিত,
তেঞিঃ তারা বুঝিতে নারয়ে
রসিকভকত যাঁরা, বুঝিতে পারেন তাঁরা,
শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁদের হৃদয়ে ॥
শুষ্ক-জ্ঞান-কাম-কর্ম্ম, পাপ-পুণ্য-শর্ম্মা-শর্ম্ম,—
নাশ মোর গৌর-গদাধর !।
তোহাঁ দুই শ্রীচরণ, যাহার সর্ব্বস্ব ধন,
এ বিপিন তাঁর অনুচর ॥ ৬ ॥

গ্রন্থকারস্থ দণ্ডবন্নতিঃ।

ধৃত্বা মালাঙ্গনারূপং যো গচ্ছেদ্রাধিকালয়ম্।
তং বিদগ্ধগণাধীশং শ্রীকৃষ্ণং সমুপাস্মহে ॥ ৭ ।

চিত্র রাগ।

মরি ! মরি ! মরি ! যাই বলিহারী।
"মালিনি" সাজল রসিক মুরারী ॥ ধ্রুঃ ॥

পীতধড়া ছাড়ি হিঙ্গুল-বরণ।
রাগের ঘাগড়ী কটিতে পিন্ধন॥
বুকেতে কাঁচলী হলিদী-বরণ।
চূড়া পরিহরি কবরী বন্ধন॥
গলেতে প্রবাল মালা, পুঁতি হার।
শ্রবণেতে দুল পটল আকার॥
নাকে নাকচাবী—করেতে কঙ্কণ।
মরি কিবা শোভা হেররে নয়ন!॥
মুরলী লুকাঞা বাঁশের পাঁচন।
ডাহিন করেতে করল ধারণ॥
সাপের হাঁড়িটী বাঁ-করে ঝোলায়ে।
যাইছেন শ্যাম ডমরু বাজায়ে॥
বদনে কাঁদুনী করিছেন গান।
মৃদু মৃদু হাসি চারি দিকে চান॥
যদি কেহ চাহে সাপ দেখিবারে।
পণ লঞা সাপ দেখান তাহারে॥
হেন মতে পথে নাগর কানাই।
যায়েন অনেকে সরপ দেখাই॥
আয়ানের দ্বারে করিয়া গমন।
সজোরে করেন ডমরু বাদন॥
কাঁদুনী গায়েন অতি উচ্চরবে।
শুনিয়া কিশোরী কন, সখী সবে॥

ঝাঁট যাঞা এথা আন মালঝিরে।
সরূপ দেখিব রহিয়া মন্দিরে॥
কিশোরীর বাণী শ্রবণ করিয়া।
প্রিয় সখীগণ দ্বারেতে যাইয়া॥
মালঝিরে কহে এসহ ভবনে।
কেমন সরূপ হেরিব নয়নে॥
যে পণ মাগিবে পাইবে তাহাই।
কিশোরীর সম দাতা কেহ নাই॥
সখীগণ বাণী করিয়া শ্রবণ।
হাসিয়া মালঝি বলেন তখন॥
সরূপ খেলাঞা ফিরি নানা ঠাঁই।
সব ঠাঁই শুনি দাতা বড় রাই॥
তেঞিঃ বড় আশে আইনু এথায়;
চল চল যাই কিশোরী যথায়॥
সখীগণ সনে মালঝি নাগর।
প্রবেশেন রাই ভবন ভিতর॥
মালঝির রূপ করি দরশনে।
হাসিয়া শ্রীমতী কন সখীগণে॥
আহা! মরি! মরি! মালের ভবনে।
এমন রমণী না হেরি নয়নে॥
বিধাতার বিধি না জানি কেমন।
মালঘরে হেন রমণী রতন॥

হেন কহি ধনী মালঝিরে কন।
কহ গো মালঝি! কোথায় ভবন॥
মালঝি কহেন শ্রীখণ্ডের বনে।
নিবাস আমার জানে বহুজনে॥
বড় বড় সাপ অনেক তথায়।
ভয়ে প্রায় সেথা কেহ নাহি যায়॥
তবে বিনোদিনী কহেন আদরে।
কহ গো মালঝি! সরল অন্তরে॥
তোমার নাগর কেমন তোমায়।
হৃদয় হইতে কভু কি নামায়॥
মালঝি কহেন আমা বিনু সেই।
আন নাহি হেরে কহিলাম এই॥
বাতি জ্বালাইয়া আমিহ নাগরে।—
বশ করিয়াছি,—করিনু গোচরে॥
মালরমণীর নিকটে কাহার।
চাতুরী না খাটে কহি বার বার॥
হেন গুণ মুই পারি করিবারে!
নাগর কখন ঘর নাহি ছাড়ে॥
হেন শুনি প্যারী কহেন তখন।
সে বাতি কি মিলে দিলে কোন পণ॥
মালঝি কহেন পণে কি না মিলে।
প্রাণ মিলে সমুচিত পণ দিলে॥

বিনোদিনী কন চাবে পণ যাহা।
মোরে বাতি দিলে পাইবেক তাহা॥
মালঝি কহেন বাতির যে পণ।
তাহা কি পারিবে করিতে অর্পণ॥
শ্রীমতী কহেন যদি সাধ্য হয়।
তবেত তোমায় দিব হে নিশ্চয়॥
মালঝি কহেন সুসাধ্য তোমার।
প্যারী কন তবে ভাবনা কি আর॥
এই সব কথা হইবেক পরে।
কহ তুয়া পতি কিবা নাম ধরে॥
মালঝি কহেন "মীনধ্বজ জয়"।
মো-পতির নাম সকলে জানয়॥
মীনধ্বজ ভয় স্মরণে তাঁহার—।
দূরে যায়, এই কহিলাম সার॥
তবে কন প্যারী কি সাপ হাঁড়িতে।
মোদের দেখাও হঞা সাবহিতে॥
কিশোরীর আজ্ঞা পাইয়া তখন।
মালঝি ডমরু করেন বাদন॥
কাঁদুনী গাইয়া শিব গুণ গান।
হাঁড়িতে চাপড় মারে শঠকান॥
সরাব খুলিয়া হাঁড়ির ভিতরে।
ফুঁ দিয়া পুনহি হাঁড়িটী চাপড়ে॥

ধোকা সাপ টোকা খাইয়া তখন।
সূর্পী সম ফণ করিয়া ধারণ—॥
ফোঁস্ ফোঁস্ রবে করে গরজন।
তাহা দেখি সবে করে পলায়ন ॥
মালঝি সরপ রাখিয়া অঙ্গনে।
হাঁটু মাথা নাড়ি খেলান যতনে ॥
সরপ দেখিয়া কন সবজনে।
এ হেন সরপ না হেরি নয়নে ॥
কোন্ বা দেশের সরপ এ হয়।
কহ গো মালঝি ! করিয়া নিশ্চয় ॥
মালঝি কহেন কামাখ্যা যথায়।
এ সর্প জনমে জানিহ তথায় ॥
এ সর্পের নাম "শঙ্খচূড়" হয়।
সরপের রাজা এই সাপে কয় ॥
হেন শুনি কন বিনোদিনী রাই।
কামাখ্যাদেবীর কেমন বড়াই ॥
মালঝি কহেন মায়াতীর্থ সেই।
মায়া ঘোরে পড়ে তথা যায় যেই ॥
কামাখ্যাচণ্ডীর সেবাদাসী যাঁরা।
কাম স্বরূপিণী হন সব তাঁরা ॥
কামেতে ভুলাঞা পুরুষের মন।
ভেড়া করি রাখে জনম মতন ॥

কামাখ্যাচণ্ডীর কেমন্ বড়াই !।
ইথে বুঝে দেখ বিনোদিনী রাই !॥
পতি সঙ্গে মুই যাইয়া তথায়।
এ সপ্ল আনিনু কহিনু তোমায়॥
তবে ত মালঝি সরপ তুলিয়া।
হাঁড়িতে রাখিলা সরা চাপা দিয়া॥
ধোকা সাপ ফোকা হইল তখন।
বুঝিতে নারিলা তাহা কোন জন॥
কিশোরী কহেন আগে মঝু পাশ।
বাতির বারতা করিলা প্রকাশ॥
সেই বাতি দেহ এবে সে আমায়।
সমুচিত পণ দিবগো তোমায়॥
মালঝি তখন কহেন হাসিয়া।
নব কানী আন দেই বানাইয়া॥
ইহা শুনি ঘরে যাএা সখীগণ।
নব কানী আনি করিলা অর্পণ॥
তবে ত মালঝি তিন বাতি করি।
রাই করে দেন গোঠমন্ত্র পড়ি॥
ভোরে বঁধু পাশ এ বাতি জ্বালিয়া।
বঁধুরে দেখএা দিবে ফেলাইয়া॥
তবে তুয়া বঁধু আর কার ঘরে।
কভু নাহি যাবে যদি প্রাণে মরে॥

চিরদিন রবে হইয়া তোমার।
দেখ! দেখ! গুণ বাতির আমার॥
শ্রীমতী কহেন মালঝি! এখন—।
দুই পণ মাগ আমার সদন॥
বাতি দিয়া আর সাপ খেলাইয়া।
প্রসন্ন করিলে মঝু এই হিয়া॥
কহগো মালঝি! দুইটার পণ—।
কিবা তুমি লবে আমার সদন॥
যাহা চাবে তুমি পাইবে তাহাই।
সাধ্যমত দানে মোর ত্রুটী নাই॥
হেন বাণী শুনি মালঝি তখন।
দুই পণ চান রাধার সদন॥
বাতি পড়া পণ যুগল চরণ।
মম শিরে প্যারি! কর সমর্পণ॥
সরপ দেখার পণ আলিঙ্গন।
দেহ মোরে ত্বরা এই নিবেদন॥
পণ শুনি প্যারী কন সখীগণে।
কি পণ মাগিছে শুনিলে শ্রবণে॥
সখীগণ কহে মালঝি এ নয়।
শঠ-নট-শ্যাম ভাবে বোধ হয়॥
সখীগণ বাণী করিয়া শ্রবণ।
মালঝি কাতরে করে নিবেদন॥

দেখ! দেখ! প্যারি! তোমার লাগিয়া
এথায় আইনু মালঝি সাজিয়া॥
প্রাণাধিকে! তুমি সাজাবে যেমনে।
সেইমত আমি সাজি বৃন্দাবনে॥
তোমা বিনু রাই! ভুবন মাঝারে।
কেহ নাহি মোরে সাজাইতে পারে॥
ইহা শুনি ধনী কহেন কাঁদিয়া।
মোর তরে এথা মালঝি সাজিয়া॥
এ দুঃখ পরাণে সহনে না যায়।
মরি! মরি! নাথ! কি করি উপায়॥
তোমার লাগিয়া রহিয়া বিরলে।
ভাসি আঁখিনীরে পাতি নানা ছলে॥
একুলে সেকুলে তুমি সে আমার।
তোমা বিনু কেহ নাহি এ রাধার॥
কানু কন প্যারি! তোমার চরণ।
একুলে সেকুলে আমার শরণ॥
তুমি মোর হৃদি সরবস ধন।
তো বিনু আকাশ হেরি যে ভুবন॥
তোমার লাগিয়া গোধন চরাই।
তোমা বিনু আর কেহ মোর নাই॥
শপথি করিয়া কহি তুয়া পাশ।
এ লোকে সে লোকে আমি তব দাস॥

দাসের বাসনা করহ পূরণ।
গলে বাস দিয়া করি নিবেদন॥
তবে রাইধনী বঁধুরে লইয়া।
ঘরে প্রবেশিলা প্রেমার্দ্র হইয়া॥
সখীগণ তবে হইয়া গোপন।
যুগল-মিলন করে দরশন॥
মালঝি হৃদয়ে বিনোদিনী শোভা।
নীলপদ্মে যেন স্বর্ণপদ্ম লোভা॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সম্মিলন যাহা।
মন-আঁখি লোভা শোভা সীমা তাহা॥
বিপিন বিহারি সে শোভা দর্শনে—।
বঞ্চিত হইয়া ভাবে সর্ব্বক্ষণে॥
ভাবনার আর নাহি দেখি পার।
ভরসা কেবল গুরুকর্ণধার॥ ৬॥

মনের প্রতি।

পঞ্চম মুহূর্ত্তকালে মালঝি-মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ॥ ৬॥

শ্রীবৈষ্ণবী-মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্থ নমস্কারঃ।

একাক্ষি বৈষ্ণবীং দৃষ্ট্বা মৃদুহাস্যঞ্চকার যঃ।
তং ভাবুকবরাধীশং নৌমি শ্রীগৌরসুন্দরম্॥ ৭॥

রাগঃ।

জয় গোরা সরব জীবন।
ছাত্র-মিত্র করি সঙ্গে, জাহ্নবী সিনানি রঙ্গে,
করে গোরা ভবনে গমন ॥ ধ্রুঃ ॥

শ্রীচরণ প্রক্ষালিয়া, বারত্রয় আচমিয়া,
শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশয়।
পূজা করি নারায়ণে, লঞা ছাত্র-মিত্রগণে,
জলপান আনন্দে করয় ॥
তবে আসি বিদ্যালয়ে, বসি নানা কথা কয়ে,
হেনকালে বৈষ্ণবী ললিতা।
"হরি বোল" বলি মুখে, প্রবেশিলা তথা সুখে,
বিষ্ণুদাস বৈষ্ণব দয়িতা ॥
বৈষ্ণবীরে হেরি গোরা, হাস্যরসে হঞা ভোরা,
জিজ্ঞাসয়ে কোথা তুয়া ঘর।
বৈষ্ণবী হাসিয়া কয়, তাহে কিবা ফলোদয়,
কহ আগে আমার গোচর ॥
হাসিয়া নিমাই কহে, জিজ্ঞাসা দোষের নহে,
পূর্ব্বাপর এ প্রথা আছয়।
অজ্ঞাতার পরিচয়, আগে সর্ব্বলোকে লয়,
তাহে কেন তুয়া রাগোদয় ॥

বৈষ্ণবী হয়েন যাঁরা, রাগিনী-নাগিনী তাঁরা,
ইহা প্রায় করি দরশন।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ বাণী, নিজ বক্ষে কর হানি,
ধনী কহে চালিয়া নয়ন॥
ব্যাঘ্রপাদ মুনিবরে, যেখানে তপস্যা করে,—
বহুযুগ শিবব্রত ধরি।
তাহার পশ্চিমে শোভা, বিষ্ণুভক্ত মনোলোভা,
শ্রীরাধানগর গৌরহরি॥
তথায় আমার বাস, প্রভু মোর বিষ্ণুদাস,
নাম মোর ললিতা-মঞ্জরী।
তব রূপ হেরিবারে, আইনু শচীর দ্বারে,
ওহে গৌর! কহিনু বিবরি॥
কৃপাগুণ পরকাশি, কর চরণের দাসী,
বঞ্চনা না কর কৃপাময়!।
বৈষ্ণবীর ভাব যাহা, বুঝি বিশ্বম্ভর তাহা,
কহে শুন ছাত্র-মিত্রচয়॥
বৈষ্ণবীর ভাবান্তরে, বুঝিতে কে শক্তি ধরে,
রঙ্গ-রাগ অতি চিত্র হয়।
ভাব-রঙ্গে সর্ব্ব মন, মোহয়ে বৈষ্ণবীগণ,
এই কথা বিজ্ঞগণ কয়॥
শুনি কহে গদাধর, ওহে গোরা! বিশ্বম্ভর!,
মুগ্ধ সবে বৈষ্ণবী মায়ায়।

তার সাক্ষী বৃন্দাবন, কর গোরা! দরশন,
স্মৃতি লাগি কহিনু তোমায়॥
ইহা শুনি বিশ্বম্ভর, ভাবে হঞা গর-গর,
কহে ওহে প্রিয় গদাধর!।
পূরাইতে নিজ কাম, বৈষ্ণবী সাজিয়া শ্যাম,
যাইছেন রাধার গোচর॥
মুগ্ধ করি জটিলায়, শঠ-নট শ্যামরায়,
রাই সঙ্গে হইয়া মিলন।
সাধিবে আপন কাজ, শৃঙ্গার-মূরতিরাজ,
নিবেদিনু তোমার সদন॥
ইহা শুনি গদাধর, কহে কি এ বিশ্বম্ভর!,
তব ভাব বুঝা নাহি যায়।
বৈষ্ণবীরে হেরি ভাবে, হারাইয়া স্ব-স্বভাবে,
ক্ষিপ্ত সম কি কহ আমায়॥
শুনি কহে বিশ্বম্ভর, ওহে প্রিয় গদাধর!,
মোরে কেন করিছ বঞ্চনা।
আমি জানি তবান্তর, তুমি জান মমান্তর,
মিছা আর না কর ছলনা॥
যত ছাত্র ছিল তথা, তারা উভয়ের কথা,
না বুঝিয়া রহে চিত্র প্রায়।
গৌর-গদাধর যারে, বুঝায় সে বুঝিতে পারে,
রহস্য বিপিন দাসে গায়॥ ৭॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

যে দেবো বৈষ্ণবী ভূত্বা জগাম ললিতাগৃহম্।
তং রাধারমণং কৃষ্ণং নমামি দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৭ ॥

চিত্র রাগ।

হায়! হায়! শোভা যাই বলিহারী।
কি বেশ ধরল নট বংশীধারী ॥ ধ্রুঃ ॥

হের শোভা-লোভা নয়ন-রঞ্জন।
রাধার লাগিয়া মদন-গঞ্জন ॥
অঞ্জন বরণ শঠ-শ্যামরায়।
বৈষ্ণবী সাজল আনন্দ হিয়ায় ॥
রজত বরণ বসন চিকণ—।
ঘাগড়া করিয়া করল পিন্ধন ॥
পয়োপরিপূর্ণ পয়োধরাকার—।
পয়োধর করি পয়োধরাধার ॥
কাঞ্চন বরণ কাঁচলী উরসে।
পরল নাগর রাই প্রেমরসে ॥
মোহন চূড়াটী খুলিয়া যতনে।
সুবলের করে করে সমর্পণে ॥
চাঁচড় চিকুর চামর আকারে।
পৃষ্ঠে ফেলাইলা শ্যামা অনুসারে ॥

করের বলয়া—শ্রবণ বেষ্টন।
চরণ হংসক—সপ্তকী লম্বন ॥
কিঙ্কিনী-কেয়ুর-মুকুতার:হার।
শৃঙ্গ-বেণু-বেত্র শ্রীনন্দকুমার ॥
সুবলের করে করিয়া প্রদান।
তিলক রচল বিদগধ কাণ ॥
নারায়ণ নাম ভালেতে রচিয়া।
হাসে খল খল মুকুর ধরিয়া ॥
তুলসীর মালা ত্রিকণ্ঠি করিয়া।
হরিষে পরল শ্রীহরি বলিয়া ॥
পুঞ্জগুঞ্জমালা তাহার উপর।
লাগাওল শ্যাম নব-নটবর ॥
ভাব ভিক্ষাঝুলি কাঁধেতে ধরিয়া।
উঠিলা নাগর কিশোরী স্মরিয়া ॥
রজত-বরণোত্তরীয় বসন—।
শ্রীঅঙ্গ ঢাকিয়া করল ধারণ ॥
জপমালা লঞা সুবল তখন।
বৈষ্ণবীর করে করিলা অর্পণ ॥
তবে ত বৈষ্ণবী সুবলে কহিলা।
কার জপমালা মোরে সমর্পিলা ॥
সুবল কহয়ে এ মালা আমায়।
বৃন্দা দিলা-তাই দিলাম তোমায়

বৈষ্ণবী কহয়ে এ মালায় ভাই ! ।
কার নাম জপ হবে,—কহ তাই ॥
সুবল কহয়ে "রাধা রাধা" নাম ।
এ মালায় জপ কর অবিরাম ॥
জপিতে জপিতে ভাব-কান্তি তার ।
পাইবে কানাই ! কহিলাম সার ॥
সুবলের বাণী করিয়া শ্রবণ ।
হাসিতে লাগিলা যশোদা-নন্দন ॥
তবে ত সুবল অরুণ বরণ— ।
অনুরাগ কন্থা করিলা অর্পণ ॥
কন্থা পাঞা শ্যাম সুবলে কহিলা ।
এ কন্থা কাহার নিকটে পাইলা ॥
নানাবর্ণ সূত্রে চারু চিত্রা চিত্রা— ।
কন্থা মনোহরা পরম পবিত্রা ॥
কেবা তোমা ইহা করিলা অর্পণ ।
কহ সখে ! তাই করিব শ্রবণ ॥
সুবল কহয়ে সুচিত্রা আমায় ।
এই কন্থা দিলা কহিনু তোমায় ॥
কানু কহে ভাই ! কি কাজ করিলে ।
এখন হইতে কন্থা ধরাইলে ॥
সুবল কহয়ে নাহি কর দুঃখ ।
এ কন্থা ধারণে পাবে বড় সুখ ॥

কিশোরীর তরে ধর যদি কন্থা।
সেই ত তোমার পরসুখ পন্থা॥
কিশোরী-পূজন—কিশোরী-ভজন।
কিশোরী-চরণ পরম শরণ—॥
যাহার তাহার এ কন্থা ধারণে।
পরম আনন্দ বুঝে দেখ মনে॥
সুবলের বাণী করিয়া শ্রবণ।
হাসিতে হাসিতে বৈষ্ণবী তখন॥
মরাল গমনে নিতম্ব নাচাঞা।
গমন করয়ে চারিদিক চাঞা॥
রাই-রূপ ভাবি মনের উল্লাসে।
উতরিলা গিয়া জটিলার বাসে॥
বৈষ্ণবী হেরিয়া জটিলা তখনে।
ত্বরিত উঠিয়া করিলা বন্দনে॥
আসন আনিয়া আনন্দ অন্তরে।
পাতিয়া দিলেন বসিবার তরে॥
আসনে বসিয়া বৈষ্ণবী তখন।
অধোমুখে মালা করয়ে জপন॥
জটিলা আনন্দে বৈষ্ণবীরে কয়।
কোথা তব বাস দেহ পরিচয়॥
বৈষ্ণবী কহয়ে আমার নিবাস।
এক ঠাঁই নয়,—করিনু প্রকাশ॥

কভু বদ্রিনাথে কভু বা কেরলে।
কভু কামকোষ্ঠি কভু বা কোশলে ॥
কখন বেঙ্কটে শ্রীরঙ্গে কখন।
কভু কাঞ্চী কভু দণ্ডককানন ॥
কভু ঋষভাদ্রি কভু বৃন্দাবন।
কভু মধুপুরী, বদরীকানন ॥
কভু মন্দারকে কভু চিত্রগিরি।
কভু বা প্রভাসতীর্থে ঘুরি ফিরি ॥
কভু নীলগিরি, দক্ষিণ মথুরা।
কভু সূর্পারক, মাহীষ্মতিপুরা ॥
কভু গয়াক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণু চরণে।
কভু বা প্রয়াগে মাধব সদনে ॥
কভু মায়া দ্বারে সুরধুনী-তীরে।
কভু শিবকাশী কভু শৈল-শিরে ॥
কভু অবন্তীতে কভু বা সাগরে।
কভুবা কঙ্খলে, দ্রাবিড় অন্তরে ॥
কভু চন্দ্রনাথে, নৈমিষে কখন।
কভু বা পুষ্করে সাবিত্রী সদন ॥
কভু বিন্ধ্যাচলে আমার নিবাস।
কামসরোবরে কভু বা প্রকাশ ॥
কভু বা নেপালে শিব সন্নিধানে।
কভু পঞ্চবটী শ্রীরাম যেখানে ॥

আমার নিবাস কত ঠাঞি হয়।
কার সাধ্য তাহা করিবে নিশ্চয়॥
চৌদ্দ ভুবনের বার্ত্তাবলী যাহা।
আমার অন্তরে সদা জাগে তাহা॥
যে মোরে যে ভাবে মনে বাসে ভাল।
তারে আমি ভালবাসি চিরকাল॥
বৈষ্ণবীর বাণী করিয়া শ্রবণ।
করযোড়ে কয় জটিলা তখন॥
ওগো ঠাকুরাণি! অনেক সাধনে।
হেরিতেছি সব যুগল নয়নে॥
তোমার বিদিত সকল সংসার।
তুয়া অবিদিত কিছু নাহি আর॥
আমার ঘরের শুভাশুভ কথা।
কৃপা করি কহ না কর অন্যথা॥
জটিলার বাণী করিয়া শ্রবণ।
হাসিয়া বৈষ্ণবী কহিলা তখন॥
ছিটা-ফোঁটা-মন্ত্র-গণা-গাথা যত।
সকলি আমার কণ্ঠ-করগত॥
পরবেশ করি বাড়ীতে যাহার।
তখনি বাড়ীর বারতা তাহার—॥
সকলিত আমি পারি জানিবারে।
প্রকাশিয়া এই কহিনু তোমারে॥

তোমার ঘরের বধূ হন যিনি।
স্বপতি বিরতা চিরদিন তিনি॥
নন্দের নন্দন এ গোকুলে যেটা।
বধূর ঘরেতে সিঁদ দিল সেটা॥
সিঁদকাটা চোর তাহার সমান।
ভুবন ভিতরে নাহি দেখি আন॥
সিঁদ দিয়া অন্তঃপুরে সবাকার।
সাধে নিজ কাজ এমনি বেভার॥
প্রায় কেহ তারে ধরিবারে নারে।
যে বড় চতুর সেই ধরে তারে॥
বৈষ্ণবীর মুখে শুনি হেন কথা।
জটিলা মরমে পাঞা বড় ব্যথা॥
করযোড়ে কয় বৈষ্ণবীরে তবে।
সে চোর ধরার উপায় কি হবে॥
ধরিতে পারিলে সে ধূর্ত্ত চোরারে—।
রাখিয়া আসিব কংস-কারাগারে॥
ইহা শুনি কয় বৈষ্ণবী তখন।
এক মন্ত্রে চোর হইবে দমন॥
নড়ন-চড়ন নাহি রবে তার।
মন্ত্র বল কত দেখিবে আমার॥
হে জটিলে! নাহি ভাবনা তাহার।
মোর মন্ত্রে চোর হবে ছারখার॥

আমারে লইয়া চল বধূ পাশ।
আগে দেখি তার কিসের পিয়াস
জটিলা তখন লঞা বৈষ্ণবীরে।
বধূর ভবনে চলে ধীরে ধীরে ॥
দূর হৈতে রাই হেরি জটিলায়।
ঘোমটা টানিয়া ঘর মাঝে যায় ॥
তবে ত জটিলা বধূ পাশ কয়।
এই ঠাকুরাণী সামান্যা না হয় ॥
সকল তীর্থেতে ভ্রমণ ইহাঁর।
সাধনে গোচর সকল সংসার ॥
স্বসিদ্ধা বৈষ্ণবী ভুবন ভিতর।
ইহাঁর সমান না হয় গোচর ॥
জটিলার বাণী শুনিয়া শ্রীমতী।
বৈষ্ণবীর পদে করিলা প্রণতি ॥
রাধার ইঙ্গিতে প্রিয় সখীগণ।
বৈষ্ণবীরে দিলা বসিতে আসন ॥
বসিয়া বৈষ্ণবী জটিলারে কয়।
তোমার বধূটী বড় ভাল হয় ॥
নন্দের-নন্দন কালীয়াবরণ।
কেবল ইহারে করিলা এমন ॥
এমনি ঝাড়ন ঝাড়িব বধূরে।
নন্দের-নন্দন পলাইবে দূরে ॥

ঝাড়ন সময়ে নিকটে আমার।
কেহ না থাকিবে কহিলাম সার॥
নিভৃতে লইয়া তোমার বধূরে।
ঝাড়ন ঝাড়িব অতি মৃদু-স্বরে॥
বৈষ্ণবীর কথা করিয়া শ্রবণ।
জটিলা কাতরে করে নিবেদন॥
যাতে ভাল হয় করিবেন তাই।
প্রণমিয়া আমি নিজ ঘরে যাই॥
জটিলার গতি করি দরশনে।
মুচকি মুচকি হাসে সখীগণে॥
বৈষ্ণবী সাজিয়া জটিলা মোহন।
দিবসে করিলা মদন-দলন॥
ভুবন মোহিত যাহার মায়ায়।
জটিলা মোহন তার নহে দায়॥
রাধার ইঙ্গিতে তবে সখীগণে।
সেখান হইতে হইলা গোপনে॥
শ্রীমতী তখন বৈষ্ণবীরে কয়।
কি নাম তোমার দেহ পরিচয়॥
বৈষ্ণবী কহয়ে "রাধাদাসী" নাম।
বাস সব ঠাঁই,—কহি তুয়া ঠাম॥
"বিলাসমঞ্জরী" আর নাম হয়।
হে সুন্দরি! এই মবু পরিচয়॥

দুঃখের কথা কি বলিব তোমারে।
দুরন্ত যৌবনে ঠাকুর আমারে॥
বিরহ আগুনে করি পরিহার।
বৈরাগী হইলা ছাড়িয়া সংসার॥
গোকুল-নগরে করি আগমন।
বিজন বনেতে করিছে ভজন॥
ত্রিসন্ধ্যা সিনান যমুনার জলে।
"গোপী" বলি কাঁদে নীপতরুতলে॥
দিবারম্ভাবধি মহানিশা ধরি।
নয়ন মুদিয়া বলে "হরি হরি॥"
মহানিশাপর আরম্ভ করিয়া—।
ব্রহ্মরাত্রাবধি প্রেমেতে মাতিয়া—॥
লক্ষ "রাধা" নাম করেন কীর্ত্তন।
নয়ন-নীরেতে ভাসেন তখন॥
নাহি জানি "রাধা" নামে কত গুড়;
আন নাম সব ভুলিলা ঠাকুর॥
মাধুকরি করি ভরয়ে উদর।
ভিক্ না মাগেন কাহার গোচর॥
নামমালা গোপী গলেতে শোভয়।
"রাধা" নামাঙ্কিত শুনি অঙ্গময়॥
"শ্রীরাধাহৃদয়" নামটি তাঁহার।
রাখিয়াছে গুরু করিয়া বিচার॥

লোকমুখে ইহা করিয়া শ্রবণে।
দরশন লাগি আনু বৃন্দাবনে॥
তাঁর তরে মুঞি বৈষ্ণবী হইয়া।
তীর্থে তীর্থে ফিরি মন গুমরিয়া॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এথায় গমন।
নিবেদিনু এই তোমার সদন॥
শ্রীমতী কহয়ে বিলাসমঞ্জরি!।
বিলাস*কেমন কহ কৃপা করি॥
বৈষ্ণবী কহয়ে অনেক বিলাস।
রূপ, রস, প্রেম প্রধান প্রকাশ॥
রূপে আঁখি, রসে জিহ্বা, প্রেমে মন
রসিক রসিকা তিনেতে মগন॥
কিশোরী কহয়ে কাহার নিকটে।
শিখিলা বিলাস কহ অকপটে॥
বৈষ্ণবী কহয়ে তোহাঁরি কৃপায়।
শিখিনু বিলাসকলা সমুদায়॥
বৈষ্ণবীর মুখে এহেন ভারতী।
শ্রবণ করিয়া কহিলা শ্রীমতী॥
মরি মরি বঁধো! দেখিয়া তোমায়।
অভাগীর তরে দিলা কাঁথা গায়॥
অভাগীর তরে কাঁধে ভিক্ষা ঝুলী।
অভাগীর তরে ফের কুলি কুলি॥

অভাগীর তরে জটিলা ভবনে।
বৈষ্ণবী সাজিয়া করিলা গমনে ॥
তোমার গুণের নিছনি লইয়া।
মরি! মরি! গুণসাগরে ডুবিয়া ॥
গুণাতীত গুণ বঁধোহে! তোমার।
তুলনা নাহিক ভুবনে যাহার ॥
আমার লাগিয়া পেলে যত দুঃখ।
সে সব ভাবিতে ফেটে যায় বুক ॥
হৃদয় পুতলী তুমি হে! আমার।
তোমা বিনু মোর গতি নাহি আর ॥
তোমা বিনু মুই হই শবাকার।
তোমা বিনু আঁধা সকল সংসার ॥
ধরম-করম তুমি হে! আমার।
তোমা বিনু সব জানি যে অসার ॥
হেন কথা শুনি নাগর তখন।
রাধারে ধরিয়া করিলা চুম্বন ॥
চামীকর লতা তমালে ঘেড়ল।
হেরি রতিপতি লাজেতে ভাগল ॥
বৈষ্ণবী-মিলন প্রেমের সাগর।
বিধি ভবাদির নাহিক গোচর ॥
শৃঙ্গার রসের ভকত যাঁহারা।
বৈষ্ণবী-মিলন বুঝয়ে তাঁহারা ॥

প্রাকৃতা বুদ্ধিতে বৈষ্ণবী-মিলন।
বুঝিতে নারিবে কভু কোন জন॥
রসিক-রঞ্জন শ্রীবংশীবদন—।
চরণ হৃদয়ে করিয়া ধারণ॥
প্রেমানন্দোদয় বৈষ্ণবী-মিলন।
বিপিনবিহারি করিল বর্ণন॥ ৭॥

মনের প্রতি।

দিবা ষষ্ঠমুহূর্ত্তেতে বৈষ্ণবী-মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ॥ ৭॥

শ্রীবিদেশিনী-মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

বিদেশিনীং সমালোক্য যো দেবঃ ক্লেশমন্বভূৎ।
তং ভক্তিপ্রিয়ভক্তেশং শ্রীগৌরাঙ্গং ভজামহে॥ ৮॥

রাগঃ।

জয় গোরা ভকত-রঞ্জন।
প্রিয় গদাধর সঙ্গে, ভোজন করেন রঙ্গে,
লক্ষ্মীপতি শ্রীশচী-নন্দন॥ ধ্রুঃ॥

মুখ চাহি পরস্পরে, রন্ধন প্রশংসা করে,
মাতা পরিবেষণ করয়।
হেনকালে বিদেশিনী, রমণী সৌন্দর্য্য জিনি,
শচীর ভবনে প্রবেশয়॥
সর্ব্বজন মনোলোভা, নব্যা-বিদেশিনী শোভা,
হেরি সবে পরস্পর কহে।
এ নারী সামান্যা নয়, লক্ষ্মী বা ভবানী হয়,
মানবীর হেন শোভা নহে॥
শচী কন বিদেশিনি! রমণী সৌন্দর্য্য জিনি,
সৌন্দর্য্যাঙ্গে ধরিলে সকল।
ত্রিলোকের আঁখি লোভা,তোমার আশ্চর্য্য শোভা,
হেরি আঁখি হইল সফল॥
বহু ভাগ্যে তোমাধনে, হেরিলাম দু-নয়নে,
এস মাগো! বৈসহ আসনে।
কিবা লাগি মো-ভবনে, হইয়াছে আগমনে,
কহ মা! তা আমার সদনে॥
বিদেশিনী কহে মাতা, তোমারে প্রসন্ন ধাতা,
এই কথা শুনি সবা ঠাঁই।
তব পুত্রে দেখিবারে, আইলাম তব দ্বারে,
কহ কোথা নন্দন-নিমাই॥
ইহা শুনি শচীরাণী, কহেন মধুর বাণী,
ওগো বিদেশিনি! মোর বাসে।

ভোজন করহ আগে, যাহা তব মনে লাগে,
হেন শুনি বিদেশিনী হাসে ॥
ঠারে ঠোরে গদাধর, কহে ওহে বিশ্বম্ভর !,
তোমারে করিতে দরশন।
স্ব-কৈলাশ পরিহরি, বিদেশিনী বেশ ধরি,
"শঙ্করী" করিলা আগমন ॥
ইহা শুনি বিশ্বম্ভর, কন ওহে গদাধর !,
কেন মোরে ছল অকারণে।
পূরাইতে নিজ কাম, বিদেশিনী সাজে শ্যাম,
যাইছেন জটিলা ভবনে ॥
আর দেখ গদাধর !, রসময়-নটবর,
ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামরায়।
বুদ্ধিদূতী করি সঙ্গে, যাইছেন কিবা রঙ্গে,
মৃদুহাসি আনন্দ হিয়ায় ॥
মন দুতে আগে রাখি, রাই প্রেম করি সাথী,
সু-বিশাল নিতম্ব দোলায়ে।
বাঁ-পদ বাড়াঞা আগে, বিনোদিনী অনুরাগে,
যাইছেন সবারে ভুলায়ে ॥
হেন শুনি গদাধর, ভঙ্গী করি মনোহর,
কহিলেন প্রিয় বিশ্বম্ভরে।
ব্রজ ভাবে হঞা ভোরা, কিবা কহ নবগোরা !,
তাহা কিছু না বুঝি, অন্তরে ॥

ভবান্তর ভাব যাহা, কার সাধ্য বুঝে তাহা,
যাহারে জানাও সেই জানে।
শুনি গদাধর বাণী, ভালে বাম কর হানি,
আচমিয়া করে গাত্রোত্থানে॥
মুখ প্রক্ষালণ করি, স্মরি জনার্দ্দন-হরি,
সুতাম্বূল করেন ভক্ষণে।
বস্ত্র বাঁধি শিরোপরে, বসি বিদ্যাদান ঘরে,
নানা কথা করে আলাপনে॥
শুনিয়া সে সব কথা, গদাধর পাঞা ব্যথা,
ভাবে মগ্ন হইয়া রহয়।
বিদেশিনী তথা আসি, মৃদু-মৃদু-মৃদু হাসি,
গোরাপদে প্রণাম করয়॥
পরকান্তা হেরি ঘরে, গোরাচাঁদ লজ্জান্তরে,
বিদেশিনী প্রতি এই কয়।
বিদেশিনি! ত্বরা করি, যাও গৃহ পরিহরি,
এথা রহা উচিত না হয়॥
হেনমতে গোরারায়, তাঁহারে করি বিদায়,
পূর্ব্বভাবে নিমগ্ন হইয়া।
গদাইর কণ্ঠ ধরি, কহে কি উপায় করি,
কিসে থির করি এই হিয়া॥
দেয়াশিনী বেশে কাণ, জটিলা-ভবনে যান,
মোরে সঙ্গে কেন না লইলা।

এত কহি গৌরহরি, শয্যায় শয়ন করি,—
গোঁ-গোঁ রব করিতে লাগিলা ॥
গদাধর কহে গোরা !, কেন ভাবে হঞা ভোরা,
এথা তুমি করিছ এমন।
একি সেই বৃন্দাবন, ওহে শ্রীশচীনন্দন !,
এবে ভাব কর সম্বরণ ॥
বিপিনবিহারি কয়, এভাব বিষম হয়,
ভাবুকের হৃদয় মাতায়।
ভাবের বিক্রম যাহা, ভাবুক জানয়ে তাহা,
ভুবনেতে ভাব বড় দায় ॥ ৮ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

ধৃত্বা বিদেশিনী রূপং যো গচ্ছেজ্জটিলালয়ম্।
তং শৃঙ্গার স্বরূপঞ্চ গোবিন্দং সমুপাস্মহে ॥ ৮ ॥

চিত্র রাগ।

দেখ দেখ সখি ! রঙ্গ।
বিদেশিনী বেশ নবীন ত্রিভঙ্গ ॥ ধ্রুঃ ॥

পীত ধড়া ছাড়ি সুপীত ঘাগড়ী।
পরল নাগর স্মরিয়া নাগরী ॥
মোহন চূড়াটি সুবলের করে—।
সমর্পিয়া,—কেশ এলাইয়া ধরে ॥

প্রিয় বাঁশী-মুখ করিয়া চুম্বন।
সুবলের হাতে করেন অর্পণ॥
শ্যামাঙ্গে বিভূতি মাখল যতনে।
প্রণয় কাঁচুলী করল ধারণে॥
সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন—।
অনুরাগে করে মদনমোহন॥
মকর কুণ্ডল শোভিত শ্রবণে।
রুদ্রাক্ষের হার করল ধারণে॥
জাহ্নবী, যমুনা শোভা জিনি লোভা।
শঙ্খ, লোহে করে বাম কর শোভা॥
বাণী বর্ণ জিনি নারী মনোহর।
সুশঙ্খে শোভয়ে ডাহিন শ্রীকর॥
সিঁথায় সিন্দূর অরুণ আকার।
সতী মন হরে দরশনে যার॥
চরণ মঞ্জীর খুলিয়া নাগর।
বাজায়ে রাখল সুবল গোচর॥
বীণাপাণি ভাব করিয়া বিজয়।
ডানি করে বীণা ধারণ করয়॥
ফুলের সাজিটী ধরি বাম করে।
সুবলে কহেন মৃদুমধুস্বরে॥
ওহে সখে! মোরে দেহ জপমালা।
সুবল কহয়ে ঘটাইলে জ্বালা॥

কার নাম শ্যাম ! জপিবে মালায়।
প্রকাশ করিয়া কহ তা আমায় ॥
কানু কহে ভাই ! কিশোরীর নাম।
জপিব মালায়,—কহি তুয়া ঠাম ॥
কিশোরী স্মরণ—কিশোরী পূজন—
কিশোরী বন্দন—কিশোরী কীর্ত্তন—
কিশোরী চরণে আত্ম সমর্পণ—।
নয়নে কিশোরী হেরি সর্ব্বক্ষণ ॥
কিশোরী বিনুহি কিছু নাহি জানি।
তুয়া পাশ এই কহিনু বাখানি ॥
হেন বাণী শুনি সুবল তখনে।
জপমালা আনি সুহাস্য বদনে— ॥
সখার ডাহিন করে সমপিলা।
মালা হেরি শ্যাম সুবলে কহিলা ॥
কহ কহ সখে ! মোরে অকপটে।
এ মালা পাইলা কাহার নিকটে ॥
পঞ্চাস্য রুদ্রাক্ষ ইহারে কহয়।
পঞ্চবাণ ইথে বিরাজ করয় ॥
পঞ্চবাণে সেই দেব পঞ্চানন।
দেবা-সুর আদি করেন মোহন ॥
পঞ্চানন পঞ্চরূপে এ মালায়—।
বিরাজ করেন কহিনু তোমায় ॥

ইহা শুনি কহে সুবল তখন।
পৌর্ণমাসী মোরে করিলা অর্পণ॥
পঞ্চশর সাধ্য হয় এ মালায়।
পৌর্ণমাসী ইহা কহিলা আমায়॥
পঞ্চশর ক্ষেপ করিবার তরে।
এ মালা সুঁপিনু তুয়া ডানি করে॥
এ মালায় ভাই! সেই শরাধার।
মধুর নামটী জপ অনিবার॥
শরাধার নাম সাধ্য এ মালায়।
পৌর্ণমাসী ইহা কহিলা আমায়॥
সুবলের বাণী করিয়া শ্রবণে।
নাগর মুচকি হাসে চন্দ্রাননে॥
সুবল কহয়ে ভরতে ভাবিয়া।
ত্বরা যাও তথা শ্যাম-বিনোদিয়া!॥
শুভ কাজে আর বিলম্ব না কর।
দেখ যেন পথে ধরা নাহি পড়॥
কানু কহে ভাই! কিছু ভয় নাই।
মোরে ধরে প্রায় খুঁজি নাহি পাই॥
প্রেমাঞ্জন চোকে লাগাইলা যাঁরা।
আমাকে ধরিতে পারিলেন তাঁরা॥
প্রেমিক জনায় যদি মোরে ধরে।
তাহে কিবা ভয়?—বুঝহ অন্তরে॥

সুবল কহয়ে শ্যাম-রসরাজ ! ।
সাধন করিনু সখার যে কাজ ॥
ঠারে ঠোরে তুমি কহ যত বাণী ।
সে সব বাণীর মরম না জানি ॥
হায় ! হায় ! নরলীলার মাধুরী ।
সবে মোহে শ্যাম করিয়া চাতুরী ॥
সুবলাদি নিত্যসখা-সখী যারা ।
মানবী লীলায় বিমোহিত তারা ॥
তাহার প্রমাণ সুবল সখায় ।
“কহে যেন কেহ না ধরে তোমায় ॥”
তবে কানু রাধা-চরণ স্মরিয়া ।
বাম পদ আগে দিলা বাড়াইয়া ॥
সুবল হাসিয়া কহয়ে তখন ।
কোথায় শিখিলা রমণী গমন ॥
কানু কহে মোরে শিখাইল যেই ।
আয়ান ভবনে বিরাজিছে সেই ॥
হেন কহি শ্যাম যাবটাভিমুখে ।
গমন করেন নিজ প্রেম সুখে ॥
গোপ গোপীগণে ভুলাবার তরে ।
অবিরত এই কন মধুস্বরে ॥
“জয় জয় দেবী দুর্গতিনাশিনি ! ।
রক্ষ ! রক্ষ ! নিতি গোপ-গোয়ালিনী ॥”

আশীর্ব্বাদ শুনি গোপ সিমন্তিনী।
বাহির হইয়া হেরে বিদেশিনী॥
বিদেশিনী সবে হেরিয়া নয়নে।
কহে ভাল আছে গোপ-গাভিগণে॥
স-গোকুল তোমা সবাকার জয়।
শত্রু হবে ক্ষয় নাহি পাবে ভয়॥
হেন কহি দেবী কুমারিকা সবে।
কহয়ে তোদের ভাল পতি হবে॥
এইরূপে সবে আশীষ করিয়া।
জটিলার দ্বারে উতরিলা গিয়া॥
দ্বারেতে দাঁড়াঞা কহে বিদেশিনী।
"জয় জয় জয় গোপ-সিমন্তিনি! ॥"
হেন কথা শুনি কুটিলার সনে।
জটিলা আসিয়া পড়য়ে চরণে॥
করযোড়ে কহে 'ওগো বিদেশিনি!।
কহ মো-ভ্রাতার মঙ্গল কাহিনী॥
বিদেশিনী কন মৃদু মধুস্বরে।
তোমার ভ্রাতার জয় নিরন্তরে॥
এ ব্রজে তোমার ভ্রাতার সমানে।
ভাগ্যবান গোপ না হেরি নয়ানে॥
অনেক তপস্যা করি আচরণ—।
লভিয়াছে রাই রমণীভূষণ॥

মহালক্ষ্মী হন বধূটী তোমার।
হে জটিলে! এই কহিলাম সার॥
হেন শুনি তবে জটিলা-কুটিলা।
দেয়াশিনী লঞা গৃহে প্রবেশিলা॥
ক্ষণেক বসাঞা আপনার বাসে।
বিদেশিনী লঞা যায় বধূ পাশে॥
ননদিনী সনে হেরি বিদেশিনী।
অঙ্গনে নামিলা রাই-বিনোদিনী॥
জটিলা কহে বৌ! বিদেশিনী পাশ।
বর মাগো মনে যাহা অভিলাষ॥
রাধারে হেরিয়া বিদেশিনী কহে।
তোমার বধূটী সামান্যা ত নহে॥
গন্ধর্ব্ব পাবনী, সুলক্ষণযুতা।
সরবানন্দিনী এই ভানুসুতা॥
তবে রাই কর করিয়া ধারণে।
বিদেশিনী কন মধুর-বচনে॥
মাথার বসন কর উন্মোচন।
আশীষ করিব মনের মতন॥
হেন কহি দেবী মাথার বসন।
আপনার করে করে উন্মোচন॥
সাজিটী খুলিয়া কুসুম তুলিয়া—।
রাই কেশে বাঁধে মদনে মাতিয়া॥

আশীষ করেন আনন্দে রহিবে।
কখন কলঙ্ক কুলে না হইবে ॥
তবে ছলাগুরু ছলনা করিয়া— ।
দুই ননদীরে কহেন হাসিয়া ॥
তোমাদের এথা রহা ভাল নয়।
রহিলে বধূর হবে লাজোদয় ॥
বর না চাহিবে মনের মতন।
তোমরা স্ব-ঘরে করহ গমন ॥
বিদেশিনী বাণী করিয়া শ্রবণে।
জটিলা-কুটিলা করিলা গমনে ॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সম্মিলন যথা।
জটিল-কুটিল ভাবহীন তথা ॥
সরল-সহজ মধুর-মিলন।
বেদ-বিধি যার না পায় দর্শন ॥
জটিলা-কুটিলা শ্রুতি-স্মৃতি হয়।
ব্রজভাব অধিকারিণী ত নয় ॥
তবে বিনোদিনী ধীরে ধীরে কয়
হিয়ার বেদনা কিসে বা ঘুচয় ॥
বিদেশিনী কহে যাহার চরণে।
বাঁধিলে সুন্দরি! আপন জীবনে
পর-কান্ত সেহ স্ব-কান্ত না হয়।
তেঞি পাও ব্যথা কহিনু নিশ্চয়

পর-কান্ত সনে গোপত পিরীতি।
বিষামৃত সম জানিবেক নিতি ॥
বিরহে বিষের জ্বালা ভোগ হয়।
মিলনে অমৃত ভোগানন্দোদয় ॥
কখন আনন্দ কভু দুঃখভোগ।
গোপত প্রেমের এই মহারোগ ॥
কখন সংযোগ কখন বিয়োগ।
কখন অভোগ কখন সম্ভোগ ॥
হেন শুনি ধনী ঘোঙটা টানিয়া।
হাসে বিদেশিনী বদন চাহিয়া ॥
বিদেশিনী কহে হাস কি কারণে।
রাই কহে কথা করিয়া শ্রবণে ॥
বিদেশিনী কহে মনের মতন—।
কথাটী হইলে হাসে সব জন ॥
রাই কহে কহ দেবী-দেয়াশিনি !।
তুয়া পতি তোমা করি বিরহিণী ॥
কিসের লাগিয়া ছাড়িলা ভবন।
কিবা নাম তাঁর করিব শ্রবণ ॥
বিদেশিনী কহে মোর পতি যিনি।
অবন্তীতে গেলা পড়িবারে তিনি ॥
কি পড়া পড়িলা গুরু সন্নিধানে।
ভবনে আসিয়া কন মোর থানে ॥

"সন্ন্যাসী হইব সংসার ছাড়িয়া।
ঘরে রহ তুমি স্ব-ধর্ম্ম ধরিয়া॥"
হেন কহি তিনি মোরে পরিহরি।
বদরীকাশ্রমে গেলা দণ্ডধরি॥
নামটী তাঁহার "দেব-শ্রীনিবাস।"
তুয়া পাশ এই করিনু প্রকাশ॥
তার আজ্ঞামত আমি পাপ ঘরে।
স্বধর্ম্মে রহিনু দুঃখীত অন্তরে॥
মুখরা শাশুড়ী-ননদী জ্বালায়।
দেয়াশিনী হ'নু স্মরিয়া তাঁহায়॥
কভু জ্বালামুখী কভু বা কঙ্খলে।
কভু বা কাশীতে কভু বিন্ধ্যাচলে॥
কভু কামরূপে কামাখ্যা সদনে—।
থাকিয়া আইনু তব বৃন্দাবনে॥
বহু তীর্থ মুই করিয়া ভ্রমণ।
এবে তুয়া পদে লইনু শরণ॥
তোমার চরণ সকলের সার।
তোমা বিনু এবে নাহি জানি আর॥
রাই কহে দেবি! তুমি যে জ্বালায়—
জ্বালাতন হঞা ছাড়িলে সবায়॥
আমিও সে জ্বালা সহি সব ক্ষণ।
এস দেয়াশিনি! করি আলিঙ্গন॥

ওগো দেয়াশিনি! বীণাটি বাজায়ে।
গান কর "মান" হৃদয় মাতায়ে॥
কিশোরী বচন শুনি দেয়াশিনী।
"মান" গান করে ছাড়িয়া রাগিণী॥
"এত মান কেন প্রাণ! ক্রীতদাস প্রতি হে!।
কৃপা কর কৃপাময়ি! মানিনী শ্রীমতি হে!॥
অকারণে প্রিয়জনে কেন দুঃখ দাও হে!।
কোমল চরণ মোর মাথায় চাপাও হে!॥"
"মান" গান শুনি হাসে সখীগণ।
লাজেতে কিশোরী মুদিলা নয়ন॥
তবে কন ধনী জান কত ছল।
অন্তর-বাহির তোমার সকল॥
অন্তরে-অন্তরে রহিয়া নাগর!।
বাহিরে-বাহির কর নটবর!॥
তোমার অন্তর বুঝা অতি ভার।
বাহির করণ স্বভাব তোমার॥
বাঁশীটি বাজায়ে কুহুক লাগায়ে।
অবলা-সরলা হৃদয় মাতায়ে—॥
অবশেষ ডার দুঃখ পারাবারে।
তোমার বেভার কে বুঝিতে পারে॥
তবে বিদেশিনী নাগর কহয়।
আমার বেভার কেহ না নিন্দয়॥

মরম ভেদন কুহুক সন্ধানে।
পটু নাহি হেরি তোমার সমানে ॥
তোমার কুহুক সন্ধান আমায়।
বিদেশিনী বেশ ধরায় এথায় ॥
হের ধনি ! তুয়া কুহুক সন্ধানে—।
অথির হইয়া হারাইনু জ্ঞানে ॥
তেঞি সে ধরিনু বিদেশিনী বেশ।
ওহে অবশেষা ! কহিনু বিশেষ ॥
এবে কৃপা করি রাতুল-চরণ।
মঝু শিরোপরে করহ অর্পণ ॥
হেন শুনি ধনী লঞা বিদেশিনী।
শয় গৃহে গেলা হঞা উন্মাদিনী ॥
রাই সনে বিদেশিনী সম্মিলন—।
হেরি দূরে গেলা প্রিয় সখীগণ ॥
পর্য্যঙ্ক শয্যায় বসিয়া নাগর।
ধনীরে বসান কোলের উপর ॥
বদন চুম্বেন আনন্দ অন্তরে।
কভু উরসিজ মরদন করে ॥
বাণী অঙ্কে কিবা রাম-রমা শোভা।
অতি চিত্রময় মন-প্রাণ-লোভা ॥
বিদেশিনী বেশে বিদগধরাজ।
দিবসে সাধয়ে মনোমত কাজ ॥

রাই সনে বিদেশিনীর মিলন—।
অতি চিত্র যার না হয় বর্ণন ॥
বেদ-বিধি আদি নাহি জানে যাহা।
কেবা বল ধরে বর্ণিবারে তাহা ॥
অনঙ্গমঞ্জরী গুরু যে জনারে—।
কৃপা করে সেই বলিবারে পারে ॥
প্রভু দীননাথ গোস্বামি নন্দন—।
বিপিন বিহারি কবির বর্ণন— ॥
রাই সঙ্গে বিদেশিনীর মিলন।
ভক্তানন্দ সদা করুক বর্দ্ধন ॥ ৮ ॥

মনের প্রতি।

সপ্তম মুহূর্ত্তে বিদেশিনী-সম্মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ ॥ ৮ ॥

শ্রীযোগিনী-মিলন।

তত্সূচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

বিলোক্য যোগিনীং সিদ্ধামগমদ্বিস্ময়ং হি যঃ।
তং গীর্ব্বাণগণাধীশং শ্রীগৌরাঙ্গং ভজাম্যহম্ ॥ ৯ ॥

রাগঃ।

জয় গোরা সুররাজ! ।
মধ্যাহ্ন শয়ন, করি বরজন,
বৈঠল ছাত্র সমাজ ॥ ধ্রুঃ ॥

গদাধর সঙ্গে, অবধূত রঙ্গে,
উপনীত সেই ঠাঁই।
উভয়ে হেরিয়া, মুচকি হাসিয়া,
কন পণ্ডিত নিমাই ॥
কিবা করি মনে, হোল আগমনে,
তাহা কহ মো-সদনে।
গদাই নিতাই, কহয়ে নিমাই !,
আছে বিশেষ কারণে ॥
দুর্গতিনাশিনী, স্বসিদ্ধা যোগিনী,
তোমার দর্শন আশে।
কাশী পরিহরি, নদীয়া নগরী—,
এল ছাড়ি কৃত্তিবাসে ॥
কুলীয়া নগরে, শ্রীমাধব ঘরে,
পঞ্চদিন করি বাস।
আজিকা বিহানে, করি গঙ্গাস্নানে,
আইলা তোমার পাশ ॥

হেন শুনি গোরা, ভাবে হঞা ভোরা,
নিতাই গদায়ে কহে।
মিছা একি ছল, প্রকাশিয়া বল,
ছলনা প্রাণে না সহে॥
এমন সময়ে, দুই শিষ্যালয়ে,
যোগিনী আসিল তথা।
যোগিনী হেরিয়া, মুচকি হাসিয়া,
অবধূত কহে কথা॥
ওগো মা যোগিনি!, জন বিমোহিনি!,
দেহ নিজ পরিচয়।
যোগিনী কহয়ে, মোর পরিচয়ে,
নাহি কোন ফলোদয়॥
আসা যাঁর তরে, তিঁহ শচী ঘরে—,
বিরাজ করেন সুখে।
ছাড়ি বৃন্দাবন, এথা আগমন,
কত কব এক মুখে॥
তবে ত যোগিনী, শঙ্কর-সেবিনী,
গোরা পদে নতি করে।
যোগিনীর কাজ, হেরি দ্বিজরাজ--,
গোরা হাসে ভাব ভরে॥
যোগিনী তখন, গৌরাঙ্গ সদন,
বিদায় মাগিয়া যায়।

নিতাই গদাই, কহয়ে নিমাই !,
যোগিনী কিছু না চায় ॥
যোগিনী হেরিয়া, ভাবেতে মাতিয়া,
কহেন গৌরাঙ্গরায়।
যোগিনী সাজিয়া, শ্যাম-বিনোদিয়া,
জটিলা ভবনে যায় ॥
জটিলা মোহিয়া, শ্যাম-মোহনিয়া,
সাধিবে আপন কাজ।
মরি ! কিবা রঙ্গ, জানয়ে ত্রিভঙ্গ—,
শ্যাম-বিদগধরাজ ॥
ইহা কহি গোরা, ভাবে হঞা ভোরা,
হুহুঙ্কার রব করে।
গোরা-মুখ চাই, কহয়ে নিতাই,
একি ভাব তবান্তরে ॥
কহে গদাধর, ভাবুক অন্তর,
কেহ বুঝিবারে নারে।
ভাবুক যাঁহারা, বুঝেন তাঁহারা,
যাঁহারা মায়ার পারে ॥
নিতাই-গদাই, সহিত নিমাই,
করুণা করেন যায়।
সেই সে বুঝিবে, রসেতে মজিবে,
এ বিপিন দাসে গায় ॥ ৯ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

যোগিনীরূপমাধৃত্য যো গচ্ছেদ্রাধিকালয়ম্।
তং বহুরূপিণং দেবং নমামি শ্যামসুন্দরম্॥ ৯॥

চিত্র রাগ।

মরি রে! শোভার লইয়া বালাই।
যোগিনী সাজল রসিক কানাই॥ ধ্রুঃ

ছাড়ি পীতধড়া গেড়ুয়া ঘাগরী—।
পরিধান কিবা হের আঁখি ভরি॥
সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখল যতনে।
শ্যাম-শিবরূপ করল ধারণে॥
গেড়ুয়া কাঁচলী উরসে বন্ধন।
গেড়ুয়া উড়ানী তাহাতে বেষ্টন॥
এলায়ে কুন্তল চামর আকারে—।
পিঠে ফেলাইলা ভাবিয়া রাধারে॥
শ্রবণকুণ্ডল করি পরিহার।
পরল রুদ্রাক্ষ শ্রীনন্দ-কুমার॥
বেতসির আর মহানীমমালা।
শ্রীকণ্ঠে পরল শ্রীচিকণ-কালা॥
তদুপরি কিবা রুদ্রাক্ষ শোভন—।
গুঞ্জামাল সহ করল ধারণ॥

শ্রীকর ভূষণ রুদ্রাক্ষের হার।
বালাঙ্গদ জিনি শোভাটী যাহার॥
রকত চন্দনে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ—।
করল নাগর মনের মতন॥
রুদ্রাক্ষ মালায় শ্রীরাধার নাম।
প্রেমানন্দে জপে নবঘনশ্যাম॥
যোগিনীর বেশ হেরিয়া সুবল।
হাসিয়া কহেন একি হে শ্যামল!॥
কি মনে করিয়া এমন সময়।
যোগিনী সাজিলা শ্যাম-রসময়!॥
কানু কহে ভাই! জানত সকল।
মিছা-মিছি কেন করিতেছ ছল॥
সুবল কহয়ে শ্রীদুর্গা স্মরিয়া।
শুভযাত্রা কর শ্যাম-বিনোদিয়া!॥
গোঠেতে আসিয়া নিতি এই রঙ্গ।
কেন কর বল ললিত-ত্রিভঙ্গ!॥
ভয় নাহি কিছু তোমার অন্তরে।
দিনে ডাকাইতি বল কেবা করে॥
গরজে গেয়ান কার নাহি রয়।
কানু কন তাত জান সমুদয়॥
হেন কহি শ্যাম মুচকি হাসিয়া।
যাত্রা করে রাই চরণ চিন্তিয়া॥

গোপ গোপীগণে ভুলাবার তরে।
মুখে দুর্গানাম করে মধুস্বরে ॥
হে দুর্গে! দুর্গতিনাশিনি! শঙ্করি!।
রক্ষ! রক্ষ! সবে শ্রীশিব-সুন্দরি! ॥
গোকুল-গো-কুল গোপ-গোপীগণে।
হের গো তারিণি! প্রসন্ন নয়নে ॥
শুভবাণী শুনি যোগিনী-বদনে।
সবাই আসিয়া পড়য়ে চরণে ॥
হাসি দেবী সবে আশীষ করয়।
ভয়হরা দূর করু সব ভয় ॥
শীতলা শীতল করু কৃপেক্ষণে।
হেনমতে মোহি গোপ-গোপীগণে ॥
উতরেন গিয়া জটিলার দ্বারে।
দাসীগণ যাঞা কহে জটিলারে ॥
দুয়ারে দাঁড়াঞা আছেন যোগিনী।
শুনিয়া জটিলা লইয়া ভগিনী— ॥
দ্বারে যাঞা পড়ে যোগিনী চরণে।
যোগিনী আশীষ করে হাস্যাননে ॥
সশিব শিবানী তোমা সবাকারে।
চির সুখী করু এ ব্রজ মাঝারে ॥
আশীষ শুনিয়া জটিলা-কুটিলা।
আনন্দ-সাগরে মগন হইলা ॥

যোড়কর করি যোগিনীরে কয়।
তুয়া আশীর্ব্বাদে কিবা নাহি হয়॥
এস মা যোগিনি! ভবন মাঝার।
বাসনা পূরণ হউ সবাকার॥
যোগিনী কহয়ে কাহার ভবনে।
কভু নাহি মুই করিয়ে গমনে॥
তোমা দুই ভাব করি দরশন।
তুঁহ দুই ঘরে য্যাতে হয় মন॥
জটিলা কহয়ে ভাগ্য সে আমার।
এস মা! করুণা করিয়া বিছার॥
জটিলা-কুটিলা সঙ্গেতে যোগিনী।
প্রবেসিলা ঘরে ভাবি বিনোদিনী॥
আন জন আন করয়ে চিন্তন।
শ্যাম চিন্তে সেই শ্রীরাধা-বদন॥
আসনে বসিয়া যোগিনী তখন।
গেহের বারতা করেন শ্রবণ॥
যোগিনী কহেন যোগবলে মুই।
সকল জানিতে পারি যা কিছুই॥
যোগ দ্বারা যোগ বিয়োগ ঘটাই।
আমার অসাধ্য কোন কাজ নাই॥
মারণোচাটন-স্তম্ভন-মোহন—।
বশীকরণাদি করিমু সাধন॥

শুনিয়া জটিলা কুটিলা কহয়।
ওগো মা যোগিনি! যোগে কি না হয়॥
শশির কিরণ করিয়া ধারণ।
শশিলোকে যোগী করেন গমন॥
পরকায়ে যোগী কয়িয়া প্রবেশ।
পরভোগ ভোগ করেন বিশেষ॥
যোগের অসাধ্য কোন কাজ নাই।
সৃষ্টিনাশ যোগে শুনিবারে পাই॥
এবে দয়া করি জননী যোগিনি!।
চল বধূঘরে শিব-সিমন্তিনি!॥
যোগিনী কহেন বধূটী তোমার।
বাপের বাড়ী কি আপনার ঘর॥
জটিলা কহয়ে জানিছ সকল।
মোরে চাল কেন করি মিছা ছল॥
তবেত জটিলা কুটিলার সঙ্গে।
রাই গৃহে শঠ যান নানা রঙ্গে॥
ননদী সনেতে যোগিনী গমন।
দূরে হোতে প্যারী করি দরশন॥
গৃহ পরিহরি অঙ্গন উপরে।
দাঁড়ায়েন আসি মৃদুলাজান্তরে॥
জটিলা কহে বৌ! ইহার চরণে।
পরণাম কর করিয়া বন্দনে॥

ইহাঁর অসাধ্য কোন কাজ নাই।
এমন যোগিনী দেখিতে না পাই॥
তোমার কলঙ্ক ইহাঁর কৃপায়।
দূরেতে যাইবে কহিনু তোমায়॥
যোগিনী কহয়ে জটিলে! কুটিলে!
বধূর কিসের কলঙ্ক শুনিলে॥
জটিলা কপালে করাঘাত করি।
কহয়ে আর কি কহিব সুন্দরি!॥
নন্দের-নন্দন কালুটে কাণাই।
আমার বধূর হঞাছে বালাই॥
সঙ্কেতে যোগিনী কহেন তখন।
অনেক দিনের বালাই সে জন॥
হেন কহি পুনঃ হাসিয়া কহয়।
জটিলে! কুটিলে! আর নাহি ভয়॥
উচাটন মন্ত্রে কালুটে কাণায়ে।
পাঠাইব দূরে এ ব্রজ ছাড়ায়ে॥
যমুনা-কিনারে আর না ভ্রমিবে।
জাহ্নবীর-তীরে ঘুরিয়া মরিবে॥
পাগলের ন্যায় হরি হরি বলে।
ভাসিবে সদাই নয়নের জলে॥
তোমা দুইজনে কাঁদালে যেমন।
তেমনি কাঁদিবে সে নন্দ-নন্দন॥

কাঁদালে কাঁদিতে হয় আপনারে।
এই ত দেখি যে বিধির বিচারে॥
জটিলা কহয়ে সে দিন কি আর।
ওগো মা যোগিনি! হইবে আমার॥
কবে দূরে যাবে মনের বেদন।
যোগিনী কহেন দেখিবে যখন॥
যেমনি ঘুরান ঘুরাইব তায়।
তেমনি কাঁদাব কহিনু তোমায়॥
জটিলা কহয়ে ওমুখ-বচন।
বিফল নাহিক হইবে কখন॥
যোগিনী কহেন জটিলে! কুটিলে!।
কেন আর ভাস নয়ন-সলিলে॥
তাঁতির চড়কী ঘুরয়ে যেমন।
তাহারে ক্ষেপায়ে ঘুরাব তেমন॥
কোথা ব্রজ কোথা গোপিনী বলিয়া।
ঘুরিয়া বেড়াবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
কভু ভিক্ষা ঝুলী করিয়া কাঁধেতে।
ভ্রমণ করিবে সবার দ্বারেতে॥
আর কিবা সাজা চাহ দিতে তারে।
যাহা চাবে তাহা হবে যোগ দ্বারে॥
জটিলা কহয়ে নন্দের-নন্দন।
এ ব্রজ ছাড়িয়া করিলে গমন॥

অন্তরের ব্যথা নাহি রবে আর।
ওগো মা যোগিনি! কহিলাম সার॥
যোগিনী কহয়ে আনন্দ অন্তরে।
জটিলে! কুটিলে? যাও স্ব-স্ব ঘরে।
মনের বাসনা তোমাদের যাহা।
এখনি পূরণ করিব গো! তাহা॥
বধূর মনের ভাব বুঝিবারে।
এথা হোতে যেতে কহি দুজনারে॥
ইহা শুনি তবে জটিলা-কুটিলা।
আপন আপন ঘরেতে যাইলা॥
কিশোরী তখন ঘোঙটা খুলিয়া।
যোগিনীরে কন মুচকি হাসিয়া॥
কি লাগি যোগিনী হইলা সুন্দরি!।
কিবা নাম তুয়া কহ দয়া করি॥
যোগিনী কহেন, মোর পতি যিনি।
যৌবনে আমারে করে বিরহিণী॥
সন্ন্যাস করিলা, কহিনু তোমায়।
"রাধা দাসী" মোর নাম সবে গায়॥
নানা তীর্থ মুই করিয়া ভ্রমণ।
সার কৈনু তুয়া যুগল-চরণ॥
সর্ব্বতীর্থ ফল চরণে তোমার।
তুয়া বিনু সব হেরি অন্ধকার॥

হেন শুনি ধনী ঘোঙটা টানিয়া।
কহেন বঁধুর বদন হেরিয়া॥
কত বেশ নাথ! পার ধরিবারে।
তুয়া রঙ্গ কেবা বুঝিবারে পারে॥
বেশে বেশে সবে বিমোহিত করি!
অভাগীর পাশ এস হে শ্রীহরি॥
করযোড়ে তবে যোগিনী কহয়।
মধু প্রতি কেন হইলে নিদয়॥
মানময়ি! মান কর পরিহার।
বিরহ বেদনা নাহি সহে আর॥
অনিদান মান উচিত না হয়।
আমি হে! তোমার,—আর কার নয়॥
তবাঙ্গ সুগন্ধ আমার জীবন।
জাগিয়ে-ঘুমায়ে করয়ে গ্রহণ॥ ১
তব নাম-গুণ আমার বচন।
সদা সর্ব্বক্ষণ করয়ে কীর্ত্তন॥ ২॥
তব মুখামৃতরস রস সার।
সদা আস্বাদয়ে রসনা আমার॥ ৩॥
তুয়া ভঙ্গী-রূপ মাধুর্য্য নয়নে —।
শয়নে-স্বপনে করি দরশনে॥ ৪॥
তোমার বাগাদি ধনিতে শ্রবণ।
অনুক্ষণ ধনি! আছয়ে মগন॥ ৫॥

রূপ-রস আদি ভোগার্হ বিষয়।
তুমি হে! আমার কহিনু নিশ্চয় ॥
মম মন প্রিয়ে! তোমার উপর।
আকৃষ্ট হইয়া আছে নিরন্তর ॥ ৬ ॥
কর দুই মোর করমে তোমার।
সদা রত এই কহিলাম সার ॥ ৭ ॥
ত্বক্ তন্বি! রাই! তুয়া পরশনে।
সদাকৃষ্ট এই নিবেদি চরণে ॥ ৮ ॥
তুমি হে! আমার সরবস ধন।
তোমা বিনু আঁধা দেখিয়ে ভুবন ॥
তোমা বিনু জড় আমি হে! সদাই।
মরমের কথা কহিলাম রাই! ॥
তুমি হে আমাতে, আমি হে তোমায়।
কিছু ভেদ নাই তোমায় আমায় ॥
বীজ ভেদ চিন্ যাহা দেখা যায়।
সে চিন্ নাহিক তোমায় আমায় ॥
তোমায় আমায় এমনি মিলন।
দেখিবারে নারে অরসিক গণ ॥
আন কথা কিবা নিবেদিব প্যারি!।
আমরা উভয়ে লখিবারে নারি ॥
তোমার আমার এ চিত্র মিলন।
তোমার কৃপায় লখিবে ভুবন ॥

মরমের কথা কহিনু তোমায়।
মান ত্যজি দাও চরণ মাথায়॥
অনিদান মানে কেন বধ প্রাণ।
পদে ধরি রাধে! দেহ মান দান॥
দানী হঞা কেন হইছ কৃপণ।
তুমি হে! আমার জীবন শরণ॥
তোমার কারণে হইনু যোগিনী।
অন্তরের কথা কনু বিনোদিনি! ॥
অন্তরে রহিয়া কেন হে! আমায়।
দুঃখ দাও বল?—বিরহ ব্যথায়॥
তুলিয়া বদন প্রসন্ন নয়নে।
বারেক হের হে! অনুগত জনে॥
বিলম্ব করিলে মরিব এথায়।
তখন কে আর সাধিবে তোমায়॥
রাধার ইঙ্গিতে তবে সখীগণে।
মুচকি হাসিয়া হইলা গোপনে॥
নাগরী তখন যোগিনী নাগরে—।
লইয়া প্রবেশে আপনার ঘরে॥
পর্য্যঙ্ক উপরে কমল শয্যায়—।
বৈঠল নাগর লইয়া রাধায়॥
বদন চুম্বেন আনন্দ হিয়ায়।
কভু বক্ষোপরি তুলিয়া বসায়॥

মধুর বিলাস হেরিয়া মদন।
দূরেতে ভাগল পাইয়া বেদন॥
যোগিনী সাজিয়া মদন-মোহন।
সাধে নিজ কাজ মনের মতন॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রহঃকেলী যাহা।
সর্ব্বকাল জয়যুক্ত জানি তাহা॥
প্রভু দীননাথ জনক যাহার।
দেবী নর্ম্মসখী জননী তাহার॥
সেই শ্রীবিপিন বিহারি বর্ণন।
পরম মধুর যোগিনী-মিলন॥
বিদগধ জন এ রসে মগন।
অবিদগ্ধ জন সবার মরণ॥ ৯॥

মনের প্রতি।—

অষ্টম মুহূর্ত্তকালে যোগিনী-মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ॥ ৯॥

শ্রীভৈরবী-মিলন।

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

ভবানীং ভৈরবীং দৃষ্ট্বা যো দেবশ্চাতি বিহ্বলঃ।
পূর্ব্বভাবমনুস্মৃত্য তং গৌরং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ ১০॥

রাগঃ।

জয় গোরা নদীয়া নাগর।
শচী-সুত প্রভু-বিশ্বম্ভর ॥ ধ্রুঃ ॥
ছাত্র সঙ্গে বসি বিদ্যালয়ে।
নানা কথা আলাপ করয়ে ॥
তথা আসি নিত্যানন্দ রায়—।
বসিলেন আনন্দ হিয়ায় ॥
অবধূতে হেরিয়া নয়নে।
গোরা কন মধুর বচনে ॥
ওহে দেব! এথা কি কারণ।
এসময় তব আগমন ॥
অনুমানি আছে প্রয়োজন।
নহিলে বা কেন আগমন ॥
মোরে করি কৃপা-বিতরণ।
অসময়ে দিলা দরশন ॥
নিত্যানন্দ কহেন নিমাই!।
তব দরশনে কাল নাই ॥
কালাকাল যা কিছু বিচার।
কর্ম্মকাণ্ডী শ্রুতিতে প্রচার ॥
কাম-কর্ম্মে কালাদি বিচার।
সর্ববশাস্ত্র কহে বার বার ॥

ইহা তুমি জানত সকল।
মোরে কর কেন এত ছল॥
ওহে সুর! সর্ব্বজ্ঞ নিমাই!।
ভৈরবীর সঙ্গেতে গদাই॥
আসিয়াছে তুয়া পাশে।
একথা শুনিয়া প্রভু হাসে॥
হেনকালে ভৈরবীর সঙ্গে।
গদাধর আইলেন রঙ্গে॥
ভৈরবীরে করি দরশন।
জিজ্ঞাসেন শ্রীশচী-নন্দন॥
ওগো দেবি! কোন তীর্থে বাস
ভৈরবী কহয়ে শ্রীকৈলাশ॥
হেন শুনি কন বিশ্বম্ভর।
কৈলাশ মানব অগোচর॥
মানবীর নহে সেথা বাস।
কেন মোরে কর পরিহাস॥
ভৈরবী কহয়ে শিব যথা।
শ্রীকৈলাশ পুরী জানি তথা॥
যথা শোভে তুলসীকানন।
তথা রাধা-কৃষ্ণ-বৃন্দাবন॥
ওহে দেব শ্রীশচী-নন্দন!।
এবে ইহা না হয় স্মরণ॥

আর কহি করহ শ্রবণ।
যথা কৃষ্ণ তথা বৃন্দাবন॥
ভাবুক ভকত হন যাঁরা।
এই শুদ্ধ তত্ত্ব জানে তাঁরা॥
হেন শুনি ভৈরবী বদনে।
স্তম্ভিত হয়েন প্রভু ক্ষণে॥
গদাধর কহে গোরা রায়!।
ভৈরবীরে চেনা বড় দায়॥
তবে কন গৌর-বিশ্বম্ভর।
এ ভৈরবী লোক অগোচর॥
শ্রীশঙ্করী ভৈরবী তখনে—।
প্রণমিয়া গৌরাঙ্গ চরণে॥
মুচকি হাসিয়া চলি যান।
যান যান আর ফিরি চান॥
পূরবের ভাবে গোরারায়।
গুণ-গুণ স্বরে কিবা গায়॥
তাহা কিছু বুঝা নাহি যায়।
হাসে কিন্তু নিত্যানন্দ রায়॥
ভাব-ভাবি কন বিশ্বম্ভর।
দেখ! দেখ! প্রিয় গদাধর!
ভৈরবীর বেশে শঠ-কাণ।
ঝাবটের দিকে চলি যান॥

নিজ কাম পূরাবার আশে।
যাইছেন জটিলার বাসে ॥
হেন কহি দেব-বিশ্বম্ভর।
ভাবে মাতি হাসে নিরন্তর ॥
তবে কন নিতাই-গদাই।
সম্বরহ এভাব নিমাই ! ॥
ইহা শুনি বিশ্বম্ভর কহে।
ভাবোচ্ছ্বাস লুকান না রহে ॥
ভাব যব উঠয়ে অন্তরে।
কার সাধ্য সম্বরণ করে ॥
রসিক-ভাবুক হন যাঁরা।
ভাবের বিক্রম জানে তাঁরা ॥
ওহে গৌর ! নিতাই ! গদাই ! ।
কৃপা কর ভাব যেন পাই ॥
শ্রীবংশীবদন ! প্রভু রাম ! ।
এ অধীনে নাহি হও বাম ॥
দয়াময় শ্রীশচী-নন্দন ! ।
মোর শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥
দীননাথ প্রভুর নন্দন।
এ বিপিন করে নিবেদন ॥ ১০ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

ভবানী ভৈরবীভূত্বা যো গচ্ছেজ্জটিলালয়ম্।
তং শৃঙ্গাররসোন্মত্তং শ্রীকৃষ্ণংসমুপাস্মহে ॥ ১০ ॥

চিত্র রাগ।

হের রে নয়ন! রঙ্গ।
ভৈরবী সাজল শ্যাম-ত্রিভঙ্গ॥ ধ্রুঃ॥
পীতধড়া ছাড়ি রকতাম্বরে—।
ঘাগরী করিয়া পিন্ধন করে॥
সেই ত ঘাগরী রাগ-দীপন।
অনুরাগ ধরে লাল বরণ॥
রকত কাঁচলী বক্ষঃ উপরে—।
বাঁধল নাগর ভাবের ভরে॥
সু-চীন সু-লাল উড়ানী তায়।
বেড়ল শ্যামল প্রীতির দায়॥
চূড়াটি খুলিয়া এলায়ে কেশ।
পীঠে ফেলাইলা রসিক-শেষ॥
শ্রবণ-শ্রীকণ্ঠ-করভূষণ—।
অক্ষমালে করে জন-মোহন॥
ভসম মাখল চাঁদবদনে।
সিন্দূরের ফোঁটা ভাল-শোভনে॥
পীঠেতে বাঁধল বাঘের ছাল।
বলিহারি যাই শ্রীনন্দ-লাল!॥
গোপতে রাখিয়া প্রিয়-বংশীরে।
সিন্দূর মাখায়ে ত্রিশূল শিরে॥

জপার মালিকা লাগায়ে তায়।
ভো ভৈরব! বলি রসিক রায়॥
কিশোরী স্মরিয়া প্রেমের ভরে
ত্রিশূল ধরল ডাহিন করে॥
"দরিয়ার কিস্তি" বাম বগলে।
কমণ্ডলু বাম কর-কমলে॥
ভৈরবী মূরতি হেরি নয়নে।
বনদেবী কন হাস্যবদনে॥
বিপিন অন্তরে লুকায়ে শ্যাম!।
ভৈরবী সাজিলে পূরাতে কাম॥
এসব তোমারে শিখালে কেবা।
শুনিবারে চাই সে কোন দেবা।
শ্যাম কহে পরদেবতা যিনি।
সব কাজে গুরু হয়েন তিনি॥
বনদেবী কন গুরুটি ভাল।
স্বরূপ ছাড়ায়ে শিখায় জাল॥
জাল গুরু হন ভুবনে যিনি।
সকল করিতে পারেন তিনি॥
জালিক গুরুরে বিশ্বাস নাই।
জ্ঞানী জন মুখে শুনিতে পাই॥
যেমন সেবক তেমনি গুরু।
বিধির বেদের প্রথম সুরু॥

হেন শুনি শ্যাম হাসিয়া কয়।
হৃদি আশ যেন পূরণ হয়॥
এই আশীর্ব্বাদ করহ মোরে।
কৃতাঞ্জলি করি কহিনু তোরে॥
বনদেবী কন আশীষ ভাল।
মাগিলে মো-পাশ চিকণ কাল!॥
যাও যাও শ্যাম! আপন কাজে।
এ রঙ্গ হেরিয়া মরি যে লাজে॥
তবে শ্যাম বাম করিয়া বনে।
গমন করেন হংসগমনে॥
জয় শিব! শিব! বদনে কয়।
শুনিয়া বল্লব বল্লবী চয়॥
ভবন ছাড়িয়া ভৈরবী পায়।
প্রণাম করিয়া আশীষ চায়॥
ভৈরবী কহয়ে সশিব শিবা।
তোমা সবে দুঃখ কভু না দিবা॥
গোকুল গো-কুল সুখেতে রবে।
মোর এই বাণী মিছা না হবে॥
হেনমতে সবে আশীষ করি।
যাবটে যায়েন নাগর-হরি॥
জটিলার দ্বারে দাঁড়ায়ে শ্যাম।
মুখে বলে ভব-ভবানী নাম॥

দাসী যাঞা কয় জটিলা পাশে।
দুয়ারে ভৈরবী আছে কি আশে
ভিক নাহি দেখি মাগয়ে সেই।
তুয়া ঠাঁম মুই কহিনু এই॥
জটিলা যাইয়া ভৈরবী পায়:
পরণাম করি অশীষ চায়
ভৈরবী কহেন সদাই সুখ।
কেবল তিনটি হেরিয়ে দুঃখ॥
এ বোল শুনিয়া জটিলা কয়।
ওগো দাসি! দেবী সামান্যা নয়
অন্তরের দুঃখ আমার যাহা।
জানিতে পারিলা ভৈরবী তাহা॥
তবেত জটিলা ভৈরবী লঞা।
ভবনে প্রবেশে প্রফুল্ল হঞা॥
আসনে বসাঞা কহেন তবে।
অন্তরের দুঃখ ঘুচিবে কবে॥
ভৈরবী কহেন উপায় তার।
অনেক আছয়ে,—কহিনু সার॥
হরা-তারা মন্ত্রে কিবা না হয়।
মরে-বাঁচে-খেপে শঙ্কর কয়॥
শ্রীযোগিনী তন্ত্রে যোগিনী বাণী।
তারা মন্ত্রে সব সু-সিদ্ধ জানি॥

শুনিয়া জটিলা কহয়ে তবে।
সে মন্ত্র তোমায় জপিতে হবে ॥
কি কি লাগে তাহা শুনিতে চাই
ভবনে সে সব যদি না পাই ॥
মথুরার হাটে সকল মিলে।
অভাব নাহিক পণটি দিলে ॥
ভৈরবী কহয়ে বেশী ত নয়।
দুখানি নৈবেদ্য করিতে হয় ॥
এক শত আট শ্রীফল-দল।
স-ঘৃত সিন্দুর যমুনা-জল ॥
হরিতকী তিন—পাঁচটি পান।
জলপূর্ণ ঘট গুটিক ধান ॥
রকত-চন্দন-কুসুম আর।
এই উপচার,—কহিনু সার ॥
সতী নারী যাঞা যমুনা-জলে।
পুরিবেক ঘট এ তন্ত্রে বলে ॥
ভৈরবীর বাণী শুনিয়া তবে।
জটিলা ভাবে কি উপায় হবে ॥
মলিন বদনে জটিলা কয়।
ঘরের বধূটি হোতে কি হয় ॥
ভৈরবী কহেন কেন না হবে।
তাঁর সম সতী না হেরি ভবে ॥

না জানি না শুনি মূরখ জনে।
ভুবনে তাঁহার কলঙ্ক ভণে॥
তবে ত জটিলা আনন্দ মনে।
দেবী লঞা ধায় বধূরাঙ্গনে॥
প্রসন্ন হিয়ায় বধূরে কয়।
এই যে ভৈরবী সামান্যা নয়॥
প্রণাম করহ করিয়া ভক্তি।
ইহাঁরে জানিহ শিবের শক্তি॥
শিব-শক্তি ভেদ নাহিক হয়।
শক্তি কৃপা বিনু সুসিদ্ধ নয়॥
শঙ্করী আশ্রয়ে শঙ্কর প্রভু।
সদা সিদ্ধ ইহা মিছা না কভু॥
শকতি আশ্রয়ে সকল জন।
পূর্ণ মনোরথ ভুবনে হন॥
ননদীর বাণী শুনিয়া রাই।
প্রণাম করেন বদন চাই॥
তবে ত জটিলা বধূরে কয়।
তোমার ভবন গোপত হয়॥
শিব-শিবা দেবী পূজিবে এথা।
দেখ যেন কেহ না যায় সেথা॥
আজ দিন-রাতি তোমার ঘরে।
দেবীরে সেবিবে যতন করে॥

কালিকা বিহানে স-শিব-তারা।
পূজিবে ভৈরবী, না রবে ফাঁড়া॥
আমি ত বিহানে এথায় আসি।
করিব সকল যা ভাল বাসি॥
আজ মোর ভায়ে তোমার ঘরে।
পরবেশ দিব নিষেধ করে॥
ইহা কহি ঘরে জটিলা যায়।
ভৈরবী হাসিয়া শ্রীমুখ চায়॥
মনে মনে ভাবে চাহিতে জলে।
মেঘের উদয় ভাগ্যের ফলে॥
জল জল রবে চাতক মরে।
তবু ধারাধর দয়া না করে॥
চাতকের ডাকে মেঘের দয়া—।
কভু নাহি হয়,—কপাল ক্ষয়া॥
মঝু ভাগ্যে দেখি বিরুদ্ধ তার।
আজ রসনিধি হইব পার॥
হেন ভাবি শ্যাম আপন করে।
রাই কর ধরে আনন্দান্তরে॥
কিশোরী তখন ভৈরবী পাশে—।
বসিয়া মধুর মধুর ভাসে॥
আহা মরি! মরি! মাধুরী কিয়ে।
দরশন করি মাতিল হিয়ে॥

এমন মাধুরী লোকেতে নাই।
হেন কেন হোলে শুনিতে চাই॥
ভৈরবী কহেন কি কব আর।
কপালের লেখা,—নাহিক পার॥
ইহা শুনি ধনী দুঃখেতে কয়।
কপালের লেখা মিছা না হয়॥
তথাপি কি হেতু এ হেন ভাব—।
ধরিলে,—তাহা কি শুনিতে পাব॥
হেতু বিনু কিছু নাহিক ঘটে।
শুনেছি বেদাদি ইহাই রটে॥
ভৈরবী কহয়ে সেহেতু মোর।
ওগো বিনোদিনি! বদন তোর॥
ও চাঁদ বদন দরশ তরে।
ভৈরবী সাজিয়া তোমার ঘরে॥
জটিলা-কুটিলা ননদী যথা।
নানা বেশ মোর জানিবে তথা॥
স্বরূপ-স্বভাবে যাইলে সেথা।
কাজ সিদ্ধ নয়,—তাইত এথা—॥
নানা বেশ ধরি গমন করি।
এ সব জানয়ে পিরীতিচরী॥
"রাই কন কহ তীর্থবাস সুখ।
ভৈরবী কহেন অতিশয় দুঃখ॥

ছদ্মবেশী-শঠ বৈষ্ণব জ্বালায়।
বৈষ্ণবী সবার তীর্থবাস দায়॥
তৈছে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর তরে।
ভৈরবী রহিতে নারে পীঠোপরে॥
বিনোদিনী কন কেন মিছা রোষ।
বৈষ্ণব-ন্যাসীর নাহি কোন দোষ॥
'দ্রব্যেতে ঘটায় দোষ' শুনা যায়।
বৈষ্ণব-ন্যাসীর দোষ কিবা তায়॥
কোকনদ জিনি তোমার নয়ন।
বারেক টলিলে টলয়ে ভুবন॥
বৈষ্ণব-ন্যাসীর নাম-যোগাসন।
তাহে কি সুথির রহয়ে কখন॥
তুয়া আঁখি-কুচশম্ভুশিরোশোভা।
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-দেবেন্দ্রাদি লোভা॥
হেন আঁখি-কুচ করি দরশন।
ধৈরজ ধরিতে নারে কোন জন॥
রমণী-কুলের তুমি গো ভূষণ।
এস আলিঙ্গিয়া জুড়াই জীবন॥
ভৈরবী কহেন রূপবতী যাঁরা।
আন নারীরূপ বাখায়েন তাঁরা॥
তবে হাসি কন বিনোদিনী রাই।
কালরূপে হেন শোভা দেখি নাই॥

'কালজগদাল' তেঞি লোকে কয়।
শুনিয়া ভৈরবী মুচকি হাসয়॥"
অধোমুখে রাই নাগরে কয়।
মোর লাগি এত উচিত নয়॥
রূপ-গুণ মোর কিছুত নাই।
তবে কেন হেন দেখিতে পাই॥
আমারে পাসরি চন্দ্রার পাশ।
যাও হে নাগর! পূরাতে আশ॥
রূপ-গুণবতী সে চন্দ্রা হয়।
মধু পাশ এই সখীরা কয়॥
শ্যাম কন ওহে পরাণপিয়ে!।
বাক্‌বাণে কেন বিঁধিছ হিয়ে॥
তোমারে পাসরি যাইব যেথা।
মরণ নিশ্চয় জানিহ সেথা॥
তুয়া বিনু সব আকাশময়—।
হেরিয়ে এ বাণী অলীক নয়॥
"মমেন্দ্রিয় প্রিয়ে! তোমার সেবনে।
নিযুক্ত আছয়ে সদা সর্ব্বক্ষণে॥
নয়ন তোমার রূপাদি দর্শন—।
করিতেছে রাই! লইয়া শরণ॥ ১॥
শ্রবণ তোমার নাম-গুণ গান।
শ্রবণ বিনুহি নাহি শুনে আন॥ ২॥

নাসিকা তবাঙ্গ গন্ধ ঘ্রাণাসক্ত।
আনগন্ধ ঘ্রাণে সদাই বিরক্ত ॥ ৩ ॥
রসনা তোমার মুখামৃত পানে—।
উন্মত্ত হইয়া আন নাহি জানে ॥ ৪ ॥
ত্বক্ তব চিত্র অঙ্গ পরশনে—।
বিহ্বল হইয়া আছে সর্ব্বক্ষণে ॥ ৫ ॥
কর করান্বিত চরণ তোমার—।
সেবন বিনুহি নাহি জানে আর ॥ ৬ ॥
পদ তব পদ দরশন তরে।
ভ্রমণ করয়ে গোকুল নগরে ॥ ৭ ॥
মম মন প্রিয়ে! তোমার স্মরণে—।
নিমগ্ন হইয়া আছে অনুক্ষণে ॥ ৮ ॥
ভৈরবী সাজিয়া তেঞিঁ সে এথায়।
আইনু ভাবিনি! নিবেদিনু পায় ॥
অকারণ মান ত্যজিয়া মানিনি!।
প্রসন্ন হও হে রাধে! বিনোদিনি! ॥
নিরভয় লাভ করিবার আশে।
ভৈরবী হইয়া আনু তুয়া পাশে ॥
মান গতি তুয়া বুঝিবারে নারি।
কত সাজ মোরে সাজাইলে প্যারি! ॥
সন্ন্যাসী সাজটি অবশেষ আছে।
তাহাও সাজিতে হবে বুঝি পাছে ॥”

রাই কহে নাথ! জানিনু এবে।
অভাগী ও রাঙ্গাচরণ সেবে॥
অন্তরে, বাহিরে চরণ দুই।
সদা সর্ব্বক্ষণ পূজিয়ে মুই॥
জপ-তপ আদি তুমি হে শ্যাম!।
তব ধ্যান বিনু নাহিক কাম॥
গৃহ কাজ করি ননদী ভয়ে।
তুমি রহ হৃদে উদয় হয়ে॥
আন নারী আন ভাবয়ে মনে।
আমি ভাবি তোমা সরব ক্ষণে॥
তোমা বিনু কেহ নাহিক মোর।
ঝুঁট নাহি কহি শপথি তোর॥
কিশোরী-ভৈরবী সংবাদ যাহা।
শ্রবণ করিয়া সখীরা তাহা॥
সরমে বদনে বসন দিয়া।
লুকাইলা আন ভবনে গিয়া॥
কিশোরী লইয়া ভৈরবী তবে।
রাসরসাস্বাদে আনন্দোৎসবে॥
শিব, শিবা পূজা হইল ভাল।
হেরিয়া মদন বদন কাল॥
"এস গো জটিলে! কুটিলা সঙ্গে।
শিব, শিবা পূজা সমাধা রঙ্গে॥

যা দেবে দক্ষিণা ভৈরবী পায়।
ঝাঁট আসি দেহ ভৈরবী যায়॥
ভালত ভৈরবী বধূর ঘরে।
লঞাছিলে তুমি আদর করে॥”
বিনোদিনী কন মো ঘরে আজি—।
রহ নাথ! যায় ননদী রাজি॥
কানু কহে গোঠে বাধিবে গোল।
বাজিয়া উঠিবে কলঙ্ক ঢোল॥
রাধারে প্রবোধি নাগর শ্যাম।
যাইবারে চান গো-ধন ঠাম॥
ভৈরবী সাজিয়া নাগর হরি।
রাই সনে মিলে ছলনা করি॥
এ হেন মধুর-মিলন শোভা।
রসিক জনার হৃদয় লোভা॥
শ্রীবংশীবদন চরণ যার—।
সরব, এ রস গোচর তার॥
বংশীবংশজাত বিপিন দাসে।
“ভৈরবী-মিলন” আনন্দে ভাসে॥ ১০॥

মনের প্রতি।

নবম মুহূর্ত্তকালে “ভৈরবী মিলন॥”
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ॥ ১০॥

শ্রীরঞ্জিকা-মিলন।

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

রঞ্জিকারমণীং দৃষ্ট্বা যোদেবশ্চাতি কাতরঃ।
তং দেবেশং দেবারাধ্যং শ্রীশচীনন্দনং ভজে ॥ ১১ ॥

রাগঃ।

জয় গোরা নবদ্বীপ ইন্দু।
বসি গদাধর সঙ্গে, পড়ুয়া পড়ান রঙ্গে,
বিশ্বম্ভর করুণার সিন্ধু ॥ ধ্রুঃ ॥
ন্যায়-কাব্য-ব্যাকরণ, পড়ে বিপ্র ছাত্রগণ,
মাঝে-মাঝে ফাঁকির সিদ্ধান্ত—।
উঠায়েন গদাধর, পূরে তাহা বিশ্বম্ভর,
তথাপি গদাই নহে ক্ষান্ত ॥
পুনঃ পুনঃ ফাঁকি ধরে, পূরে গোরা দ্বিজবরে,
হেন মতে বিদ্যারসাস্বাদে।
বিদ্যাধার গদাধর, বিদ্যাপতি বিশ্বম্ভর,
দুঁহে মগ্ন বিদ্যারস বাদে ॥
হেনকালে তথা আসি, মুচকি মুচকি হাসি,
রসিকা রঞ্জিকা জিজ্ঞাসয়।

শ্রীশচী ভবনে যাব, কোন্ দিকে পথ পাব,
কহ মোরে পড়ুয়া নিচয়॥
তবে বিশ্বম্ভর কন, সেথা কিবা প্রয়োজন,
আগে তাহা কহ মোর পাশ।
রসিকা রঞ্জিকা কয়, খেলানাদি সমুদয়,
কিছু কিছু বেচিবার আশ॥
গোরা কহে কি কি রঙ্গে, আনিয়াছ করি সঙ্গে,
সে সবের দেহ পরিচয়।
রঞ্জিকা কহয়ে তবে, যাহা প্রয়োজন হবে,
তাহা আমি দিব সমুদয়॥
গোলাপ-বসন্ত-পীত, নীল-জবা মনোনীত,
সকল আছয়ে মোর ঠাঁই।
কাঁকণ-মুকুতা পূতি, নানাবর্ণ ফিতা-সূতি,
যাহা চাবে পাইবে তাহাই॥
রঞ্জিকার কথা শুনি, বিশ্বম্ভর কন পুনি,
কহ গো রঞ্জিকা কোথা ঘর।
রঞ্জিকা কহয়ে তবে, তাহা শুনি কিবা হবে,
ঘর মোর শ্রীরাধা নগর॥
বালুকাময়ীর পারে, ব্যাঘ্রপাদারণ্য ধারে,
কহিলাম আপনার পাশে।
শুনিয়া রঞ্জিকা বাণী, ভালদেশে কর হানি,
কন গোরা ভাবের উচ্ছ্বাসে॥

ওহে প্রিয় গদাধর !, যথা রঞ্জিকার ঘর,
পরে তথা মহানন্দ হবে।
ভাগ্যবান জন যাঁরা, নয়নে হেরিবে তাঁরা,
বহু ভক্ত তথা জন্ম লবে॥
তবে গোরা রঞ্জিকারে, কন যাও ঐছে দ্বারে,
তবে ত পাইবে মার বাসে।
শুনিয়া গোরার কথা, রঞ্জিকা যায়েন তথা,
আঁখি চালি মনের উল্লাসে॥
রঞ্জিকার ভাব যাহা, বুঝা নাহি যায় তাহা,
ভাব বুঝে ভাবুক গদাই।
মহাভাব গদাধর, ভাব নাহি অগোচর,
মহাভাবে মগন সদাই॥
গদাধর কহে বাণী, রঞ্জিকা কেবা না জানি,
জান কি হে প্রভু বিশ্বম্ভর !।
প্রভু কন গদাধর, সব জানে তবান্তর,
মিছা-মিছি ছলা কেন কর॥
হেন কহি নব গোরা, পূর্ব্বভাবে হঞা ভোরা,
গদাধরে করিয়া আশ্লেষ।
কন দেখ শঠশ্যাম, পূরাইতে নিজ কাম,
ধরিয়া রঞ্জিকা নারী বেশ॥
খেলানাদি লঞা কক্ষে, যাবটে যাইছে লক্ষে,
ব্রজপথে করি নানারঙ্গ।

বালক-বালিকাগণে, খেলানাশে যায় সনে,
তাড়াইলে নাহি ছাড়ে সঙ্গ ॥
হেনমতে শঠ শ্যাম, কিশোরীর দ্বারে যান,
পূরাইতে মন অভিলাষে।
ইহা কহি গৌরহরি, গদায়ের কণ্ঠ ধরি,
ফোঁপাইয়া আঁখিনীরে ভাসে ॥
ভাব দেখি গদাধর, কহে একি বিশ্বম্ভর !,
শীঘ্র ভাব কর আচ্ছাদন।
বিপিন বিহারি কহে, ভাব ঢাকা নাহি রহে,
ঢাকিলেও হয় প্রকটন ॥ ১১ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

রঞ্জিকা রমণী ভূত্বা যো গচ্ছেদ্রাধিকালয়ম্।
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং তং শ্রীগোবিন্দং প্রণমাম্যহম্। ১১ ॥

চিত্র-রাগ।

আয় গো তোরা দেখিবি আয়।
"রঞ্জিকা" সাজল বিট শ্যামরায় ॥ ধ্রুঃ ॥
পীতধড়া ছাড়ি হিঙ্গুল বরণ—।
রাগের ঘাগড়ী করল পিন্ধন ॥
কাঞ্চন বরণ কাঁচুলি রঞ্জন।
প্রণয়ের ভরে উরসি বন্ধন ॥

এলায়ে কুন্তল বেণী বিনাওল।
কাণড়া ছাঁদেতে কবরী বাঁধল ॥
মল্লিকার মাল তাহাতে বেড়ল।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল পরল ॥
কণ্ঠে চাঁদ চিক, মুকুতার মাল—।
ধারণ করল যশোদা-দুলাল ॥
হাতে বালাঙ্গদ, তাবিচ সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী শোভে মনোহর ॥
বক্ষে চিত্রাকার যূথিকার হার।
নাসায় তিলক কুন্দদলাকার ॥
সিঁথায় সিন্দূর লাগাওল রঙ্গে।
সুচীন উড়ানী বেড়ল শ্রীঅঙ্গে ॥
নয়নে অঞ্জন, মঞ্জন অধরে।
সু-তাম্বূল রাগ তাহার উপরে ॥
মুরলী খুরলী বিপিন অন্তরে—।
রাখি,—ধীরে চলে নিতম্বের ভরে
উরস কাঁপায়ে দুই পয়োধর—।
অলপ দোলায় রসিক নাগর ॥
রমণীর সম বামপদ আগে—।
ফেলিয়া যায়েন নিজ অনুরাগে ॥
রঞ্জিত বসন দিয়া আবরণ—।
রঙ্গাদি ডালা বাঁ-কটিতে ধারণ ॥

মাঝে মাঝে কন মধুর ধ্বনিতে।
যাহার বাসনা রঙ্গাদি কিনিতে॥
সে নারী আসুক ত্বরা মোর পাশে।
হেন কহি শঠ মৃদু-মৃদু হাসে॥
ব্রজের বালক-বালিকা সকলে।
“রসিকা-রঞ্জিকা” সঙ্গে রঙ্গে চলে॥
বালক-বালিকা স্বভাব এ হয়।
রঞ্জিকা দেখিলে সঙ্গ না ছাড়য়॥
হেনমতে “শ্যাম-রঞ্জিকা” সবায়—।
রঞ্জিত করিয়া যাবটেতে যায়॥
তথায় যাইয়া কিশোরীর দ্বারে।
রঙ্গ চাই বলি ডাকে বারে বারে॥
সখীগণ আসি রঞ্জিকা হেরিয়া।
ভবন ভিতরে লইলা ডাকিয়া॥
রঞ্জিকা যাইয়া রাধার অঙ্গনে।
খেলানাদি ডালা নামান যতনে॥
বসনাবরণ উন্মোচন করি।
রঙ্গাদি দেখান রঞ্জিকা সুন্দরী॥
কেহবা কাঁকন পিত্তল বন্ধন।
কেহবা চিরুণী কেহ দরপণ॥
কেহবা ঘুনসী কেহ ফিতা লাল।
কেহ পুঁতীমাল কেহ খোঁপা জাল॥

কেহবা কুণ্ডল কেহ খোঁপা ফুল।
কেহবা বিভূতি কেহ লয় দুল॥
কেহ কাণ ফুল কেহ গোটা লয়।
কেহবা ঘুঙ্গুর গ্রহণ করয়॥
কেহ কাঁটা লঞা কবরীতে পরে।
কেহবা সুগন্ধ লয় নিজ করে॥
কেহবা গোলাপী কেহবা বসন্ত।
কেহবা হরিত সু-রঙ্গ শোভন্ত॥
জবারঙ্গ কোন রঙ্গিণী লইলা।
কাল রঙ্গ দিকে কেহ না চাহিলা॥
হেনমতে রাই প্রিয় সখীগণে!।
খেলানাদি যত করিলা গ্রহণে॥
রঞ্জিকা কহয়ে ওগো সখীগণ!।
সবাই সব ত করিলে গ্রহণ॥
তোমাদের রাই কিছু না লইলা।
তবে হাসি প্যারী কহিতে লাগিলা॥
বাসনা পূরায়ে আগে সখীগণ।
রঙ্গাদি তোমার করুক গ্রহণ॥
অবশেষ যাহা রহিবে তোমার।
সেই সব দ্রব্য জানিবে আমার॥
হেন বাণী শুনি রঞ্জিকা কহয়।
রাজার ঝিয়ারি যেই নারী হয়॥

এমনি প্রকার কথাই তাঁহার।
আনন্দ পাইনু হেরিয়া বেভার ॥
তবে রাই কন কাল রঙ্গ যাহা।
আমারে সকল আনি দেহ তাহা ॥
কাল ভাল বাসি মুই চিরকাল।
কাল বিনা কিছু নাহি লাগে ভাল ॥
কালতে নয়ন শীতল করয়।
কাল আঁখি খরা রোগ বিনাশয় ॥
ও কেশবন্ধন যত তুয়া আছে।
সবগুলি আনি দেহ মোর কাছে ॥
ও কেশবন্ধন আর কোনজন।
তোমার নিকট করিল গ্রহণ ? ॥
শুবেত রঞ্জিকা হাসিয়া কহিল।
এ কেশবন্ধন কেহ না লইল ॥
ব্রজে চন্দ্রাবলী নামে নারী যেই।
বাসনা করিলা লইবারে সেই ॥
মনে পণে নাহি বনিল আমার।
তাই তার নাহি হ'ল কনু সার ॥
হেন শুনি ধনী আনন্দে বলয়।
কৃপণ তনয়া চন্দ্রাবলী হয় ॥
তার সাধ্য কিবা এ কেশবন্ধনে—।
পণ দিয়া পারে করিতে গ্রহণে ॥

রঞ্জিকা কহয় এ কেশবন্ধনে।
তোমা বিনু আনে না পায় দর্শনে ॥
যার যেই ধন বিধির লিখন।
সেই বিনা তার না পায় দর্শন ॥
তবেত রঞ্জিকা কন সখীগণে।
পণ আনি দেহ যাইব ভবনে ॥
ঘরের বাহির সকালে হইনু।
রবির কিরণে জ্বলিয়া মরিনু ॥
রবির তনয়া তীর পাব যবে।
পরাণ শীতল হইবেক তবে ॥
সখীগণ কহে পণ কিবা আর।
বিনু পণে মোরা করিব বেভার ॥
অনেক ধরম হইবে তোমার।
পণের কথাটি নাহি কহ আর ॥
রঞ্জিকা কহয়ে ধরম না চাই।
পণ দেহ আনি ঘরে চলে যাই ॥
ধরম লইয়া সবে থাক সুখে।
ধরম-করম মোরে দেয় দুঃখে ॥
ধরম করম মোর কভু নাই।
পণ আনি দেহ ঘরে চলে যাই ॥
সখীগণ কহে নাহি পাবে পণ।
বেলা যায় ঘরে করহ গমন ॥

রঙ্গ দিয়া রঙ্গ কত না করিছ।
কোন্ মুখে আর পণটি মাগিছ॥
হেন শুনি শঠ ক্রোধভাবে কয়।
ওগো সখীগণ! অরাজক নয়॥
রঙ্গাদি লইলে পণ দিতে হয়।
বিনা পণে কোথা রঙ্গাদি মিলয়॥
এত কহি শঠ উঠিয়া তখন।
ললিতারে ধরি করে আকর্ষণ॥
বিশাখা তখন আসিয়া আগেতে।
ছাড়, ছাড়, ছাড়, কহয়ে রাগেতে॥
রঞ্জিকা তখন ছাড়ি ললিতারে।
বিশাখোরসিজ টানে কর দ্বারে॥
হেন রঙ্গ হেরি চিত্রা আসি কয়।
রঞ্জিকে! এ তব উচিত না হয়॥
রঞ্জিকা তখন ছাড়ি বিশাখারে।
চিত্রাঞ্চল চাপে চরণের দ্বারে॥
ইহা হেরি রাগে রঙ্গদেবী কয়।
রঞ্জিকে! অন্তরে নাহি কিছু ভয়॥
বণিক-নন্দিনী রঙ্গকরী যারা।
লাজ-ভয়-হীনা-প্রায় হয় তারা॥
চম্পকা তখন হাসিয়া কহয়।
হৃদয়ে তোমার কিছু নাহি ভয়॥

রঞ্জিকা কহয়ে ভয় কি কারণ।
বস্তু লঞা কেন নাহি দেবে পণ॥
পণ আনি সবে দেহ লো আমারে।
নতুবা যাইব কংসরাজ দ্বারে॥
দরবার করি পাঁচ গুণ পণ—।
বুঝিয়া লইব দেখিবে তখন॥
যে দাবী করিব তাহাই আদায়।
স্বরূপ বচন কহিনু সবায়॥
হেন শুনি রাই রাগভরে কন।
কত পণ পাবে করহ গণন॥
যাহা চাবে তুমি পাইবে তাহাই।
জোরাজুরি কাজ এথা কিছু নাই॥
কথা কহ করি মুখ সাবধান।
পণ যাহা চাবে করিব প্রদান॥
ভয় কি দেখাও সে কংস রাজার।
কিছু ধার মোরা নাহি ধারি তার॥
তোমারে লইয়া প্রিয় সখীগণে।
কৌতুক করিল নাহি বুঝ মনে॥
কিশোরীর বাণী করিয়া শ্রবণ।
রঞ্জিকা নাগর কহেন তখন॥
আবার কেন গো! এ রাগ সঞ্চার
এ রাগে কাঁপয়ে হৃদয় আমার॥

সে "দুর্জ্জয়মান" যবে হয় মনে।
থর থর কাঁপি বিপিন, ভবনে॥
সে দুর্জ্জয় মানে বাকি কিছু নাই।
সকলি ত জান প্রাণাধিকে রাই!॥
সে দুর্জ্জয় মানে তুয়া কুণ্ডতীরে।
পড়িয়া ভাসিনু দুই আঁখি নীরে॥
হেন শুনি ধনী ঘোমটা টানিয়া।
গৃহে প্রবেশিলা স্ব-জিহ্বা দংশিয়া॥
বদনে বসন দিয়া সখীগণে।
আন ঘরে গিয়া হইলা গোপনে॥
মদনে মাতিয়া রঞ্জিকা-নাগর।
প্রবেশ করেন ঘরের ভিতর॥
রাধারে লইয়া পর্য্যঙ্ক শয্যায়—।
বসিলা নাগর আনন্দ হিয়ায়॥
থর-থর কাঁপে মনোসিজ জ্বরে।
উরসিজোন্নত আলভন করে॥
কিশোরী কহেন থির কর হিয়া।
ওহে প্রাণনাথ! কাঁপ কি লাগিয়া
অথির হইয়া সাধিলে করমে।
তাহে ক্ষণ সুখ বুঝহ মরমে॥
তবে ত নাগর শ্রীরাধা বদন—।
চুম্বিয়া ধরল যুগল চরণ॥

রাই কহে নাথ! কি কর? কি কর?
ছাড়, ছাড়, পদ শ্যাম-নটবর! ॥
তবে মৃদু হাসি শুচি রসরাজ।
রাধারে লইয়া সাধে নিজ কাজ ॥
রঞ্জিকা সাজিয়া রসিক কানাই।
রাই সনে মিলে,—বলিহারি যাই ॥
অনঙ্গ মুঞ্জরী যারে কৃপা করে।
এ রস উদয় তাহার অন্তরে ॥
অনঙ্গ মঞ্জরী শ্রীজাহ্নবী, রাম।
শরণে পূরয়ে হৃদয়ের কাম ॥
প্রভু দীননাথ গোস্বামি-নন্দন।
এ বিপিন গায় "রঞ্জিকা মিলন" ॥ ১১ ॥

মনের প্রতি।

দশম মুহূর্ত্তকালে রঞ্জিকা-মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ ॥ ১১।

শ্রীনাপিতিনী-মিলন।

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

নাপিতিনীং সমালোক্য স্মিতাস্যশ্চাভবদ্ধি যঃ।
ব্রজভাব মনুস্মৃত্য তং গৌরং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২ ॥

রাগঃ।

জয়রে জয়রে গোরাচাঁদ!।

বসি বিদ্যালয়োপরে, লঞা প্রিয় গদাধরে,
করে গোরা বিদ্যারসাস্বাদ ॥ ধ্রুঃ ॥

ধরি ন্যায় ব্যাপ্তি পাদ, করে নানামত বাদ,
যে বাদের নহে অবসান।

হেত্বাভাস-ছল-জাতি, দর্শনে যাহার ভাতি,
সেই সব করেন ব্যাখ্যান ॥

ভূমি-জীব-নিত্যতত্ত্ব, ভূম্যাদির সত্তাসত্ত্ব,
সত্যাসত্য তত্ত্বের বিচার—।

ভাষা পরিচ্ছেদ মতে, বিচারয়ে নানা মতে,
যে সবের সিদ্ধান্ত অপার ॥

শাব্দ বোধ রঙ্গ যাহা, ব্যাখ্যান করেন তাহা,
যুকত-যুঞ্জান যোগীতত্ত্ব।

গৌতম আদির উক্তি, মুক্তি বাদে যেই মুক্তি,
দেখায়েন তার অসারত্ব ॥

উৎকটেচ্ছা তায় যাহা, রাগেতে গিলায়ে তাহা,
কহে গোরা প্রিয় গদাধরে।

প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনি, গদাধর কহে পুনি,
কহ ভক্তিতত্ত্ব কৃপা করে ॥

প্রভু কন কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণবশকরী ভক্তি,
কৃষ্ণে অবিচ্ছিন্না গতি তাঁর।

ভক্তির স্বরূপ সারে, বেদাদি কহিতে নারে,
তাহে বল মুক্তি কোন্ ছার ॥
ভক্তির অবস্থান্তর, প্রেম নাম গদাধর !,
প্রেমের স্বরূপ হার্দ্দভাব।
আনুকূল্যে প্রেমাস্বাদ, এই প্রেম অপবাদ,
অতি স্বচ্ছ প্রেমের স্বভাব ॥
এইরূপে বিশ্বম্ভর, লঞা প্রিয় গদাধর,
নানারস করে অস্বাদন।
হেনকালে সু-হাসিনী, "বিনোদিনী নাপিতিনী,"
গোরা গৃহে করয়ে গমন ॥
তাহারে হেরিয়া গোরা, পূর্ব্বভাবে হঞা ভোরা,
হাসি কন গদাধর পাশ।
দেখ ! দেখ ! গদাধর !, শঠ-শ্যাম নটবর,
পূরাইতে নিজ অভিলাষ ॥
নাপিতিনী বেশ ধরি, ব্রজপথে রঙ্গ করি,
যাইছেন জটিলা ভবন।
গোপ-গোপীকার মন, রঙ্গে করি বিমোহন,
ভাবোচ্ছ্বাসে করিছে গমন ॥
ইহা শুনি গদাধর, কন ওহে বিশ্বম্ভর !
একি ভাব তোমার অন্তরে।
কোথা সেই বৃন্দাবন, কোথা গোপ-গোপীগণ,
কোথা রাই জটিলার ঘরে ॥

নাপিতিনী আলোকনে, হেন ভাব উদ্দীপনে,
কেন তব হয় অকারণে।
এই ভাব দরশনে, অবিদগ্ধ ভক্তজনে,
নানা কথা করিবে রটনে॥
শুনি গদাধর বাণী, শিরে সব্য কর হানি,
কহে গোরা করিয়া হুঙ্কার।
লোক-বেদ-শাস্ত্রাতীত, অবিদগ্ধ অবিদিত,
ভাব-প্রেম সর্ব্বত্র প্রচার॥
অবিদগ্ধ জন ভয়ে, ভাবাদি সঙ্কোচ হয়ে,
এই কথা কহে বিজ্ঞগণ।
এত কহি বিশ্বম্ভরে, অতি দুঃখে ভাবান্তরে,
ধীরে ধীরে করেন গোপন॥
দরিদ্রের আশা যত, হইয়া হৃদয়োত্থত,
হৃদয়েতে লয়প্রাপ্ত হয়।
তথা স্ব-হৃদয়োদ্যত, ভাবে গোরা আত্মরত,
হৃদয়েতে গোপন করয়॥
গোপন দুঃখেতে গোরা, আনভাবে হঞা ভোরা,
প্রিয় গদাধরে আলিঙ্গয়।
এ বিপিন দাসে কহে, ভাব গোপনের নহে,
গোপনেতে অতি দুঃখোদয়॥ ১২॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

নাপিতিনীরূপং ধৃত্বা যোগচ্ছেদ্রাধিকালয়ম্।
তং রাসরসিকাধীশং শ্রীকৃষ্ণং সমুপাস্মহে॥ ১২॥

চিত্র রাগ।

দেখরে ! দেখরে ! শোভা।
নাপিতিনী রূপ মম-আঁখিলোভা ॥ ধ্রুঃ ॥
রাই মিলিবারে নাপিতিনী বেশ— ।
ধারণ করল প্রিয়-হৃষীকেশ ॥
মানিনী রাধার সঙ্গম আশায়।
হেনরূপ ধরে বিদগধ রায় ॥
মরি ! মরি ! কিবা হের রূপ ছটা।
ধরণীতে যেন নবঘন ঘটা ॥
কাল ফণি জিনি বেণী বিনাইয়া।
বাঁধল কবরী ফুলদাম দিয়া ॥
পীতধড়া ছাড়ি রজত বরণ— ।
শিঙ্গার ঘাগরী কটিতে পিন্ধন ॥
কাঞ্চন বরণ কাঁচুলী নাগর।
প্রণয়ে বাঁধল বুকের উপর ॥
নানা অলঙ্কার মনের আনন্দে।
শ্রীঅঙ্গে পরল নানাবিধ ছন্দে ॥
নাসায় তিলক রচল সুঠাম।
অধরে মঞ্জন—জাবকানুপাম ॥
তাহাতে তাম্বূল রাগ সুরঞ্জন।
হেরি কুমুদিনী মুদিল নয়ন ॥

পীনোন্নত কুচ ঢাকিবার তরে।
উড়ানী বেড়ল তাহার উপরে॥
অতি সুকোমল শ্রীঅঙ্গলাবণী।
নয়ন সরোজে বঙ্কিম চাহনী॥
কামধনু জিনি ভ্রূ-যুগল শোভা।
বদন কমল অলিকুল-লোভা॥
তিলফুল জিনি নাসার গঠন।
অমিয়া বরষ জিনিয়া বচন॥
উলটা কদলী জিনি উরু শোভা।
কটি ক্ষীণ অতি শ্রোণী গুরু লোভা॥
বাম করে লএগ কামানের সাজ।
অন্তরে ভাবয়ে আপনার কাজ॥
মরাল গঞ্জিয়া মন্থর গমন।
মুখে মৃদু হাসি মন-বিমোহন॥
নিজ গুণ নিজ বদনেতে গায়।
নয়ন ঘুরায়ে চারিদ্দিকে চায়॥
নাপিতিনী হেরি গোপগণ কয়।
এই নাপিতিনী কোথাকার হয়॥
ঠমক-ঠামক হেরিয়া ইহার।
কার হৃদে নহে কামের সঞ্চার॥
ইহার নাপিত হয় যেই জন।
ধন্য! ধন্য! তার পুরুষ জনম॥

নাপিতিনী হেরি কহে গোপীগণে।
হেন নাপিতিনী না হেরি ভুবনে॥
না জানি ইহার কেমন কামান।
কামাইলে তার বুঝিয়ে সন্ধান॥
কোন গোপনারী জিজ্ঞাসা করয়।
ওগো নাপিতিনি! নাম কিবা হয়॥
এস মোর ঘরে দেহ কামাইয়া।
পুরস্কার দিব আশা পুরাইয়া॥
নাপিতিনী কহে ফেরতা বেলায়—।
কামাইয়া, নাম কহিব তোমায়॥
এখন সময় হবে না আমার।
কামানের কাল হএগাছে রাধার॥
ভানুর-নন্দিনী আয়ান-গৃহিণী।
অলপ কসুরে হয়েন রাগিনী॥
নানান্ প্রকারে করে তিরস্কার।
মান করি কথা নাহি কহে আর॥
"সহেতু-নির্হেতু" যেই দুই মান।
রাধার শরীরে সদা বর্ত্তমান॥
রাগিণী-মানিনী রাধার সমান।
রমণী-কুলেতে নাহি হেরি আন॥
রাগিণী হইলে থির করা ভার।
কত আর কব বেভার তাঁহার॥

মানেতে বসিলে এত ভার হয়।
ধরণী সে ভার সহিতে নারয়॥
হেন কহি ধনী যাবটাভিমুখে—।
গমন করয়ে আপনার সুখে॥
মুচকি হাসিয়া পাছুদিকে চায়।
নয়ন চালিয়া মোহয়ে সবায়॥
নাপিতিনী সাজি মদন-মোহন।
মোহিয়া সবায় করেন গমন॥
যাঁর মায়া নাচে ভুবন নাচয়।
মায়া নাপিতিনী সে জন সাজয়॥
শ্রীরাধার প্রেমে যাই বলিহারী।
নাপিতিনী সাজ সাজল মুরারী॥
যাবটে যাইয়া রাধার মহলে—।
প্রবেশ করিয়া হাসি হাসি বলে॥
আমি নাপিতিনী রঞ্জনকারিণী।
কোথায় আছেন রাই-বিনোদিনী॥
সখীরা জিজ্ঞাসে কোথা তুয়া ঘর।
নাপিতিনী কহে কুশীর ভিতর॥
সখীগণ কহে কুশী কোন ঠাঁই।
নাপিতিনী কহে তাহা জানা নাই॥
সখীরা কহয়ে জানিব কেমনে।
নাপিতিনী কহে কুশী বৃন্দাবনে॥

বৃন্দাবন মাঝে কুশী শোভা পায়।
কুশীর বারতা কহিনু সবায়॥
ললিতা কহয়ে কোথা কার ঘরে।
কামাইয়া থাক কহ ঠিক করে॥
নাপিতিনী কহে মথুরা নগরে।
কামাইয়া থাকি অনেকের ঘরে॥
রসবতী যত মথুরা নাগরী।
মো-পাশে কামায় সমাদর করি॥
আমার নিকট কামাইল যারা।
আর কার কাছে না কামায় তারা॥
মথুরা নাগরী আমার দর্শনে।
আনন্দ সাগরে হয় নিমগনে॥
নাপিতিনী বাণী শ্রবণ করিয়া।
বিশাখা কহয়ে মধুর হাসিয়া॥
ওগো নাপিতিনি! কি নাম তোমার?
কেন বা করিছ এত অহঙ্কার॥
নাপিতিনী কহে "শ্যামা" মোর নাম।
কামাইয়া দেখ! দেখ! মরু ঠাম॥
মিছা অহঙ্কার আমি নাহি করি।
বারেক কামায়ে দেখ লো সুন্দরি!॥
মরু পাশ নখরঞ্জনী ধরিতে।
কেহ নাহি পারে এই অবনীতে॥

নখ-পা রঙ্গাতে কেহ মোর কাছে— ।
নাহিক পারয়ে বুঝিবেক পাছে ॥
মোর গুণ জানে পুরনারীগণ ।
দেখিতে এলাম তোমরা কেমন ॥
নাপিতিনী বাণী করিয়া শ্রবণে ।
হাসিয়া কহয়ে সুচিত্রা তখনে ॥
কাজের আগেতে এত "বরাং" মিছে ।
কাজ সারি "বরাং" করিহ লো ! পিছে ।
বচনে অনেক—কাজেতে বিরল— ।
মানুষ মিলয়ে দেখিয়ে কেবল ॥
কিশোরী কহেন কি কাজ কথায় ।
কামাইলে জানা যাইবে উহায় ॥
এস নাপিতিনি ! কামাও আমায় ।
নানা পুরস্কার দিবলো ! তোমায় ॥
তবে নাপিতিনী পেচেটি রাখিয়া ।
নখররঞ্জনী করেতে ধরিয়া— ॥
নখকুনী চাঁচে আনন্দ হিয়ায় ।
কিশোরী তখন কহেন তাঁহায় ॥
ওগো নাপিতিনি ! তুয়া হাত যাহা ।
কুনী চাঁচা কাজে জানা গেল তাহা ॥
হেন মত কুনী কোন নাপিতিনী ।
তুলিবারে নারে নাপিত গৃহিনি ! ॥

তবে নাপিতিনী রাই পদ ধরি।
যতনে রাখি স্ব-হাঁটুর উপরি॥
মাষতোলা লঞা মাষ তুলিবারে—
নিরখে চরণতল একাধারে॥
তবে ত হাসিয়া নাপিতিনী কয়।
তুয়া পদতলে মাষ না বাড়য়॥
কমল জিনিয়া অতি সু-কোমল।
কিশোরি! তোমার চরণের তল॥
এতেক কহিয়া নাপিতিনী শ্যামা।
করে লঞা বালি-পিণ্ডাকার ঝামা॥
চরণে জীবন করিয়া প্রদান।
ঝামা ঘসে ধীরে নাপিতিনী কাণ॥
কিছুক্ষণ ঝামা ঘসি পদতলে।
আলতা পরাণ রস কুতূহলে॥
আলতা পরাঞা বিদগধ-শ্যাম।
পদাঙ্ক সকল হেরে অবিরাম॥
পদাঙ্ক হেরিয়া আনন্দে কহয়।
এ হেন পদাঙ্ক কার বা আছয়॥
মহালক্ষ্মী বিনু পদাঙ্ক এমন।
কভু নাহি হয়,—করিনু শ্রবণ॥
রাই কহে তুমি পদাঙ্ক চিন কি?।
নাপিতিনী কহে চিনি রাজার ঝি!।

ইহা শুনি রাই সখীগণে কহে।
এই নাপিতিনী সামান্যা ত নহে॥
তবে নাপিতিনী রাই পদতলে।
নিজ নাম লিখে ভাব-কুতূহলে॥
প্যারী কহে কিবা লিখ পদতলে।
স্ব-নাম লিখিনু নাপিতিনী বলে॥
রাই কন তাহে কিবা প্রয়োজন।
নাপিতিনী কয় থাকিবে স্মরণ॥
রাই কহে জল পদে দিলে পর।
নাম না রহিবে,—করিনু গোচর॥
নাপিতিনী কহে মোর লেখা নাম।
কভু না উঠিব,—কহি তুয়া ঠাম॥
কিশোরী কহেন কেমন লিখন।
জলে না উঠিবে করিলে মার্জ্জন॥
নাপিতিনী কন মাজিবেক যত।
এ নামের শোভা বাড়িবেক তত॥
শ্রীমতী কহেন কি নাম এমন।
বারেক আমারে করাও শ্রবণ॥
নাপিতিনী কহে "কৃষ্ণ" নাম যাহা।
তুয়া পদতলে লিখিয়াছি তাহা॥
কিশোরী কহেন করিলে কি কাজ।
অভাগীর শিরে নিখেপিলে বাজ॥

মুছ ! মুছ ! নাম দিয়া সিক্তাম্বর।
ক্ষণকাল আর বিলম্ব না কর ॥
যাঁর নাম তুমি লিখিয়াছ পদে।
সে মোর জীবন বিপদ সম্পদে ॥
নাপিতিনী কন ভালই হইল।
সে জন তোমার চরণে রহিল ॥
রাই কহে সে ত চরণের নয়।
হৃদয়ের ধন প্রাণাধিক হয় ॥
নাপিতিনী কহে দেহ পুরস্কার।
তবে ত নামটি মুছিব তাহার ॥
রাই কহে কিবা পুরস্কার বল।
নাপিতিনী কহে চরণ-যুগল ॥
রাই কন একি চাহ পুরস্কার।
নাপিতিনী কন কিছু নহে আর ॥
এতেক কহিয়া তুলিয়া চরণ—।
বুকের মাঝারে করল ধারণ ॥
ওগো রাধে ! আমি তোমার কারণ
নাপিতিনী বেশ করিনু ধারণ ॥
হেন শুনি রাই ঘোমটা টানিয়া—
ঘরের ভিতর যায়েন চলিয়া ॥
নাপিতিনী শ্যাম পাছু পাছু ধায়।
প্রিয়সখীগণ লাজেতে লুকায় ॥

ঘরের ভিতর যাইয়া নাগর।
মদনে মাতিয়া ধরে রাই কর॥
রাই কন নাথ! একি হেরি কাজ।
অসময়ে ইহা নহে রসরাজ!॥
মাতোয়াল শ্যাম হাসিয়া কহয়।
এ মিলনে নাহি সময়াসময়॥
এত কহি কানু লাইয়া রাধায়।
উঠিয়া বৈঠল পর্য্যঙ্ক শয্যায়॥
রসের বিধানে রসিক নাগর।
রাই সনে ক্রীড়া করে মনোহর॥
সে ক্রীড়া দর্শনে মনোজ-মদন।
বৃন্দাবন ছাড়ি করে পলায়ন॥
রাধারে ধরিয়া মন্মথ-মথন।
স্বরত স্বভাবে করেন রমণ॥
অপ্রাকৃত রতি ইহারে কহয়।
বহির্মুখে যাহা বুঝিতে নারয়॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সম্মিলন যেই।
মধুর-মিলন জানিবেক সেই॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সম্মিলন শোভা।
রসিক ভক্তের মন-প্রাণ-লোভা॥
বিধি-বেদাতীত মধুর মিলন।
কার শক্তি তাহা করিবে বর্ণন॥

শ্রীগুরুর কৃপা যাহার উপর।
ঐছে রস তার সদাই গোচর॥
শ্রীগুরু-জাহ্নবী-শ্রীরাম চরণ—।
ভুবনে যাঁহার সরবস ধন॥
সেই দীননাথ প্রভুর নন্দন।
এ বিপিন গায় "মধুর-মিলন"॥ ১২॥

মনের প্রতি।

নাপিতিনী সম্মিলন মুহূর্ত্তৈকাদশে।
ওরে মনঃ! অনুদিন স্মরহ সরসে॥

শ্রীনটিনী-মিলন।

তদ্রুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

নটিনীরূপমালোক্য যো দেবো স্বপ্রিয়ান্তিকম্।
বিলপৎ পূর্ব্বভাবেন তং গৌরাঙ্গং ভজামহে॥ ১৩॥

রাগঃ।

জয়রে! জয়রে! গোরা।
নাগরী হৃদয় চোরা॥ ধ্রুঃ॥

ভুবন সুন্দর, রসিক প্রবর,
চৌষট্টী রসেতে ভোরা।
মদন-গঞ্জন, রমণী-রঞ্জন,
বিদুষ গঞ্জন সোঢ়া॥

কলা বিমণ্ডিত, মণ্ডিত পণ্ডিত,
ভকত রকত লেহ।
ভুবন পাবন, সদানন্দ ঘন,
প্রকৃতি অতীত দেহ॥
শ্রীশচী-নন্দন, শ্রীরমা-রমণ,
সরব শরণ সুর।
তরুণ অরুণ, করুণ বরুণ,
পাষণ্ড দরপ চূর॥
বাহির অন্তর, ভাব নিরন্তর,
ভকত-ভাবুক রাজ।
ধরম করম, শরম মরম,—
ভাবকাধ্যাপন কাজ॥
পিরীতি সুরিতি, সুবিদিত নিতি,
হরিনাম-প্রেম দাতা।
ভুবন বন্দিত, পিরীতি মণ্ডিত,
সরব ভুবন-পাতা॥
মায়া রসায়ন, প্রসন্ন নয়ন,
পিরীতি মূরতি বীর।
গুণত্রয় ধৃত, সর্ব্বকাল পূত,
হরিপ্রেম-রস বীর॥

এমন গৌরাঙ্গ রায়।

গদাধর সনে, কৃষ্ণ আলাপনে,
সুরধুনী তীরে যায় ॥ ধ্রুঃ ॥
পথেতে দেখয়ে, নটিনী নাচয়ে,
স-সঙ্গীত নানা তালে।
অভিনব গোরা, ভাবে হঞা ভোরা,
দুই কর দিয়া গালে— ॥
গদাধরে কন, কর দরশন,
বিদগধ-শ্যামরায়।
পূরাইতে আশ, কিশোরীর বাস,
নটিনী সাজিয়া যায় ॥
ললিত-ত্রিভঙ্গ, জানে কত রঙ্গ,
কহনে না যায় তাহা।
গোকুল মোহিয়া, যাইছে গাতিয়া,
সরম না করে কাঁহা ॥
যেমন মাধুরী, তেমনি চাতুরী,
জানয়ে নাগর শ্যাম।
শ্যামের সঙ্গতি, না পেল মো মতি,
কিবা কব বিধি বাম ॥
গোরার বচন, করিয়া শ্রবণ,
হাসি কহে গদাধর।
ওহে বিশ্বম্ভর !, এ ভাব সম্বর,
চলহ আপন ঘর ॥

গোরাচাঁদ কয়, ঘর কোথা হয়,
তাহা না বুঝিতে পারি।
শুনিবারে তাই, বাসনা সদাই,
কহ সুর-দাপ-হারি! ॥
কহয়ে গদাই, ভুলিলে নিমাই!,
ঘর কোথা তুয়া হয়।
তুয়া ঘর যেথা, কেবা যায় সেথা,
গ্রহগতি তথা নয় ॥
সেথায় প্রকৃতি, সদাই বিকৃতি,
কত বা কহিব আর।
কেন বা আমায়, ছল গোরারায়!,
জানি তুয়া ব্যবহার ॥
এ বিপিন দাসে, কাতরেতে ভাসে,
দেব গদাধর পাশে।
ওহে গদাধর!, মোরে কৃপা কর,
পূরাও মনের আশে ॥ ১৩ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

নটিনীরূপমাধৃত্য যোগচ্ছেদ্রাধিকান্তিকম্।
বল্লবীকুলশ্রেষ্ঠং তং শ্রীকৃষ্ণং সমুপাস্মহে ॥ ১৩ ॥

চিত্র রাগ।

দেখ! দেখ! অপরূপ শোভা।
"নটিনী" সাজল শ্যাম মনোলোভা ॥ ধ্রুঃ ॥

যার মায়া নাটে ভুবন নাচয়।
সে আজ নাচিতে নটিনী সাজয়॥
মিলিবারে রাই রাজার ঝিয়ারি।
নটিনী সাজল রসিক-মুরারী॥
রাধিকার প্রেমে যাই বলিহারি।
দেখ গো! কি করে গোকুল-বিহারী॥
কিবা প্রেম সেই নবীনা-রাধার।
যাহার লাগিয়া শ্রীনন্দ-কুমার—॥
নটিনী সাজিয়া বিকাল বেলায়।
রাধার ভবনে নাচি নাচি যায়॥
ধড়া-চূড়া-লাঠি-মুরলী রসাল।
সখা পাশ রাখি মদন-গোপাল॥
যাবক বরণ স্ব-চীন বসনে—।
ঘাগরা বানাঞা পরল যতনে॥
চেলখণ্ডে করি উরোজ পীবর।
উরসি বাঁধল গিরিবর ধর॥
কারুকৃত চারু পলাশ বরণ।
কাঁচুলি যতনে করল ধারণ॥
কুটাল কুন্তলে বেণী বিনাইয়া—।
কবরী বাঁধল হরিষ হইয়া॥
কবরীর ছাঁদ হেরিয়া কানড়।
লাজে লুকাওল মহীরুহোপর॥

কবরী উপরে ফুল জাল-মালা।
রাই প্রেমভরে জরাওল কালা॥
হেম নিরমিত কুসুম সুন্দর।
লাগাওল শ্যাম তাহার উপর॥
সুগন্ধ কুম্‌কুম মাখল বদনে।
ভালে হেমসিঁথি বাঁধল যতনে॥
কাণে কাণবালা, মকর কুণ্ডল—।
ঝুমকা প্রভৃতি ভূষণ বিমল—॥
পরল নাগর ধরি দরপণ।
হেরিয়া সুবল হাসে ঘন ঘন॥
চিক-চাঁদমালা-মুকুতার হার।
গলায় পরল শ্রীনন্দ-কুমার॥
হাতে হেমবালা, চূড়ি মনোহর—।
নারিকেল ফুল, কঙ্কণ সুন্দর—॥
অঙ্গদ প্রভৃতি যতেক ভূষণ।
অনুরাগে শ্যাম করল-ধারণ॥
কটিতে মেখলা, চরণে ঘুঙ্গুর—।
পরল হরিষে কেলীকলা সুর॥
তবে ত নাগর কিংশুক বরণ—।
সু-চীন উড়ানী করল ধারণ॥
নাসায় তিলক রচল যতনে।
দেখিয়া সুবল কহল তখনে॥

ভাল ত নটিনী সাজিলে কানাই !
এস তুয়া পদে আলতা পরাই ॥
এতেক কহিয়া সুবল তখন।
যাবক পরায় মনের মতন ॥
করতাল-গোপীযন্ত্র লঞা তবে।
পৌর্ণমাসী আসি কহেন কেশবে ॥
ধর ? ধর ? শ্যাম ! এ যন্ত্র যুগল।
তবে ত গাইবে কিশোরী মঙ্গল ॥
যন্ত্র পাঞা শ্যাম-নাগর তখন।
আনন্দ সাগরে হইয়া মগন— ॥
মনে ভাবে এই যন্ত্র সহকারে।
প্রিয়া গুণ দেবী গান অনিবারে ॥
তবে শ্যাম রাই চরণ ভাবিয়া।
বামপদ আগে দেন বাড়াইয়া ॥
সুবল কহয়ে সাবধানে যাও।
দক্ষিণ চরণ আগে না বাড়াও ॥
আগে বাড়াইলে দক্ষিণ চরণ।
ধরিবে তোমায় ব্রজবাসীগণ ॥
সখা মুখ চাহি কহে শ্যামরায়।
কিছু ভয় নাই,—কহিনু তোমায় ॥
ধরা নাহি দিলে মোরে ধরিবারে—
কভু কেহ নাহি পারয়ে সংসারে ॥

এত কহি শ্যাম গজেন্দ্র গমনে— ।
উত্তরিলা গিয়া রাধার ভবনে ॥
নটিনীরে হেরি কন বিনোদিনী ।
কোথা হোতে এথা আইলা নটিনি ! ॥
নটিনী কহয়ে মথুরা হইতে ।
আইনু এথায় নাচিতে-গাইতে ॥
নন্দরাজ গৃহে নাচিনু-গাইনু ।
তথায় অনেক শিরপা পাইনু ॥
তোমার ভবনে নাচিয়া গাইয়া ।
চলিয়া যাইব শিরপা লইয়া ॥
রাই কহে দিয়া করতালে তাল— ।
গান কর আগে ঠিক রাখি তাল ॥
বেতাল-বিরস গান যদি হয় ।
শিরপা না দিব কহিনু নিশ্চয় ॥
রাই আজ্ঞা পাঞা নটিনী তখন ।
গান করে তাঁর মনের মতন ॥
"সখা ভঙ্গ দিলে মঝু রঙ্গরসে ।
কতদিন রবে প্রেম আত্মবশে ॥"
হেনমত নানা সঙ্গীত শুনিয়া ।
শ্রীমতী কহেন মধুর হাসিয়া— ॥
তুয়া গান শুনি জুড়াল শ্রবণ ।
গোপীযন্ত্র তালে নাচ লো এখন ॥

কিশোরীর বাণী শুনিয়া তখন।
নটিনী নাচয়ে ঘুরায়ে নয়ন ॥
খেম্‌টা, কয়ালী, পোস্ত, ঝাঁপতালে।
আড়াঠেকা, ঠুংরি, ধ্রুপদ চৌতালে—
নাচিয়া নটিনী শ্রীমতীরে কয়।
শিরপা করহ যাহা মনে লয় ॥
শ্রীমতী কহেন মনের মতন—।
শিরপা তোমারে করিব অর্পণ ॥
জতের তালেতে কপোত লুঠনে।
নাচলো নটিনি! করি দরশনে ॥
নটিনী কহয়ে নাচাবে যেমন।
তেমনি নাচিব তোমার সদন ॥
শিরপা প্রদানে না হও কাতর।
নিবেদিনু এই যুড়ি দুই কর ॥
তবে ত নটিনী বসিয়া অঙ্গনে।
জতেতে নাচয়ে কপোত লুঠনে ॥
কভু বা ছেব্‌কা তালেতে নাচয়।
হেরিয়া কিশোরী সাধু! সাধু! কয় ॥
তবে ত কহয়ে প্রিয়সখী গণ।
হেন নাচ নাহি করি দরশন ॥
কিশোরী কহেন বলিহারি যাই।
এমন লুঠন কভু দেখি নাই ॥

লুঠিতে লুঠিতে নটিনী স্ব-শিরে।
শ্রীরাধা-চরণ পরশয়ে ধীরে॥
বিনোদিনী কন রঙ্গিনী নটিনি!।
নৃত্যশিক্ষা দেহ করিয়া সঙ্গিনী॥
নটিনী কহেন যে নাচ শিখিবে।
সে নাচ নাচিলে আপনি হইবে॥
ওগো তাণ্ডবিনি! তাণ্ডব তোমায়—।
শিখাইবে হেন না হেরি ধরায়॥
মোরে শিখাইলে শিখাইতে পার।
তুয়া পাশ মিছা বড়াই আমার॥
যবে দুইজনে লঞা সখীগণে।
নগরে নগরে করিব নর্ত্তনে॥
সে দিন বাসনা হইবে পূরণ।
তুয়া পদে এই করি নিবেদন॥
ইহা শুনি হাসি বিনোদিনী কয়।
নটিনি! তোমার ঘর কোথা হয়?॥
নটিনী কহয়ে থাকি মথুরায়।
"শ্যামাঙ্গিনী" নাম কহিনু তোমায়॥
ওগো বিনোদিনি! শিরপা অর্পণে।
বিলম্ব না কর করি নিবেদনে॥
শ্রীমতী কহেন শিরপা কি চাও?।
নটিনী কহেন মো শিরে পা দাও?॥

"দেহি পদপল্লব মুদারং।" ও শ্রীরাধে ! ॥

শিরপা তোমারে করিব অর্পণে।
আগে কহিয়াছ আপন বদনে ॥
কিশোরী কহেন শিরপা অর্থেতে।
পুরস্কার কহে শবদ শাস্ত্রেতে ॥
নটিনী নাগর কহে তাহা নয়।
মোর অভিধানে "শিরে পা" লিখয় ॥
রাই কহে সেই অভিধান নাম।
শুনিবারে চাই,—কহ মঝু ঠাম ॥
শ্যাম কহে সেই অভিধানাখ্যান।
মানিনি ! তোমার সে দিনের মান ॥
নাগরী তখন বুঝিলা অন্তরে।
এ নয় নটিনী নাথ এল ঘরে ॥
তথাপি রসের বিলাস কারণে।
পুছিতে লাগিলা স্মিত হাস্যাননে ॥
তুয়া শিক্ষাগুরু কোন্‌জন হন।
কহগো নটিনি ! করিব শ্রবণ ॥
শ্যাম কহে মোর শিক্ষাগুরু যিনি।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে কথা কন তিনি ॥
সঙ্গীতাদি আমি শিখিয়াছি যত।
সকলি ত সেই আছে অবগত ॥

গুরু হঞা চাহ গুরু জানিবারে।
এ কোন বিচার কহিবে আমারে ॥
গুরুর উচিত শিরপা প্রদান।
নতুবা শিষ্যের কিসে হবে ত্রাণ ॥
নটিনীর বাণী শুনিয়া শ্রবণে।
সখীগণ লাজে করে পলায়নে ॥
নাগর তখন স্ব-যন্ত্র ফেলিয়া।
স্ব-যন্ত্র ধরেন মদনে মাতিয়া ॥
মদন মথন লোকে যাঁরে কয়।
রাই লাগি তিঁহ মদনে মাতয় ॥
বলিহারি যাই শ্রীমতী রাধায়।
মদন মোহনে মদনে মাতায় ॥
নাহি জানি রাই কত গুণ ধরে।
মন্মথ মথনে বিমথন করে ॥
রাই কহে বঁধো! কি কর? কি কর?
এখনি ননদী আসিবে এ ঘর ॥
বিকাল বেলায় এ হেন করমে।
ধরম না সয়ে?—লাগয়ে সরমে ॥
পুরুষ জাতির নাহি ভয় লাজ।
ছাড়? ছাড়? ছাড়? ছাড়? রসরাজ! ॥
এতেক শুনিয়া নাগর তখন—।
রাধার চিবুক করিয়া ধারণ— ॥

হাসি হাসি কন নন্দিনী ভয়।
তোমার আমার কাছে না আসয়॥
তোমায় আমায় ভয় ভয় করে।
তবে কেন ভয় করিছ অন্তরে॥
তোমার আমার কুহুকে সবাই।
বিমোহিত হয় প্রাণাধিকে রাই!॥
তোমার আমার অভাব যেথায়।
ধরম-করম-লাজাদি সেথায়॥
তোমার যুগল-চরণ শরণ—।
বিনু নাহি আন জানে মঝু মন॥
ধরমাধরম কিছু নাহি জানি।
তোমার চরণ সার,—এই মানি॥
তোমার ভজন তোমার পূজন।
তুয়া নাম-মন্ত্র জপি সর্ব্বক্ষণ॥
তোমা বিনু আর কেহ মোর নাই।
শপথ করিয়া কনু তুয়া ঠাঁই॥
তুমি মোর বল তুমি ত সম্বল।
তুমি যে আমার পিপাসার জল॥
এতেক কহিয়া নটিনী-নাগর।
চুম্বন করেন রাধার অধর॥
তবে ত কিশোরী লইয়া নাগরে—।
প্রবেশ করেন মন্দির ভিতরে॥

মোহিনী শয্যায় বসি দুইজনে।
নানারূপে করে রস আস্বাদনে॥
অবশেষে রাই বঁধুর চরণে।
কাঁদিতে কাঁদিতে করে নিবেদনে॥
"নাথ হে! কি আর বলিব তোমায়।
শ্রীচরণে ঠাঁই দিও হে আমায়॥
তোমার রাতুল যুগল-চরণ।
অভাগী রাধার সরবস ধন॥
ধরম-করম কিছু নাহি জানি।
তোমার চরণ সার,—এই মানি॥
তোমার চরণ সেবিবার তরে—।
কুল-মান আদি দিনু দূর করে॥
একুলে-সেকুলে তোমার চরণ—।
আমার ভজন-পূজন-শরণ॥
বঁধো হে! কি আর বলিব তোমায়।
শ্রীচরণ ছাড়া করোনা আমায়॥"
নটিনী-মিলন রসের সাগর।
যাহে ডুবি রহে ভকত মকর॥
বিশুদ্ধ-রসিক ভকত মকরে—।
বিহার করেন এ রস সাগরে॥
শ্রীবংশীবদন রাম অবতারে—।
দেখাইলা এই রস পারাবারে॥

শ্রীবংশী চরণ করিয়া শরণ।
এ বিপিন গায় "নটিনী-মিলন॥" ১৩॥

মনের প্রতি।

দ্বাদশ মুহূর্ত্তকালে নটিনী-মিলন।
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ॥ ১৩॥

শ্রীবেণেনী-মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

বিলোক্য বেণেনীরূপং পূর্ব্বভাবেন বিহ্বলঃ।
যো দেবো স্বপ্রিয়াগ্রে চ তং গৌরং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ ১৪॥

রাগঃ।

জয় জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।
ভুবন-পাবন ভকত-জীবন॥
নাম-প্রেমদাতা বিধির বিধাতা।
পাপীজন-ত্রাতা নিজগণ পাতা॥
ভুবন-বন্দিত মণ্ডিত পণ্ডিত।
ত্রিলোক-পূজিত গুণ-বিভূষিত॥
নাগরী-রঞ্জন গরবী-গঞ্জন।
নয়ন-রঞ্জন শশাঙ্ক লাঞ্ছন॥
পাষণ্ড-দলন বিশ্ব-বিমোহন।
তরুণ তারণ অরুণ বরণ॥

পরম করুণ রসদ রসন।
ভয় নিবারণ সরব কারণ ॥
বিদ্যা বিনোদন কাম নিরসন।
পিরীতি অয়ন দুঃখ নিবারণ ॥
ত্রিতাপ-হরণ মদন দলন।
প্রসন্ন নয়ন নিত্যানন্দঘন ॥
শ্রীপরমেশ্বর ভুবন সুন্দর।
নাগরী নাগর দেব বিশ্বম্ভর ॥
সরব গোচর প্রসন্ন অন্তর।
রসিক প্রবর প্রেম-সুধাকর ॥
ভকত রকত ভাবুক ভকত।
সুরত সুরত বিরাগ বিরত ॥
সুরত পণ্ডিত নয় বিমণ্ডিত।
গীর্ব্বাণ মণ্ডিত গীর্ব্বাণ বন্দিত ॥
অবিদ্যা মোচন জগত তারণ।
শ্রীরমা রমণ ত্রিলোকমোহন ॥
প্রেমময় তার প্রেম পারাবার।
অপ্রাকৃত মার ভক্তকণ্ঠহার ॥

এমন গৌরাঙ্গ রায়।
বসি গদাধর সনে, করে কৃষ্ণ আলাপনে,
হেনকালে বণিকিনী ধায় ॥ ধ্রুঃ ॥

মসলার ডালি কাঁকে, দুয়ারে দুয়ারে হাঁকে,
মসলা কি লইবে গৃহিণি ! ।
রন্ধন মসলা যত, আনিয়াছি মনোমত,
পানের মসলা বিনোদিনি ! ॥
বণিকিনী হেরি গোরা, পূর্ব্বভাবে হঞা ভোরা,
কন প্রিয় গদাধর পাশে ।
দেখ ! দেখ ! প্রেমধাম, বণিকিনী সাজি শ্যাম,
যাইছেন জটিলার বাসে ॥
পূরাইতে অভিলাষ, মিলিবেন রাই পাশ,
জটিলা মোহিয়া নানা ছলে ।
মসলার ডালি কাঁকে, গোপের দুয়ারে ডাকে,
লহ লহ মসলা সকলে ॥
হেন কহি গৌরহরি, ধরণী উপরে পড়ি,
ভাসে দুই নয়নের নীরে ।
বদনে বলেন হরে !, মোরে লহ সঙ্গে করে,
ডালাখানি তুলি দেহ শিরে ॥
তবে দেব গদাধর, ধরিয়া গৌরাঙ্গ কর,
উঠাঞা বসান হাস্থানেনে ।
কন ওহে বিশ্বম্ভর !, কি কর কি কর কর,
এভাব করহ সম্বরণে ॥
বাতুল কহিবে সবে, মো প্রাণে তাহা না সবে,
হাসিতেছে অবিদগ্ধ গণে ॥

শুনি গদাধর বাণী, শিরে সব্যঙ্কর হানি,
কন গোরা মধুর বচনে॥
দুঃখের নাহিক ওর, গোপীর বসন-চোর,
শ্যাম মোরে করিয়া বর্জ্জন।
বণিকিনী সাজি রঙ্গে, বুদ্ধিদূতী করি সঙ্গে,
যাবটেতে করিছে গমন॥
হেনকালে নিত্যানন্দ, পরম আনন্দস্কন্ধ,
তথা আসি দিলা দরশনে।
নিত্যানন্দে হেরি গোরা, হইয়া স্বভাব চোরা,
লাজবারে হইয়া মগনে— ॥
মধুর হাসিয়া কন, কর দেব! দরশন,
বেণেনী সাজিয়া শ্যামরায়।
মসলা লইয়া সুখে, যান যাবটাভিমুখে,
নানা ছলে মোহিয়া সবায়॥
শুনি নিত্যানন্দ কহে, এত বৃন্দাবন নহে,
এত নয় সেই বণিকিনী।
নয়নে হেরিলে যায়, চিনিতে কি নার তায়,
এ যে সেই বেণেনী "রঙ্গিনী"॥
এর পতি গুণরাজ, কোলের বাজার মাঝ,
মসলার দিয়াছে দোকান।
রঙ্গিনী রঙ্গিনী ঠামে, বিকাল বেলায় গ্রামে,
নিতি পাড়া করিয়া বেড়ান॥

ইহারে হেরিয়া হেন,— উদ্দীপন ভাব কেন,
ত্বরা করি থির কর মন।
হেন শুনি গোরা রায়, নিত্যানন্দ মুখে চায়,
ভাব-রসে হইয়া মগন ॥
তবে কন গদাধর, উঠ উঠ বিশ্বম্ভর !,
চল চল আপন ভবন।
এ বিপিন দাসে গায়, ভাবুকের ভাব চয়,
সহজে কি হয় সংগোপন ॥ ১৪ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

বণিক্‌পত্নীরূপং ধৃত্বা যো গচ্ছেৎ স্বপ্রিয়ান্তিকম্।
নায়কানাং শিরোরত্নং তং গোবিন্দং ভজামহে ॥ ১৪ ॥

চিত্র রাগ।

দেখ রে ! মাধুরী নয়ন-রঞ্জন।
"বেণেনী" সাজল শ্রীনন্দ-নন্দন ॥ ধ্রুঃ ॥
ধড়া পরিহরি লোহিত বরণ—।
রাগের ঘাগড়ী কটিতে পিন্ধন ॥
ভুবন-মোহন সুগন্ধ শ্রীঅঙ্গে—।
মর্দ্দন করল রসিক সুরঙ্গে ॥
বুকেতে কাঁচুলী কাঞ্চন বরণ—।
প্রণয়ের ভরে করল বন্ধন ॥

চূড়া পরিহরি বেণী বিনাইয়া—।
কবরী বাঁধল ফুলদাম দিয়া ॥
প্রেমাঞ্জন কিবা পরল নয়নে।
অধর রঞ্জিলা স্ব-ভাব মঞ্জনে ॥
সু-তাম্বূল রাগ তাহাতে শোভিত।
হেরিয়া কিংশুক লাজে নিপতিত ॥
কুন্দ দলাকার সৌভাগ্য শোভন—।
তিলক রচল ধরি দরপণ ॥
চাঁদ চিক হার পরল গলায়।
মোহন কুণ্ডল কাণে শোভা পায় ॥
দুই গণ্ডে কিবা লাল ভূতি শোভা।
শ্রবণ-গহ্বরে গন্ধতূল লোভা ॥
বলয় অঙ্গদ-তাবিচাভরণ—।
করে লাগাওল গোকুল-মোহন ॥
কটিতে কাঞ্চন কাঞ্চী অভরণ—।
নিতম্ব বেড়িয়া কওল ধারণ ॥
লোহিত বরণ উড়ানী চিকণ—।
অঙ্গে লাগাওল মুরলী বদন ॥
মুরলী রাখিয়া সুবলের পাশে।
দরপণ ধরি মৃদু-মৃদু হাসে ॥
তবে পৌর্ণমাসী মসলার ডালি—।
আনিয়া কহেন ওহে বনমালি! ॥

"বেণেনী" সাজিয়া যাবটেতে যাও।
দেখ ?—পথে যেন লোক না হাসাও
এতেক কহিয়া মসলার ডালি।
শ্যাম বাম কাঁকে দিলা শ্যাম আলি॥
সুবল মুচকি হাসিয়া কহিল।
"তাঁ" লাগি বেণেনী সাজিতে হইল॥
পিরীতির বশ যেই জন হয়।
নানাভাব সেই মুহূর্ত্তে ধরয়॥
পৌর্ণমাসী কন কি বল সুবল!।
আপন গরজে কেবা না বিহ্বল॥
গরজে গেয়ান কার নাহি রয়।
"গরজ বালাই" তেঞিও লোকে কয়॥
দেবীর বচন করিয়া শ্রবণ।
মৃদু হাসি কন শ্যাম-নবঘন॥
কেন দেবি! মোরে কর পরিহাস।
আশীষ করহ পূরে যেন আশ॥
এতেক কহিয়া মদন মোহন।
রাই রূপ ভাবি করেন গমন॥
বামপদ আগে বাড়াইয়া কয়।
হে রাধে! আমারে হইও সদয়॥
পৌর্ণমাসী কন পদ বিপর্য্যয়—।
পথমাঝে যেন কভু নাহি হয়॥

পদ বিপর্য্যয় ঘটয়ে যাহার।
অতি অমঙ্গল জানিবে তাহার॥
শ্যাম কন দেবি! পদ বিপর্য্যয়—।
কোন কালে মোর কভু নাহি হয়॥
আমার পদের বিপর্য্যয় যথা।
সব অন্ধকার জানিবেক তথা॥
সদা অমঙ্গল ঘটে সেইখানে।
প্রকাশিয়া এই কনু ভুয়া থানে॥
মোর পদ ঠিক একভাবে রয়।
তেঞিও মঝু পদে "পরংপদ" কয়॥
পৌর্ণমাসী কন জানি হে কানাই!।
তোমার মুখেতে বড়াই সদাই॥
গরুর রাখাল যেই জন হয়।
"বড়াই" তাহার এত ভাল নয়॥
মরি! মরি! নরলীলার মাধুরী।
তত্ত্ব ঢাকে দেবী করিয়া চাতুরী॥
শ্যাম কন দেবি! যা বল তা বল॥
যাই সেথা যেন হয় সুমঙ্গল॥
এত কহি শ্যাম যাবটাভিমুখে—।
গজেন্দ্র গমনে যান নিজ সুখে॥
মাঝে মাঝে কন মসলা কি চাই।
যাহা চাবে তাহা পাবে মঝু ঠাঁই॥

কোন গোপী দ্বারে আসিয়া কহয়।
এলাচি কি পণে করিছ বিক্রয়॥
বণিকিনী কহে এলাচির পণ।
শুনিলে জ্বলিয়া উঠিবেক মন॥
এলাচির মন শতমুদ্রা হয়।
শুনিয়া গোপিনী কথা নাহি কয়॥
বেণেনী কহয়ে এলাচ কিনিতে—।
যে সাধ তোমার হয়েছিল চিতে॥
মন পণ তার করিয়া শ্রবণ।
সে সাধ অন্তরে হইল গোপন॥
এতেক কহিয়া বণিকিনী-হরি।
চন্দ্রাবলী দ্বারে যান ত্বরা করি॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কন বার বার।
মসলা লইতে বাসনা যাহার॥
আমার নিকটে আসুক সে জন।
মসলা পাইবে মনের মতন॥
বণিকিনী বাণী করিয়া শ্রবণে।
চন্দ্রাবলী কন প্রিয় সখীগণে॥
বেণেনীরে এথা আনহ ডাকিয়া।
মসলা লইব নয়নে হেরিয়া॥
চন্দ্রার আদেশ করিয়া শ্রবণ।
দুয়ারে যাইয়া প্রিয়সখীগণ॥

বেণেনীরে কহে ওগো বণিকিনি ! ।
মসলা লইবে মোদের গৃহিণী ॥
ত্বরা করি এস ভবন মাঝার ।
দ্বারেতে গমন না হবে তাঁহার ॥
তবে ত বেণেনী সখীগণ সনে— ।
উতরিলা চন্দ্রাবলির সদনে ॥
বণিকিনী হেরি চন্দ্রাবলী কয় ।
তুয়া পাশ কি কি মসলা আছয় ॥
বেণেনী কহয়ে চাহিবে যাহাই ।
আমার নিকটে পাইবে তাহাই ॥
চন্দ্রাবলী কহে গুর্জ্জরী এলালি— ।
ভোগাবলী-জায়ফল গন্ধশালি ॥

"গন্ধ চন্দন সংযুক্তা রোচনা কুম্‌কুমৈর্যুতা ।
ভোগাবলিরিতিখ্যাতা হ্যপূর্ব্বাগপ্রকাশিনী ॥" ১ ॥

মন প্রতি পণ শুনিবারে চাই ।
শুনিয়া হাসয়ে বেণেনী কানাই ॥
বেণেনীর হাসি করি দরশন ।
চন্দ্রাবলী ক্রোধে কহেন তখন ॥
এলাইচ-জায়ফল-ভোগাবলি— ।
মন পণ শুনি হাসিলা কি বলি ? ॥
মন পণ মুই দিবারে কি নারি ।
কহ লো ! তাহাই বেণের ঝিয়ারি ! ॥

বণিকিনী শ্যাম কন তাহা নয়।
মন পণ প্রায় কেহ নাহি কয়॥
মন পণ প্রায় কেহ দিতে নারে।
তেঞিও সে হাসিনু কহিনু তোমারে॥
মন পণ মোরে একা দিলা রাই।
তাঁহার পাশেতে তেঞিঃ সদা যাই॥
এলাচির মন মুদ্রা পাঁচশত।
"জায়ফল" তাই করিনু বেকত॥
"ভোগাবলি" মন কত নাহি জানি।
অলপ কিনিয়া বেচি ঠাকুরাণি!॥
ভোগাবলি ভরি দশ মুদ্রা হয়।
তুয়া পাশ এই কনু সমুদায়॥
এলাচির পণ করিয়া শ্রবণ।
চন্দ্রাবলী কয় বড় বেশী পণ॥
এত বেশী পণে না লইবে কেহ।
বেণেনী কহয়ে লইবেক সেহ॥
চন্দ্রাবলী কহে সেহ কেটা বটে।
বেণেনী কহয়ে "সে" আছে যাবটে॥
চন্দ্রাবলী কহে কিবা নাম তার।
বেণেনী কহে "সে" বৈরিণী তোমার॥
চন্দ্রাবলী কহে আমার বৈরিণী।
ব্রজ মাঝে একা ভানুর নন্দিনী॥

বণিকিনী কন কহ নাম তার।
চন্দ্রাবলী কহে এ মুখে না আর॥
"বেণে ঝি" কহে সে, বৈরিণী তোমার—।
লইয়া থাকেন মসলা আমার॥
তেঁহ বিনা মোর মসলার পণ।
ব্রজ মাঝে নাহি জানে আন জন॥
মন পণ তিঁহ হিসাব করিয়া—।
পণ ফেলি দেন প্রসন্ন হইয়া॥
তাঁহার সমান দানী বৃন্দাবনে।
কোন নারী আর না হেরি নয়নে॥
কিশোরীর গুণ করিয়া শ্রবণ।
চন্দ্রাবলী ক্রোধে করেন গর্জ্জন॥
বেণেনীরে কহে আর তার নাম।
ওলো বণিকিনি! না কর মো ঠাম॥
মসলা লইয়া ত্বরা দূর হও?।
মঝু পাশ আর কথা নাহি কও?॥
সাপিনী সতিনী যে "ডালি" ছুঁইল।
সেই "ডালি" মোরে দেখিতে হইল॥
ওঠ্ লো বেণেনি! ওঠ লঞা "ডালা"।
তোর কথা শুনি বড় পাই জ্বালা॥
বণিকিনী শ্যাম হাসিয়া তখন।
"ডালি" কাঁকে লঞা করেন গমন॥

কত রঙ্গ জানে রসিক-ত্রিভঙ্গ।
চন্দ্রাবলী ছলি করিলেন রঙ্গ॥
একেরে জ্বালায় আনেরে শীতল।
"এ" শঠ শ্যামের ধরম কেবল॥
মনের আগুনে চন্দ্রারে জ্বালায়ে।
জটিলা দুয়ারে উতরেন যায়ে॥
মসলা লইবে বলিয়া ডাকয়।
শুনিয়া জটিলা ডাক দিয়া লয়॥
মসলার ডালি নামাঞা অঙ্গনে।
কন কি মসলা করিবা গ্রহণে॥
জটিলা কহয়ে সকল প্রকার—।
পাকের মসলা চাহি গো! আমার॥
তবে বণিকিনী নলিনীর পাতে।
মসলা বাঁধয়ে সূতা লঞা হাতে॥
হলিদী-ধনিয়া-মেথি-লঙ্কা-জীরা।
মরীচ-ফোড়ণ-তেজপাতোশীরা॥
গউরী-যবানী আর পোস্তদানা।
লবঙ্গ চন্দনী-এলাচাদি নানা—॥
মসলা বাঁধিয়া নলিনীর পাতে।
হাসি হাসি দেন জটিলার হাতে॥
মসলা লইয়া কহেন জটিলা।
পণ কত এর হিসাব করিলা॥

বণিকিনী কন পণ বেশী নয়।
পাঁচ মুদ্রা পণ সকলের হয়॥
তবে ত জটিলা পাঁচ মুদ্রা পণ।
বণিকিনী করে করিলা অর্পণ॥
পাঁচের অনুগ হয়েন সবাই।
পাঁচ মুদ্রা পণ লন শ্যাম তাই॥
পণ পাঞা হাসি বণিকিনী কয়।
তাম্বূল মসলা অনেক আছয়॥
মাথাঘসা আদি মসলা নানান।
কিছু কিছু সব করুন আদান॥
শিরে কর হানি জটিলা কহয়।
উহাতে আমার কাজ কি আছয়॥
মাথাঘসা-পাণ মোর ছিল যাহা।
দারুণ বিধাতা হরিলেন তাহা॥
মাথাঘসা-পাণ মসলা যে হয়।
লঞা যাও তুমি বধূর আলয়॥
এ বোল শুনিয়া শ্যাম-বণিকিনী।
"ডালি" কাঁকে যান যথা বিনোদিনী॥
যাঁহার মায়ায় মোহিত ভুবন।
তাঁর বেশী কি এ জটিলা মোহন॥
যোগমায়া যাঁর অনুগতা হয়।
তাঁর লীলা কেবা বুঝিতে পারয়॥

নবীনা বেণেনী হেরি বিনোদিনী।
মৃদু হাসি কন ওগো বণিকিনি ! ॥
কোথা তুয়া ঘর কি নাম তোমার।
কেমনে ভবন জানিলে আমার ॥
বেণেনী কহেন মধুপুরে ঘর।
"শ্যামাঙ্গিনী" নাম সবার গোচর ॥
মোর অগোচর নাহি কোন ঠাঁই।
সব লোকে জানে আমার বড়াই ॥
বণিকিনী বাণী করিয়া শ্রবণে।
কিশোরী কহেন প্রিয়সখীগণে ॥
এমন বেণেনী কভু হেরি নাই।
মনে হয় এর দাসী হঞা যাই ॥
এত কহি রাই বেণেনীরে কয়।
কিসের মসলা ডালিতে আছয় ॥
বেণেনী কহেন মাথাঘসা-পাণ—।
মসলা আছয়ে, করুন আদান ? ॥
একাঙ্গী-আমলা-চন্দন-তাম্বূল।
ছোট-বড় মেথি আর বেণামূল ॥
গোলাপের কুঁড়ি পচাপাতা আর।
বাজামুথা আদি ডালিতে আমার ॥
চিক্‌নী-মগাই শুপারী-বাদাম।
এলাচ-লবঙ্গ-খদির সুঠাম ॥

গুর্জ্জরী এলাল,—মউরী রসাল।
যবানী-কর্পূর-জায়ফল ভাল॥
ধনের চাউল—জৈত্রী-স্বরবাণ।
কস্তুরি প্রভৃতি মসলানুপাম॥
দারুচিনি-যষ্টিমধু-কাউচিনি।
তাম্বূল মসলা আছে বিনোদিনি!॥
কেশর-কস্তূরী-গোরোচনা আর।
নানা গন্ধ আছে ডালিতে আমার॥
আলতা-সিন্দূর প্রয়োজন যাহা।
আমার ডালিতে পাইবেক তাহা॥
আমার মসলা লয় যেই জন।
কার পাশ সেই না যায় কথন॥
মঝু মসলার সুগন্ধ যাহার—।
নাসারন্ধ্রে নাহি যায় একবার॥
সেই জন লোভে নানা জন পাশ।
মসলা লইয়া হয় গো! হতাশ॥
বণিকিনী বাণী শুনিয়া শ্রবণে।
কিশোরী কহেন মধুর বচনে॥
সকল মসলা দাও গো! আমায়।
যেই পণ চাবে দিব "তা" তোমায়॥
বণিকিনী কন "এ ডালি" ও পায়—
দিবার লাগিয়া আইনু এথায়॥

এস ? এস ? এস ? বৈস ? বৈস ? রাই !
তুয়া অঙ্গে আগে মসলা মাখাই ॥
তাহে যদি তুয়া হয় সুখোদয়।
তবে পণ দিও ? উচিত যা হয় ॥
এতেক কহিয়া বেণেনী নাগর।
মসলা মাখায় ধরি রাই কর ॥
নির্ম্মিত মসলা বাটি হোতে লঞা।
সর্ব্বাঙ্গে মাখান পুলকিত হঞা ॥
আগেতে আমলা সর্ব্বাঙ্গে ঘসিয়া।
বণিকিনী কন মুচকি হাসিয়া ॥
অমলাঙ্গ হেরি কিশোরি ! তোমার।
আমলা মর্দ্দন বিফল আমার ॥
এতেক কহিয়া "ভোগাবলি" যাহা।
পয়োধর বেড়ি মাখায়েন তাহা ॥
ঘুমের অলসে নাগরী তখন।
বণিকিনী কোলে মুদিলা নয়ন ॥
বেণেনী কহেন বেশী বেলা নাই।
বিদায় করহ ঘরে যেতে চাই ॥
এতেক শুনিয়া শ্রীমতী তখন—।
নয়ন মেলিয়া সামালে বসন ॥
পণ আনিবারে কহেন সখীরে।
শুনিয়া নাগর কন ধীরে ধীরে ॥

ধন কড়ি পণ কিছু নাহি চাই।
আমি যে তোমারি চির দাস রাই॥
সরবস ধন তুমি হে! আমার।
তোমা বিনু সব হেরি অন্ধকার॥
কৃপাময়ি! কৃপা করহ আমায়।
শীতল চরণ দেহ মো মাথায়॥

"দেহি পদপল্লবমুদারং। ও শ্রীরাধে!"

তোমার বিরহ দুরন্ত অনলে।
সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিছে?—নিভাও সরলে!॥
হৃদয় হইতে জ্বালাটি উঠিয়া।
শির কেশমূল দহে যেন গিয়া॥
দেহি! দেহি! পদ কমল মাথায়।
বিলম্ব হইলে মরিব এথায়॥
যৈছে কাঁকে ডালি করিনু বহন।
তৈছে শিরে বব যুগল চরণ॥
যে জন আমায় বাঁধিল প্রণয়ে।
তার ভার বহি সকল সময়ে॥

"বহাম্যহং বহাম্যহং বহাম্যহং। ও শ্রীরাধে!"

এতেক শুনিয়া প্রিয়সখীগণ।
পরস্পর কহে বেণেনী কেমন॥

কথা শুনে লাজে এথা রহা ভার।
বেণের মেয়ের কেমন ব্যভার॥
কিশোরী তখন বুঝিয়া অন্তরে।
লাজে প্রবেশিলা ঘরের ভিতরে॥
বেণেনী নাগর মাতিয়া মদনে।
রাই পাছু পাছু করেন গমনে॥
প্রিয়সখীগণ বুঝিয়া তখন—।
মুখে বাস দিয়া করে পলায়ন॥
তবেত নাগর ধরি রাই কর।
আনন্দে বৈঠল পর্য্যঙ্ক উপর॥
বিনোদিনী কন একি রসরাজ!।
অভাগীর তরে বণিকিনী সাজ!॥
মঝু লাগি কেন এত বেশ ধর।
চন্দ্রাবলী তোমা সেবে নিরন্তর॥
দুধের পিয়াস জলে কি মিটয়।
ছাড় ছাড় নাথ! এত ভাল নয়॥
বণিকিনী শ্যাম কহেন তখন।
বাক্‌বাণে আর না বধ জীবন॥
তোমার লাগিয়া এই বৃন্দাবনে—
গোধন চরাএগ্য ফিরি বনে বনে॥
তুমি হে! আমার পরাণ পুতলী।
তোমা না হেরিলে হই বেয়াকুলী

মান ত্যজি দান দেহ শ্রীচরণ।
করযোড়ে এই করি নিবেদন ॥
এতেক কহিয়া বিদগধ-শ্যাম।
রাইসনে ক্রীড়া করে অনুপাম ॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মধুর-মিলন।
হেররে! হেররে! রসিক নয়ন ॥
প্রভু দীননাথ গোস্বামি-নন্দন—।
এ বিপিন গায় "বেণেনী-মিলন" ॥ ১৪ ॥

মনের প্রতি।

ত্রয়োদশ মুহূর্ত্তেতে "বেণেনী-মিলন।"
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ ॥ ১৪ ॥

চিত্রকরী-মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

দৃষ্ট্বা চিত্রকরীরূপং যো দেবশ্চতিকাতরঃ।
পূর্ব্বভাবমনুস্মৃত্য তং গৌরাঙ্গং নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ১৫ ॥

রাগঃ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য!।
সর্ব্ব অবতার সার, বেদ-পুরাণাদি পার,
বিশ্বম্ভর ভক্ত অগ্রগণ্য ॥ ধ্রুঃ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ, গদাধর প্রেমস্কন্ধ,
শ্রীশ্রীবাস-শ্রীবংশীবদন।
এই সব ভক্ত সঙ্গে, বসি বিদ্যালয়ে রঙ্গে,
করে গোরা কৃষ্ণ আলাপন॥
ছাত্রগণ আনমনে, করে শাস্ত্র অধ্যয়নে,
হেনকালে "চিত্রা"-চিত্রকরী।
চিত্রপট লঞা করে, তথা যাঞা মধুস্বরে,
কহে সবে প্রণাম আচরি॥
পণ্ডিতের মনোমত, অবতার চিত্র যত,
করিয়াছি নয়ন রঞ্জন।
মোর চিত্র দেখে যেই, বিমোহিত হয় সেই,
হেন মোর চিত্র বিমোহন॥
ইহা শুনি গৌরহরি, কন ওগো চিত্রকরি!,
দেখাও কেমন চিত্র হয়।
চিত্র যদি হরে প্রাণ, দিব মনোমত দান,
কহিলাম করিয়া নিশ্চয়॥
হেন শুনি চিত্রকরী, চিত্রপটে নতি করি,
দেখায় শ্রী-দশ অবতার।
রাম-কৃষ্ণ অবতার, হেরি সবে চমৎকার,
কিবা শোভা কহে বার বার॥
গোরা কন গদাধরে, দেখ রাই মানভরে,
অধোমুখে আছেন বসিয়া।

চিত্রকরী বেশে কাণ, ভাঙ্গিতে রাধার মান,
সাধিছেন চরণ ধরিয়া ॥
এ বোল বলিয়া গোরা, পূর্ব্বভাবে হঞা ভোরা,
গদাধরে করে আলিঙ্গন।
ওগো কৃপাময়ী রাই !, মুখ তুলি দেখ চাই,
কেন বল মান অকারণ ॥
আমিহ তোমার দাস, পূর্ণ কর অভিলাষ,
মনোজ আগুনে জ্বলে হিয়া।
হেন কহি বিশ্বম্ভর, পড়িয়া ধরণী'পর,
কাঁদয়েন শ্রীরাধে ! বলিয়া ॥
শ্রীবংশীবদন কয়, ওহে গোরারসময় !,
এথা কেন এ ভাব উদয়।
ভাব কর সংগোপন, হাসিবে মূরখজন,
এ ত সেই বৃন্দাবন নয় ॥
বিপিনবিহারি দাসে, কহে বংশী পদপাশে,
ভাবুক স্বভাব সংগোপন—।
কভু করিবারে নারে, শুনিয়াছি গুরু দ্বারে,
ভাব হয় স্বয়ং প্রকটন ॥ ১৫ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

ধৃত্বা চিত্রকরীরূপং যো গচ্ছেদ্রাধিকান্তিকম্।
নবীননটরূপং তং শ্রী[illegible]ং সমুপাস্মহে ॥ ১৫ ॥

চিত্র রাগ।

মরি! মরি! অপরূপ শোভা।
জগজন মন-প্রাণ লোভা॥
"চিত্রকরী" বেশ শ্যাম-নটবর।
হের রে! হের রে! নয়ন ভ্রমর॥ ধ্রুঃ

পীত-ধড়া ছাড়ি অরুণ বরণ—।
শোভিত রঞ্জিত ঘাগরী পিন্ধন॥
কাঞ্চন লাঞ্ছন বরণ কাঁচুলি—।
পরল শ্যামল হঞা ভাবাকুলি॥
আঁচড়িয়া কেশ বামে বাঁকাইয়া—।
বাঁধল কবরী ফুলদাম দিয়া॥
শ্রবণ যুগলে ফুল-ঢুল শোভা।
কণ্ঠে চাঁদ চিক-নিষ্কাবলী লোভা॥
বলয়-অঙ্গদ-তাবিচ-কঙ্কণ—।
যুগল করেতে কিবা সুশোভন॥
নিতম্ব উপরি শোভে কাঞ্চী হার।
সিঁথায় সিন্দূর মণ্ডল আকার॥
কুন্দদল শোভা জিনিয়া তিলক—।
নাসার উপরে দিতেছে ঝলক॥
নয়নে অঞ্জন ভ্রমর গঞ্জন।
অধরে মঞ্জন পাণ্ডুর বরণ॥

তাম্বূলের রাগ তাহাতে শোভন।
হেরিয়া কুমুদ মুদিলা নয়ন॥
জাবক বরণ উড়ানী চিকণ—।
অঙ্গেতে বেড়ল নবীন-মদন॥
প্রিয় বংশী রাখি সুবলের পাশে।
দরপণ ধরি মৃদু-মৃদু হাসে॥
তবেত সুবল আনি চিত্রপট।
হাসি কহে ধর শ্যাম সুলম্পট!॥
"চিত্রকরী" সাজি যাও রাই পাশে।
দেখ যেন পথে লোক নাহি হাসে॥
চিত্রপট হেরি কন শ্যামরায়।
হেন চিত্রপট পাইলে কোথায়?॥
সুবল কহয়ে "চিত্রলেখা" মোরে—।
এই পট দিলা,—কহিলাম তোরে॥
সে চিত্রলেখার চিত্রলেখা হয়।
এ লেখা হেরিয়া কেবা মুগ্ধ নয়?॥
তবে চিত্রপট ভাঁজি শ্যামরায়।
শ্রীরাধে! বলিয়া বাঁ-পদ বাড়ায়॥
পরিহাস তরে সুবল তখন।
নাসারন্ধ্রে তৃণ করিয়া অর্পণ—॥
হাঁচিয়া, শ্যামেরে হেটমুখে কয়।
সখে! আজিকার যাত্রা ভাল নয়॥

শঠ-শ্যাম কন প্রিয়সখা যেই।
তার হাঁচি শুভ কহিলাম এই ॥
শুভাশুভ ভাই! কিছু মোর নাই।
সদা শুভ যথা বিরাজিতা রাই ॥
কোন বাধা নাই রাই দরশনে।
শত হাঁচি হাঁচ যাহা তব মনে ॥
ঐ দেখ সুবল! মোর বাম দিয়া—।
বেগে যায় শিবা মো-দিকে চাহিয়া ॥
বামে "শব-শিবা" মঙ্গল কারণ।
তুয়া পাশ এই করিনু কীর্ত্তন ॥
শিবা শিবারূপ করিয়া ধারণ—।
শুভ চিন করাইলা দরশন ॥
এ বোল শুনিয়া সুবল কহয়।
গরজে অশুভ কেহ না ভাবয় ॥
গরজে লম্পট জ্ঞান হারাইয়ে—।
কালাহির পুচ্ছ ধারণ করিয়ে— ॥
অবহেলে করে প্রাচীর লঙ্ঘন।
জীবনের আশ করিয়া বর্জ্জন ॥
গরজে তস্কর দিনের বেলায়।
লোক-ঘরে চুরি করিবারে যায় ॥
শ্যাম কন ভাই! প্রেম-প্রীতি যথা।
মনের গরজ দিবানিশি তথা ॥

সুবল! সুবল! নাহি দাও বাধা।
নিরাপদে যেন সেথা হেরি রাধা॥
এতেক কহিয়া নাগর আনন্দে।
চিত্রপট কক্ষে যান নানা ছন্দে॥
কিশোরীর দ্বারে করিয়া গমন।
নানাছন্দে করে পটের বর্ণন॥
কোন সখী তবে দ্বারেতে আসিয়া।
চিত্রকরী হেরি কহয়ে হাসিয়া॥
এস চিত্রকরি! মোদের ভবনে।
চিত্রপট মোরা হেরিব নয়নে॥
সখী সঙ্গে রঙ্গে চিত্রকরী হরি।
প্রবেশ করেন ভবন ভিতরি॥
চিত্রকরী হেরি জিজ্ঞাসেন রাই।
কার চিত্রপট কহ শুনি তাই?॥
চিত্রকরী কহে যে চিত্র দেখিবে।
সেই "চিত্র" পটে দেখিতে পাইবে॥
চিত্রাবলী তোমা করাঞা দর্শন।
পুরস্কার লব মনের মতন॥
রাই কন চিত্র লাগিলে নয়নে।
পুরস্কার তোমা দিব বহুধনে॥
যে ধন চাহিবে দিব সেই ধন।
মোর বাণী মিছা না হবে কখন॥

ভানু যদি হয় পশ্চিমে উদয়।
তবু মোর বাণী মিছা নাহি হয়॥
এতেক শুনিয়া আশ্বাসিত মনে।
চিত্রকরী চিত্র করায় দর্শনে॥
দেখ গো কিশোরি! মেলিয়া নয়ন।
প্রলয়ে পৃথিবী হইলে মগন॥
মীনরূপ ধরি জগদীশ হরি।
মুনি-বেদোদ্ধার করে কৃপা করি॥
হেন কহি রাগ মালব গৌড়েতে—।
গায় চিত্রকরী রূপক তালেতে॥

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১॥ ধ্রুবঃ

বসুধা রক্ষণ করণ কারণ।
কচ্ছপাবতার যাঁহার ধারণ॥
সেই পৃথ্বীধর কূর্ম্মকারেশ্বরে।
হের গো কিশোরি! ভক্তিপূর্ণান্তরে॥

"ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তবপৃষ্ঠে
ধরণিধারণ কিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ২॥"

বরাহাবতারে জগদীশ হরি।
পৃথিবী রাখিলা দশনাগ্রে ধরি॥

সেই শ্রীবরাহরূপী নারায়ণে।
হের গো কিশোরি! কমল-নয়নে॥

"বসতি দশনশিখরে ধরণীতবলগ্না
শশিনিকলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩॥

নৃসিংহাবতারে অদ্ভুত নখরে—।
হিরণ্য কশিপু বধিয়া সমরে—॥
স্ব-ভক্ত প্রহ্লাদে দেব নারায়ণ।
করুণা প্রকাশি করেন রক্ষণ॥
সেই অদভুত নৃসিংহ বদনে।
হের গো কিশোরি! নলিন নয়নে॥

"তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গং।
কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪॥"

যাঁহার চরণ নখোৎপন্ন বারি—।
পাপবিমোচক লোক-পূতকারী॥
সেই শ্রীবামন ব্রহ্মচারীবেশে—।
বলির সর্ব্বস্ব হরি অবশেষে—॥
পাতাল পুরীতে পাঠায়েন তাঁয়।
প্রণমামি সেই শ্রীবামন পায়॥

"ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীরজনিত জনপাবন।
কেশব ধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৫॥"

পিতৃবধ ক্রোধে জ্বলিত অন্তরে—।
একবিংশবার ক্ষত্রিয়-নিকরে—॥
নিধন করিয়া যেই নারায়ণ—।
পৃথ্বী অভিষেক করেন সাধন॥
সেই শ্রীভার্গবরূপী নারায়ণে—।
হের গো কিশোরি! যুগল নয়নে॥

"ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।
কেশব ধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬॥"

যিনি রাবণের কাটি দশানন।
দিগ্‌দেব সবার করেন অর্চ্চন॥
সেই রামরূপী কৌশল্যা নন্দনে।
স-সীতা লক্ষ্মণ হের গো! নয়নে॥

"বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃত রামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৭॥"

রামারণ্য নামে নগর সুন্দর।
যাঁর মাঝে শোভে প্রেম সরোবর॥
সেই সরোবরে হেম সদ্মান্তরে।
রতন নির্ম্মিত সিংহাসনোপরে॥

বিরাজিত যিনি সদানন্দান্তরে।
প্রণমামি সেই রাম হলধরে॥
পরিধান যাঁর সুনীল বসন।
যিনি করিলেন বিরজাকর্ষণ॥
সেই হলধররূপী নারায়ণে।
হের গো কিশোরি! যুগল নয়নে॥

"বহসি বপুসিবিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি ভীতি মিলিতযমুনাভং।
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮॥"

"অহিংসা পরমোধর্ম্ম" যাহা হয়।
বেদমতে যিনি তাহা প্রকাশয়॥
পশুবধ যজ্ঞ প্রতিপন্নকারী—।
বেদনিন্দা যিনি করেন বিচারি॥
নানামতে যিনি অসুর মোহয়।
সেই বুদ্ধরূপী শ্রীহরির জয়॥

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং।
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥"

কলিযুগ অন্তে যেই নারায়ণ।
ভয়ঙ্কর অসি করিয়া ধারণ—॥
উনমত্ত ভাবে ম্লেচ্ছ সবা শির—।
ছেদিয়া স্ব-যোগে হইবেন থির॥

সেই কল্কিরূপী শ্রীহরি চরণে ।
হের গো কিশোরি ! যুগল নয়নে ॥

"ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং ।
কেশব ধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥"

দশাকারধারী শ্রীকৃষ্ণ চরণে ।
নমস্কার করি ধরণী লুণ্ঠনে ॥
শ্রীমতী কহেন দশাকারধ রী ।
শ্রীকৃষ্ণ মহিমা দেখিতেছি ভারি ॥
এহেন শ্রীকৃষ্ণ বিহরে কোথায় ? ।
কহ চিত্রকরি ! প্রকাশি আমায় ॥
চিত্রকরী কহে রসনিধি পারে ।
গুপ্ত বৃন্দাবন—মন্থন কিনারে ॥
সেই বৃন্দাবনে প্রেম পাড়া মাঝে ।
প্রেমময় কৃষ্ণ সতত বিরাজে ॥
রাই কন ওগো পটুয়ার ঝি ! ।
সে কৃষ্ণের চিত্র পটে আছে কি ? ॥
চিত্রকরী কহে মোর পট মাঝে ।
সরব ব্রহ্মাণ্ড চিত্ররূপে সাজে ॥
মোর চিত্রপটে চিত্র নাই যাহা ।
আকাশ-কুসুম-অশ্বডিম্ব তাহা ॥

হেন শুনি হাসি বিনোদিনী কন।
সকল আলেখ্য করাও দর্শন॥
ভালমন্দ তোমা দিব পুরস্কার।
মণিসর মণিপুরে গতি যার॥
চিত্রকরী কহে বিনোদিনী রাই!।
পুরস্কার যেন পণ মত পাই॥
এ নয় সে নয় নাহি কহ পরে।
রাজার মেয়েকে বড় ভয় করে॥
এতেক কহিয়া চিত্রকরী সুখে।
কৃষ্ণগুণ গান করি হাস্যমুখে॥
পটখানি খুলি রাধারে কহয়।
সেই কৃষ্ণ চিত্র হের সমুদয়॥
বসন হরণ লীলা হেরি রাই।
চিত্রকরী প্রতি আর দিঠে চাই—॥
বদনে বসন দিয়া আচ্ছাদন।
সখীগণ মুখ হেরে ঘন ঘন॥
পট লখি লাজে সখীরা তখন।
হেটমুখে ভূমি করে দরশন॥
চিত্রকরী কহে এ চিত্র হেরিয়া।
আর কেন লাজ কহ প্রকাশিয়া॥
তুয়া সব লাজ হরিবার তরে:।
এথাকার কৃষ্ণ বস্ত্র চুরি করে॥

সেথা এথা মুই হেরি একভাব।
ভিন্নু ভাবাভাব বিনু কিবা পাব॥
শ্রীমান ভঞ্জন হেরিয়া নয়নে।
শ্রীমতী কহেন মধুর বচনে॥
এ মান ভঞ্জন লিখিলা কেমনে।
চিত্রকরী কহে শুনিয়া শ্রবণে॥
সেথা কৃষ্ণ ধরি প্রিয়ার চরণ—
দুরজয় মান করেন ভঞ্জন॥
হেন শুনি ছাড়ি দীঘল নিশ্বাস।
বিনোদিনী কন চিত্রকরী পাশ॥
গুটাও এ পট ওগো চিত্রকরি!।
তোমার এ চিত্র সুন্দর সুন্দরি!।
ভাব-প্রেম-প্রীতি উচ্ছ্বাস যেথায়।
স্ব-স্বরূপ সবে বিস্মৃত সেথায়॥
চিত্রকরী তবে করি নমস্কার।
কহে বেলা নাই দেহ পুরস্কার॥
রাই কন কিবা পুরস্কার চাও?।
চিত্রকরী কহে হৃদে পদ দাও?॥
পুরস্কার তুয়া যুগল চরণ।
এ বোল শুনিয়া হাসে সখীগণ॥
কিশোরী তখন বুঝিলা অন্তরে।
বঁধু এল চিত্রকরী ছলা করে॥

তবে ত কিশোরী ঘোঙটা টানিয়া।
বঁধুমুখ হেরে নয়ন ভরিয়া॥
চিত্রকরী শ্যাম কহেন তখন।
বিলম্ব না কর কর পদার্পণ॥
তোমার লাগিয়া চিত্রকরী সাজ।
সাজিতে হইল বৃন্দাবন মাঝ॥
কত সাজ তুমি জান সাজাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার চরিতে॥
যা সাজাও প্রিয়ে! সাজি সেই সাজ।
তুয়া কাজে মোর নাহি কালব্যাজ॥
তোমার কাজেতে আমি হই কাজি।
তথাপি হে! তুমি নহ মোরে রাজি॥
তবে ত নাগর রাই কর ধরি।
প্রবেশ করেন মন্দির ভিতরি॥
সখীগণ লাজে করে পলায়ন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণের মিলন॥
প্রভু দীননাথ গোস্বামি-নন্দন।
এ বিপিন গায় মধুর-মিলন॥ ১৫॥

মনের প্রতি।

চতুর্দ্দশ মুহূর্ত্তেতে নয়ন-রঞ্জন—।
"চিত্রকরী" সম্মিলন স্মর ওরে মনঃ!॥ ১৫॥

পর্ণবিক্রয়িণী-মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্থ নমস্কারঃ।

পর্ণবিক্রয়িণীং দৃষ্ট্বা মুগ্ধোঽভূদ্যোপ্রিয়াস্তিকম্।
পূর্ব্বভাবমনুস্মৃত্য তং শচীনন্দনং ভজে॥ ১৬॥

জয় জয় শচীসুত গোরা।
নাগরী নাগরবর, দ্বিজকুল শশধর,
ভাব-প্রেম-প্রীতিরস ভোরা॥ ধ্রুঃ॥

তপত কাঞ্চন কায়, হরিনামাঙ্কিত তায়,—
রচিত শ্যামল মৃত্তিকায়।
শ্রীকণ্ঠে তুলসী হার, যজ্ঞসূত্র সূত্র সার,
নাসায় তিলক শোভা পায়॥
পরিধান শ্বেতাম্বর, সুকোমল সূক্ষ্মতর,
চাঁচড় কুন্তল শিরে শোভা।
অদ্ভুত নয়ন দাপ, ভ্রু-যুগল ইন্দ্রচাপ,
হাস্যানন জন মনলোভা॥
বারণেন্দ্র সম গতি, উদার-প্রসন্ন মতি,
কামাদি বিহীন গোরাতনু।
আন কথা নাহি মুখে, সদাকাল আত্মসুখে,
কর ধরি জপে কৃষ্ণ মনু॥

এমন সুন্দর-বর-গোরা-রায়।
প্রিয়গণ সনে সুর-ধুনী যায়॥
পথ মাঝে দেখে পর্ণ বিক্রয়িণী।
পাণ-ডালি কাঁকে গাইছে কাহিনী॥
"যেই জন খাবে আমার এ পাণ।
শীতল হইবে তাহার পরাণ॥"
এ হেন কাহিনী শুনি নব-গোরা।
পূরব ভাবেতে হইয়া বিভোরা॥

কন প্রিয় গদাধরে, পরাণ কেমন করে,
পর্ণ-বিক্রয়িণী দরশনে।
বুঝি শ্যাম ভাবাবেশে, পর্ণ-বিক্রয়িণী বেশে,
যাবটে যায়েন হাস্যাননে॥
পূরাইতে আত্মকাম, প্রেমানন্দধাম-শ্যাম,
জটিলা-কুটিলা মুগ্ধ করি।
রসবতী-রাই সঙ্গে, মিলিয়া স্বরত-রঙ্গে,
বিলসিবে রসিক-শ্রীহরি॥
হেন কহি গৌরহরি, গদাধর কর ধরি,
দীঘল-নিশ্বাস ছাড়ি কন।
নিদারুণ বনমালী, স্বয়ং কেন বহে ডালি,
মোরে কেন সঙ্গে নাহি লন॥
ভাব হেরি গদাধর, কন ওহে বিশ্বম্ভর!,
সম্বরহ এভাব উচ্ছ্বাস।

বিপিন বিহারি কহে, . ভাব সম্বরণ নহে,
ভাব হয় আপনি প্রকাশ ॥ ১৬ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

পর্ণবিক্রয়িণী ভূত্বা যো গচ্ছেজ্জটিলালয়ং।
তং পর্ণসেবিনাং সেব্যং শ্রীকৃষ্ণং সমুপাস্মহে ॥ ১৬ ॥

চিত্র রাগ।

দেখ দেখ নয়ন চকোরা।
"পর্ণ বিক্রয়িণী" শ্যাম-মনোচরা ॥ ধ্রুঃ ॥
গোপবেশ ছাড়ি ত্রিভঙ্গ-মুরারী।
"বারুই গৃহিণী" যাই বলিহারী ॥
ঘনবল্লী জিনি কৌশেয় বসনে—।
ঘাগরা বানাঞা করল পিন্ধনে ॥
কাঞ্চন-বরণ রঞ্জিকা-কাঁচুলী।
উরসে পরল হঞা ভাবাকুলী ॥
চাঁচড় কুন্তল আঁচড়ি নাগর—।
কবরী বাঁধল পরম সুন্দর ॥
রঙ্গণ কুসুম নিরমিত দাম—।
লাগাওল তায় ঘনাঘন-শ্যাম ॥
করেতে কঙ্কণ, অঙ্গদ-বলয়—।
ধারণ করল শ্যাম-রসময় ॥

কাঞ্চীহার ক্ষীণ কঙ্কালে শোভিত।
প্রণয় কজ্জল নয়নে রঞ্জিত ॥
অধরে মঞ্জন নাগরী গঞ্জন।
তাম্বূলের রাগ তাহে সুশোভন ॥
নাসায় তিলক ভুবন-মোহন।
ললাটে সিন্দুর মণ্ডল মণ্ডন ॥
কণ্ঠে মণিসর-চাঁদ চিক শোভা।
শ্রবণে কুণ্ডল জন-মনোলোভা ॥
সূক্ষ্ম চীনোড়ানী কিংশুক বরণ—।
অঙ্গে লাগাওল শ্রীনন্দ-নন্দন ॥
ঘনসার আদি সৌরভ পূরিত—।
মুখপাণ গন্ধে দিক আমোদিত ॥
কুমুদ বিকাশী অখণ্ড মণ্ডল—।
শ্রীবদন শোভা,—হাস্য নিরমল ॥
দামিনী কামিনী জিনি রূপশোভা।
মদন-মোহিনী আঁখি মনোলোভা ॥
রূপ হেরি হাসি বৃন্দাদেবী কন।
হেন বেশ আজি কি লাগি ধারণ ॥
বেলি অবসানে কেন হেন সাজ।
কত রঙ্গ তুমি জান রসরাজ ! ॥
কাব্যরস মণিকার যেই হয়।
তার রঙ্গ লোকে বুঝিতে নারয় ॥

বৃন্দার বচন করিয়া শ্রবণে—।
নাগর কহেন মধুর-বচনে ॥
রাই দরশন করিবার আশে।
এ সাজ সাজিনু কনু তুয়া পাশে ॥
এ বোল শুনিয়া বৃন্দাদেবী কয়।
রসমণিকার! নাহি কি সময় ॥
মনের গরজে অথির সবাই।
তেঞি লোকে কয় "গরজ বালাই ॥"
শ্যাম কন দেবি! প্রিয়া সম্মিলনে।
কালাকাল নাই বুঝে দেখ মনে ॥
হেন শুনি দেবী আনি পাণ ডালি।
হাসিয়া কহেন ধর বনমালি! ॥
পাণডালি বাম কাঁকেতে করিয়া।
"পর্ণ বিক্রয়িণী নামটি ধরিয়া—॥
জটিলা-কুটিলা করিয়া মোহন।
রাই সনে সুখে করগা মিলন ॥
জটিলা-কুটিলা আগেতে মোহিবে।
পাছু যাঞা রাই পাশেতে মিলিবে ॥
প্রেমানন্দ অরি জটিলা-কুটিলা।
এই কথা মোরে সরলা কহিলা ॥
পথেতে যাইবে হঞা সাবধান।
বামপদ আগে বাড়াইবে কাণ! ॥

পাণ কিনিবারে যদি কেহ চায়।
নানা ছলা করি ভুলাইবে তায়॥
বৃন্দার বচন করিয়া শ্রবণে।
নাগর কহেন মৃদু-হাস্যাননে॥
তাম্বূল করঙ্ক ভরি বীটি পাণ।
ডালির উপরে করহ প্রদান॥
বিনোদিনী যদি বীটি-পাণ চায়।
সে সময় কিবা করিব উপায়॥
খদির, চূণক কিছু এক করি।
ঘটিকা ভরিয়া দেহ গো সুন্দরি!॥
তাম্বূল-বীটিকা কিনয়ে যাহারা।
পৃথক চূণক মাগয়ে তাহারা॥
হেন কথা শুনি বৃন্দাদেবী কয়।
নাগর! তোমার এত গুণ হয়॥
যে কাজ নাহিক তোমার গোচর।
সে কাজ নাহিক ভুবন ভিতর॥
কত আঁখি কত শ্রবণ তোমার।
গণনা করিয়া নাহি পাই পার॥
তাম্বূল বীটিকা ক্রয় করে যারা।
তাম্বূল বোঁটায় চূণ লয় তারা॥
ইহাতেও তুয়া পড়িল নয়ন।
ধন্য! ধন্য! তুমি শ্যাম-নবঘন!॥

শ্যাম কন বৃন্দে যত দেখ কাজ।
সব কাজ প্রভু আমি লোক মাঝ॥
মোর অগোচর কোন কাজ নাই।
সকলের সাক্ষী আমিহ সদাই॥
বৃন্দাদেবী কন বুঝিনু তোমায়।
খদির, চূণক একত্রে মাগায়॥
আহা! মরি! নরলীলার মাধুরী।
তত্ত্বাচ্ছাদে দুয়ে করিয়া চাতুরী॥
যেমন চতুর শ্যাম-রসময়।
তেমনি চতুরা বৃন্দাদেবী হয়॥
ভাব-প্রেমরসে উভয়ে মগন।
কি মাধুরী নরলীলার করণ॥
শ্রীমানবী-লীলা মাধুর্য্যের সার।
বেদ-বিধি যারে নাহি পায় পার॥
তবে বৃন্দাদেবী ডিপা ভরি পাণ—।
চূণ-ঘটি সহ করিলা প্রদান॥
তবেত নাগর শ্রীরাধে! বলিয়া।
বামপদ আগে দিলা বাড়াইয়া॥
ত্বরিত যাইয়া চন্দ্রাবলী দ্বারে।
"পাণ চাই" বলি ডাকে বারে বারে॥
কোন সখী তবে দ্বারেতে আসিয়া।
ভবন ভিতরে লইল ডাকিয়া॥

"পর্ণবিক্রয়িণী" হেরি চন্দ্রা কয়।
কি কি পাণ তুয়া ডালিতে আছয় ॥
চন্দ্রাবলী বাণী করিয়া শ্রবণ।
মৃদু-হাসি শ্যাম কহেন তখন ॥
যে পাণ লইতে বাসনা তোমার।
সে পাণ পাইবে ডালিতে আমার ॥
আমার ডালিতে নাহি আছে যাহা।
কাহার পাশেতে নাহি পাবে তাহা ॥
আমার ডালির গুণ গণিবারে।
ভুবন ভিতরে কেহ নাহি পারে ॥
তবে চন্দ্রাবলী হাসিয়া কহয়।
বারুয়ের মেয়ে সুরসিকা হয় ॥
ছলা-কলা-ঠার-ঠমক তোমার—।
দরশনে মন নাহি ভুলে কার ॥
তাম্বূল-করঙ্ক খুল গো এখন।
বীটি পাণ মুই করিব গ্রহণ ॥
ডিপা খুলি তবে নাগর কহয়।
এক বীটি পণ দশ-মুদ্রা হয় ॥
চন্দ্রাবলী কহে এত কেন পণ।
"পাণ বিক্রয়িণী" কহেন তখন ॥
মুকুতার চূণ, মৃগনাভী দিয়া—।
এ বীটি তয়ারি,—কনু প্রকাশিয়া ॥

চন্দ্রাবলী কহে দিয়া এত পণ।
এক খিলি পাণ কে করে গ্রহণ॥
শঠ-শ্যাম কন এ খিলি ভক্ষণে।
বিলাস বাসনা হয় উদ্দীপনে॥
সে লাগি এ খিলি বিলাসিনী গণ।
দশ-মুদ্রা পণে করেন গ্রহণ॥
চন্দ্রাবলী কহে হেন বিলাসিনী।
এথা কোন নারী "পর্ণবিক্রয়িণী! ॥"
শঠ শ্যাম কন সে কথা শ্রবণে।
কি লাভ তোমার কহ সুলোচনে! ॥
চন্দ্রাবলী কহে শুনিতে কি দোষ।
নাগর কহেন বাড়িবেক রোষ॥
চন্দ্রাবলী কহে রোষ কেন হবে।
নাগর কহেন শুন কহি তবে॥
ভানুর-ঝিয়ারি রাধিকা-সুন্দরী।
তিঁহ এই খিলি লন কৃপা করি॥
যত পণ মুই মাগি তাঁর ঠাঁই।
তত পণ দেন বিনোদিনী রাই॥
তাঁহার সমান দাতা বৃন্দাবনে।
কোন নারী মুই না হেরি নয়নে॥
এ বোল শুনিয়া চন্দ্রাবলী কহে।
উঠ উঠ ত্বরা বিলম্ব না সহে॥

চন্দ্রার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া।
ডালি তুলে শ্যাম শ্রীরাধে! বলিয়া॥
হেন রঙ্গ করি রসিক-নাগর।
উত্তরিলা গিয়া জটিলার ঘর॥
"পর্ণবিক্রয়িণী" হেরিয়া জটিলা।
কুটিলারে ডাকি কহিতে লাগিলা॥
হের লো কুটিলে! মেলিয়া নয়ন।
"পর্ণবিক্রয়িণী" মাধুরী কেমন॥
বারুয়ের ঘরে রমণী-রতন।
নিরজনে বিধি করিলা সৃজন॥
বিধির সৃষ্টিরে বলিহারী যাই।
শ্যামরূপে হেন নারী হেরি নাই॥
মাঞ্জিষ্ঠ-রাগেতে রঞ্জিত-অধর।
নাসায় তিলক কিবা মনোহর॥
ক্ষীণকটি হেরি সরমে কেশরী।
প্রবেশিলা গিরিগহ্বর ভিতরি॥
নিতম্বের ভারে মেদিনী কাতরা।
পীনোন্নত কুচ জিনি তাল ধরা॥
মরি! মরি! কিবা রূপের ঝলক।
নাসায় দোলিছে মুকুতা নলক॥
না জানি বিধির বিচার কেমন।
বারুয়ের ঘরে এ হেন রতন॥

ভাব-ভঙ্গী-রূপ করি দরশন ।
জটিলা-কুটিলা হয় আনমন ॥
"পর্ণবিক্রয়িণী" কহেন তখন ।
বাঁটি-পাণ কিছু করুন গ্রহণ ॥
মুকুতার চূণে তয়ারি এ পাণ ।
নানান মসলা এর উপাদান ॥
এ বোল শুনিয়া জটিলা কহিলা ।
আমাদের বাঁটি বিধাতা হরিলা ॥
পাণ ডালি লঞা এই দাসী সনে—।
গমন করহ বধূর ভবনে ॥
হেন শুনি কাঁকে লঞা পাণ ডালি ।
দাসী সনে চলে শঠ-বনমালী ॥
উপনীত হঞা রাধার ভবনে ।
তাম্বূলের-ডালি নামান অঙ্গনে ॥
পাণ বিক্রয়িণী মাধুরী হেরিয়া ।
কিশোরী কহেন মুচকি হাসিয়া ॥
কহগো ! কি পাণ ডালিতে আছয়
ইহা শুনি কন শ্যাম-রসময় ॥
মনরসগন্ধ আর পাকা পাণ ।
গাছ পাণ, ছাঁচি রস অবসান ॥
বরজ-মাটির গুণে মোর পাণ ।
কটু, কষা নয়,—সেবনে প্রমাণ ॥

কিশোরী কহেন সবমত পাণ।
এক এক কণা করহ প্রদান॥
ইহা শুনি শ্যাম হঞা একমনা।
সব পাণ বাঁধে এক এক কণা॥
মন সূতা দিয়া বাসনা সূতায়।
পাণ কণা বাঁধে আনন্দ হিয়ায়॥
অবশেষে শঠ ডিপাটি খুলিয়া।
খিলি হাতে লঞা কহেন হাসিয়া॥
খিলি পাণ কিছু লহ গো পেয়ারি!
মুকুতার চূণে এ খিলি তয়ারি॥
এ খিলি ভক্ষণে রতিরসে মন—।
দিবানিশি ধায়,—জানে সব জন॥
হেন শুনি হাসি কন বিনোদিনী।
ভাল বীটি তুয়া—ভাল-তু কাহিনী
গোটা পাণ আর বীটাকার পণ।
কি দিতে হইবে কহগো! এখন॥
শ্যাম কন পণ বেশী কিছু নয়।
অধীনের প্রতি হও হে! সদয়॥
শিরে তুলি দেহ যুগল চরণ।
সকল পাণের এই সার পণ॥
এ বোল শুনিয়া রসবতী-রাই।
ঘোঙটা টানেন শ্যাম মুখ চাই॥

মৃদু হাসি লাজে প্রিয়সখীগণে।
সেখান ছাড়িয়া হইলা গোপনে॥
বিনোদিনী কন ওহে রসরাজ!!
কেবা শিখাইল তোমা এত সাজ॥
শ্যাম কন প্রিয়ে! বুঝি কথা কও।
সকল সাজের গুরু তুমি হও॥
আমি নট তুমি নটা বৃন্দাবনে।
সাজাই-সাজাও ভাবি দেখ মনে॥
আমিহে! তোমার তুমিহে আমার।
আমি তুমি বিনু সব অন্ধকার॥
আমিহে! পুরুষ তুমিহে রমণী—।
তুমি মূলাশ্রয়া কমল বদনি!॥
আমি স্থূল দেহ, তুমি মূল প্রাণ।
আমি কর্ত্তা তুমি নিমিত্তোপাদান॥
এতেক শুনিয়া কিশোরী তখন।
শ্যাম লঞা ঘরে করেন গমন॥
নাগর-নাগরী মনের আনন্দে।
বিলাস করেন কেলীকলা ছন্দে॥
হেমোৎপল শোভে কভু বা শয্যায়।
নীলোৎপল তদুপরি শোভা পায়॥
কভু নীলোৎপল শেজে নিপতিত।
হেমোৎপল তদুপরি সুশোভিত॥

অপরূপ রাধাকৃষ্ণের বিলাস।
হেরিয়া মদন ছাড়ে রতিপাশ ॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাস-মোহন।
ভাবুকের করু আনন্দ বর্দ্ধন ॥
প্রভু দীননাথ গোস্বামি-নন্দন—।
প্রেমানন্দে গায় "মধুর-মিলন" ॥ ১৬ ॥

মনের প্রতি।

চতুর্দ্দশ মুহূর্ত্তেতে কভু পীতবাস।
"পর্ণবিক্রয়িণী" বেশে যান রাই পাশ ॥
ওরে মনঃ! "পর্ণবিক্রয়িণী" সম্মিলন।
চতুর্দ্দশ মুহূর্ত্তেতে করহ স্মরণ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমালিনী-মিলন।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গ্রন্থকারস্য নমস্কারঃ।

রঙ্গিণীং মালিনীং দৃষ্ট্বা যো দেবশ্চাতিকাতরঃ।
পূর্ব্বভাবমনুস্মৃত্য তং চৈতন্যং ভজামহে ॥ ১৭ ॥

রাগঃ।

জয় জয় প্রেমময়-গোরা।
কাব্যরস বিনোদন, রসিক-রঞ্জন-ধন,
নিতি নব-নব ভাব ভোরা ॥ ধ্রুঃ ॥

সর্ব্ব অবতার সার, প্রেমময় অবতার,
শ্রীশচী-নন্দন-বিশ্বম্ভর।
নাগরী নাগরবর, হৃদয়-সন্তাপ-হর,
অখণ্ড-মণ্ডল সুধাকর॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমদাতা, স্ব-প্রপন্ন জন পাতা,
প্রসন্নাত্মা করুণাসাগর।
বিপ্রকুল-ধুরন্ধর, ভুবন-সুন্দর বর,
বেদধর্ম্ম রত নিরন্তর॥
বেদাতীত ভাবোন্মত্ত, গুণহীন শুদ্ধ সত্ত্ব,
ভাবুক-ভবন-মনোহর।
বেদ-বিপ্র পরায়ণ, ভকতরঞ্জন-ধন,
প্রচ্ছন্নাবতার দেববর॥
উজ্জ্বল-শৃঙ্গার রস,— প্রদায়ক প্রেমবশ,
ভুবন মণ্ডন প্রিয়ঙ্কর।
লোক প্রিয়-প্রিয়ংবদ, সর্ব্বলোকানন্দপ্রদ,
তপত-কাঞ্চন কলেবর॥
কভু রাগে শোণাম্বর, কভু সূক্ষ্ম শ্বেতাম্বর,—
পরিধান,-যজ্ঞসূত্র শোভা।
সর্ব্বফলপ্রদ নাম, "হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—
বদনে রাজিত-মনোলোভা॥
কলি পাপাচ্ছন্ন জনে, নিস্তারেন কৃপেক্ষণে,
অজ্ঞানান্ধ-তম দোষ হর।

অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে, প্রেমাস্বাদ সদা রঙ্গে,
ভক্তরূপ-পরম ঈশ্বর ॥

এমন সুন্দর-গোরারায়।
প্রিয় গদাধর সঙ্গে, জাহ্নবী নাহিয়া রঙ্গে,
সুধীর গমনে ঘরে যায় ॥
পথেতে দেখেন গোরা, লইয়া ফুলের তোড়া,
রঙ্গিণী-মালিনী বেগে ধায়।
তাহারে হেরি নয়নে, পূর্ব্বলীলা করি মনে,
ভাবে হএগ উনমত প্রায় ॥
দীঘল-নিশ্বাস ছাড়ি, কহে সেই বংশীধারী,
রসবতী-রাই সঙ্গ আশে।
মালিনীর বেশ ধরি, যান নানা রঙ্গ করি,
জটিলা-কুটিলা প্রেমবাসে ॥
সত্য এই গদাধর !, শঠ-শ্যাম-নটবর,
যাইছেন ফুলগুচ্ছ করে।
এত কহি গৌরহরি, গদাধর কণ্ঠ ধরি,
রাধে ! বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
হাসি গদাধর কন, ভাব কর সম্বরণ,
এ ত সেই বৃন্দাবন নয়।
বিপিন বিহারী কয়, উদ্দীপনে ভাবোদয়,—
ভাবুকের হৃদয়েতে হয় ॥ ১৭ ॥

গ্রন্থকারস্য দণ্ডবন্নতিঃ।

বিধৃত্বা মালিনীরূপং যো গচ্ছেদ্রাধিকান্তিকম্।
তং বিদগ্ধবরাধীশং রাধিকেশং ভজামহে॥ ১৭॥

চিত্র রাগ।

মরি! মরি! শোভা হেররে নয়ন!
মালিনী সাজল শ্রীনন্দ-নন্দন॥
হায়রে! শোভার যাই বলিহারী।
হেন সাজ জানে ত্রিভঙ্গ-মুরারী॥
হরি! হরি! এই মনোহর সাজ।
বিরলে সাজল বিদগধ রাজ॥
মালিনী সাজের নিছনি লইয়া।
ডুবে মরি সখি! যমুনা যাইয়া॥
সকল সাজের সার এই সাজ।
যতনে সাজল শ্যাম-প্রেমরাজ॥
মালিনী সাজের তুলনা ভুবনে—।
কোন সাজ নাহি হেরিগো! নয়নে॥
জয় জয় শ্যাম মালিনীর জয়।
কার ভাগ্যে হোল এ সাজ উদয়॥
সেই ভাগ্যবতী গোপিনীর জয়।
যাঁর তরে শ্যাম মালিনী সাজয়॥

এ মালিনী যদি আসে মোর ঘরে।
বসাইয়া রাখি হৃদয় উপরে ॥
তিলেক না রাখি শেজের উপর।
কি সাজ সাজল রসিক নাগর ॥
পীতধড়া-চূড়া করি পরিহার।
মালিনী সাজল ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥
দামিনী ঝলক জিনি পীতাম্বরে—।
ঘাগরী বানাএগ পরল আদরে ॥
চাঁচর কুন্তল কাঁকণে আঁচরি।
কানড় ছাঁদেতে বাঁধল কবরী ॥
ফুল-মাল জাল তাহার উপরে—।
লাগাওল শ্যাম প্রিয়া প্রেমভরে ॥
ফুলগন্ধ লুব্ধ লম্পট ভ্রমর—।
উড়িয়া বসিছে কবরী উপর ॥
বসন্ত অনিল বেগেতে আসিয়া।
লম্পট অলিরে দিছে তাড়াইয়া ॥
সুচারু-কারিকা তড়িত ধরণ—।
কাঁচুলী উরসি করল ধারণ ॥
কঞ্চুলীর কাজ হেরি কারু লাজে—।
গোকুল ছাড়িয়া গেল বনমাঝে ॥
কলপিত কুচ গিরি-চূড়াকার।
দগধে হৃদয় যুবক সবার ॥

শ্রবণে কুণ্ডল, দুল-ফুল শোভা।
নাসায় মুকুতা জন-মনোলোভা॥
কণ্ঠে চিকমালা-চিত্র সীতাহার।
করে হেমচূড়ী, বলয় হীরার—॥
নারিকেল ফুল ক্ষুদ্র-তারাকার।
যতনে পরল যশোদা কুমার॥
উপর হাতেতে তাবিচ-অঙ্গদ—।
ধারণ করল রঙ্গিণী-রঙ্গদ॥
কটিতে রসনা নিতম্ব বেষ্টন।
দরশে সবার হরে আঁখি মন॥
ক্ষীণ কটি হেরি সরমে কেশরী।
লুকাওল গিরি-গহ্বর ভিতরি॥
বিশাল নিতম্ব করি দরশন।
যুবক অন্তরে ক্ষোভ অনুক্ষণ॥
ভ্রমর গঞ্জন প্রণয় অঞ্জন—।
ঘূর্ণিত নয়নে কিবা সুশোভন॥
কটাক্ষে হরয়ে নর-নারী-মন।
নাসায় তিলক ভুবন-মোহন॥
অধরে মঞ্জন নাগরী গঞ্জন—।
তাম্বূলের রাগ তাহাতে শোভন।
হেনাধর শোভা করি দরশন।
কুমুদী লাজেতে মুদিলা নয়ন॥

ফুলমালা গলে অলিকুল তায়—।
মধুলোভে গুণ গুণ রবে ধায়॥
সুগন্ধ-চন্দন অঙ্গে মরদন।
গন্ধে বিমোহিত সবাকার মন॥
অখণ্ড-মণ্ডল লাখোদয় শোভা—।
জিনিয়া বদন শোভা,—আঁখিলোভা॥
স্মিতহাস্য তায় ভুবন মাতায়।
পীত চীনোড়ানী লাগাওল গায়॥
রূপের মাধুরী করি দরশন।
বৃন্দানন্দে আগে ধরে দরপণ॥
স্ব-রূপ মাধুরী হেরি দরপণে।
আলিঙ্গিতে চান হঞা উনমনে॥
হেন ভাব হেরি বৃন্দাদেবী কয়।
স্ব-রূপে মুগধ হোলে রসময়!॥
স্ব-রূপে মোহিত যদি হও শ্যাম!।
তবে কিবারূপে পূরাইবে কাম॥
মালিনী হইয়া মিল রাই সনে।
তুয়া ঠাম এই করি নিবেদনে॥
বৃন্দার বচন করিয়া শ্রবণ।
হাসিয়া নাগর কহেন তখন॥
কোথা ফুলডালি কোথা ফুল-হার।
কোথা ফুলগুচ্ছ, ফুলবৃন্ত আর॥

কোথা ফুল সিঁথী, কোথা ফুল-বালা।
কোথা ফুল দুল কোথা বনমালা॥
মালিনী সাজিতে এই সব চাই।
বৃন্দা কহে কিছু অভাব ত নাই॥
আমি যার দাসী কিবাভাব তার।
এই লও ধর কুসুমালঙ্কার॥
এই লও ধর কুসুমের ডালি।
কিসের অভাব ওহে বনমালি!॥
এই লও ফুলবৃন্ত মনোহর।
কিসের অভাব রসিক নাগর!॥
মালার কাঠিটি ডান করে ধর।
ফুলের ডালিটি বাম কাঁকে কর॥
তবেত নাগর বৃন্দাদেবী পাশে—।
বাঁশীটি রাখিয়া মনের উল্লাসে—॥
ডান করে কাঠি, ডালি বাম কাঁকে—।
ধারণ করিয়া রাধে! বলি ডাকে॥
বৃন্দাদেবী কহে নারীর চলনে।
যাবটাভিমুখে করিবে গমনে॥
দেখ যেন কেহ লখিতে না পারে।
সাবধান লাগি কহিনু তোমারে॥
নাগর কহেন কিছু নাহি ভয়।
চেনা নাহি দিলে কেহ না চিনয়॥

ধরা দিই যারে সেই ধরে মোরে।
ওহে বৃন্দে! এই কহিলাম তোরে॥
এত কহি শ্যাম রাধারে স্মরিয়া।
বাম পদ আগে দিলা বাড়াইয়া॥
নিতম্ব দোলায়ে-নয়ন চালিয়ে।
পথে চলি যান সবারে মোহিয়ে॥
মালিনীর রূপ করি দরশন।
আহা! মরি! বলে ব্রজাঙ্গনাগণ॥
গোপ যুব সবে করে হায়! হায়!।
এমন মালিনী দেখা নাহি যায়॥
ঠমক-ঠামক-চলন-বচন।
সুমধুর হাসি নয়ন চালন॥
ঠার-ঠোর-ভাব-রসরঙ্গভঙ্গী।
মূর্ত্তিমতী রতি পিরীতি তরঙ্গী॥
মনোমুগ্ধকর দুই পয়োধর।
দরশে কাহার না জ্বলে অন্তর॥
হৃদি লগে হৃদি শীতল করয়।
যুবগণে এই পরস্পর কয়॥
যুবগণ প্রতি চালিয়া নয়ন।
হাসিয়া মালিনী কহয়ে তখন॥
"দেখিতে দেখিতে চোকের ক্ষয়।
পরের ভরসা ভাল ত নয়॥"

মালিনীর বাণী শুনি যুবগণ।
নয়ন চালিয়া কহয়ে তখন॥
"দেখিতে দেখিতে নয়ন শীতল।
আমাদের'পর ভরসা কেবল॥
কুসুম সুরভি বহয়ে যথা।
মধুলোভে অলি যায় হে তথা॥
"মালিনী কহয়ে নিজ পরারাম।
ভ্রমর জাতির নাহিক গেয়ান॥"
"যুবগণ কহে কুসুমের ঘ্রাণ।
ভ্রমর জাতির হরে মন প্রাণ॥
ভ্রমরের দোষ মিছা কেন দাও।
কুসুম সুরভি চাপিয়া লুকাও॥"
"মালিনী কহয়ে পরের রসালা—।
হেরি কেন এত নয়নের জ্বালা॥"
যুবগণ কহে রসালা যেথা।
"মধু লোভে অলি ধায় হে সেথা॥"
"মালিনী কহয়ে মোদক তাহার।
হুল্ কাটি দুঃখ দেয় হে অপার॥
অলিবর তবে হুলের জ্বালায়।
বন্ বন্ রবে চারিদিকে ধায়॥
পর দ্রব্যে যারা করয়ে লোভ।
পরেতে তাদের সদাই ক্ষোভ॥

পর দ্রব্যে লোভ উচিত নয়।
কেন কর মিছে চোকের ক্ষয়॥"
মালিনীর বাণী করিয়া শ্রবণ।
স্ব স্ব গুম্ফাধর চাটে যুবগণ॥
"তবে ত মালিনী হাসিয়া কয়।
নিরাশ সুখের কারণ হয়॥
পর দ্রব্য আশে অথির যেই।
আত্মঘাতী হঞা মরুক সেই॥
তেঞি কহি সবে না হও অধীর।
যাও যাও ঘরে মন করি থির॥
মোর সঙ্গ আশ করয়ে যাহারা।
লোক-ধর্ম্ম আদি ছাড়য়ে তাহারা॥
এ কুলে-সে কুলে বাসনা যাদের।
মোর সঙ্গ কভু না হয় তাদের॥
মিশামিশি ভাবে মোরে নাহি পায়।
মরম কাহিনী কহিনু সবায়॥"
মালিনীর বাণী করিয়া শ্রবণ।
লাজে অধোমুখ করে যুবগণ॥
হেনরূপে সবাকার মন হরি।
যাবটেতে যান মালিনী-সুন্দরী॥
ফুলের কাহিনী গাইতে গাইতে।
জটিলার দ্বারে যায়েন ত্বরিতে॥

দুয়ারে দাড়াঞা ফুল গুণ যত।
গায়েন নাগর নিজ অভিমত॥
বেলি অবসানে মালিনীর গীত।
শুনিয়া জটিলা হইলা মোহিত॥
দাসীগণে কহে দ্বারেতে যাইয়া।
মালিনীরে এথা আনহ ডাকিয়া॥
জটিলা বচন করিয়া শ্রবণ।
দ্বারেতে যাইয়া প্রিয় দাসীগণ॥
মালিনীরে কহে এস গো মালিনি!
তোমারে ডাকিছে মোদের গৃহিণী॥
দাসীগণ বাণী শুনিয়া শ্রবণে।
মালিনী কহেন মধুর বচনে॥
তো সবা গৃহিণী কি লাগি ডাকিলা
মালা কি লইবে জটিলা-কুটিলা॥
দাসীগণ কহে জানিব কেমনে।
দুয়ের বাসনা জানে দুইজনে॥
এত কহি শ্যাম দাসীগণ সনে।
উতরেন গিয়া জটিলা অঙ্গনে॥
মালিনীর শোভা হেরিয়া নয়নে।
জটিলা কহয়ে অমীয় বচনে॥
মালিনি! তোমার ভবন কোথায়।
মালিনী কহেন পুরী মথুরায়॥

কংসরাজে মালা আমি যে যোগাই।
মো সম মালিনী আর কেহ নাই॥
মালার গাঁথনি হেরিয়া আমার।
সবাই মোহিত কহিলাম সার॥
মোর মালা-গাঁথা কৌশলাদি যাহা।
কারু আদি করি নাহি জানে তাহা॥
লহ?—লহ? মালা পণ বেশী নয়।
তবেত জটিলা-কুটিলা কহয়॥
কি কব মালিনি! সে দুঃখের কথা।
আমাদের মালা হৃদয়ের ব্যথা॥
নিদারুণ বিধি আমাদের মালা—।
অপহরি হৃদে দিলা মালা জ্বালা॥
মালায় সবার হৃদয় শীতল।
আমাদের মালা দগধে কেবল॥
মালাদি লইয়া বধূর ভবনে।
গমন করহ এই দাসী সনে॥
জটিলা-কুটিলা মোহিয়া নাগর।
উতরেন গিয়া কিশোরীর ঘর॥
কুসুমের ডালি রাখিয়া অঙ্গনে।
ফুলমালা গুণ গায়েন বদনে॥
মালিনীর রূপ-রঙ্গ দরশনে—।
বিমোহিত রাই সখীগণ সনে॥

তবে বিনোদিনী সুহাস্য বদনে।
জিজ্ঞাসেন অতি মধুর বচনে॥
মালিনি! তোমার কোথায় ভবন।
মালিনী কহেন যেথা মধুবন॥
রাই কন একি করিছ চাতুরী।
মালিনী কহেন ঘর মধুপুরী॥
ত্রিদ্বার অতীত সে পুরীর দ্বার।
ত্রিদ্বারে বিরাজে কংসরাজ যার॥
সেই কংসরাজে মালাদি যোগাই।
মো সম মালিনী ভুবনেতে নাই॥
কুসুমালঙ্কার আমার যেমন।
কার সাধ্য নাই রচিতে তেমন॥
আমার মালার রচনা হেরিয়া।
কেবা নাহি রহে মোহিত হইয়া॥
ফুলগুচ্ছ মুই বাঁধিব যেমন।
কোন বা মালিনী বাঁধিবে তেমন॥
আমার ফুলের সৌরভে ভ্রমর।
পদ্মিনী ছাড়িয়া আসে নিরন্তর॥
সজনি! রজনী হেরিয়া পদ্মিনী।
মরম হৃদয়ে হএঃ বিষাদিনী॥
আমার কুসুম নিশায় জাগয়।
কিকি ভ্রমর তেজিঞ সে আসয়॥

ভ্রমর মাতান কুসুম আমার।
মোর ফুলে মন মোহিত সবার॥
আমার ফুলের মধু পিয়ে যেই।
আন ফুল নাহি কভু ছোঁএ সেই॥
আমার মালঞ্চে কুসুমের শোভা।
রসিক অলির মন-আঁখি-লোভা॥
একটী বীজেতে দুই জাতি ফুল।
শ্যামল কাঞ্চন নাহি যার তুল॥
কাঞ্চনে শ্যামলে দুলি দুলি পড়ে।
কভু বা কাঞ্চন শ্যামল উপরে॥
আদি অন্তহীন বীজ দ্বি-বরণ।
আধ শ্যাম আধ দগধ-কাঞ্চন॥
সে বীজের গুণ কহনে না যায়।
জরা আদি দোষ নাহিক তাহায়॥
মোর মালঞ্চের সৌরভ গরবে।
আমোদিত করে নর-নারী সবে॥
মালঞ্চের গুণ কত কব আর।
পদ্মগন্ধ বহে ভূমিতে যাহার॥
আমার সঙ্গিনী মালিনী যে হয়।
তাহার মালঞ্চ অতি চিত্রময়॥
আমার মালঞ্চ বামেতে তাহার।
মালঞ্চ শোভিত অতি চিত্রাকার॥

প্রকৃতি বিকৃতি সদা কাল তথা।
কত কব সেই মালঞ্চের কথা॥
লাখ মুখ যেই পারে ধরিবারে।
সেই তার গুণ কহিবারে পারে॥
সহস্র কমল গন্ধগুণ যেই।
তাহার মালঞ্চ ভূমি গুণ সেই॥
শ্যামল-বরণ রসিক সারঙ্গে।
সেই ত মালঞ্চে বিহরয়ে রঙ্গে॥
হেমোৎপল আর নীলোৎপল লোভা
জড়াজড়িভাবে তথা পায় শোভা॥
কুসুম কৌশল যতেক আছয়।
আমার সঙ্গিনী মালিনী জানয়॥
আমি তার পাশ কুসুম কৌশল—।
শিখিয়াছি,—এই কহিনু সকল॥
মোর মালা যেই পরে একবার।
বশীভূত হয় নাগর তাহার॥
মোর মালা নাশে অন্তরের জ্বালা।
তেঞিও মোর মালা লয় পুরবালা॥
মোর বাঁধা তোড়া যেবা রাখে ঘরে।
নাগর তাহার প্রেমে বাঁধা পড়ে॥
মোর ফুলবৃন্তে যে বায় নাগরে।
নাগর তাহার চরণেতে ধরে॥

মনোজ্ঞ বায়ুতে হিয়াথির যার।
ফুলবৃন্ত নাশে সেই বায়ু তার॥
সজনি! রজনী গন্ধামোদী ফুলে।
নিরমিত বৃন্ত হের মুখ তুলে॥
রাধিকে! সাধিকে! মল্লিকার ছড়ি।
কেমন সুন্দর হের কৃপা করি॥
চম্পাক-কলির মনোহর দুল।
হের লো সজনি! হও্যা অনুকূল॥
যূথির মেখলা পাঁচনর চাঁদে—।
কেমন শোভিত হের লো শ্রীরাধে!॥
সারঙ্গাকর্ষণী যূথির মেখলা।
গাঁথিনু যতনে বসিয়া একলা॥
তোমার কোমরে পরাবার তরে।
চন্দ্রারে বঞ্চিয়া আনু তুয়া ঘরে॥
হেন শুনি রাই নিশ্বাস ছাড়িয়া।
মালিনীরে কন আঁখি ঘুরাইয়া॥
চন্দ্রার পরশ চন্দ্রহার মোয়।
নাহি ছোঁয়াইবে কহিলাম তোয়॥
হেন শুনি শ্যাম মনেতে ভাবয়।
পিরীতি-রতীর্ষা সমর্থা নাশয়॥
তবে ত মালিনী হাসিয়া কহিলা।
রাধে! এ মেখলা চন্দ্রা না ছুইলা॥

হেন কহি শ্যাম কন রাই! শুন।
ফুলছড়ি ফুলবৃন্তাদির গুণ ॥
মোর ফুলছড়ি যে দেখায় নাথে।
ভয়ে নাথ তার ফিরে সাথে সাথে ॥
শিরোমালা দিলে প্রিয় শিরোপরে।
প্রিয় নাহি যায় আর কার ঘরে ॥
শিরোরোগে প্রিয় ধায় বহু বাস।
শিরোমাল সেই রোগ করে নাশ ॥
সম্মোহন আদি পাঁচ বাণ যাহা।
মোর পাঁচ ফুল মাঝে রহে তাহা ॥

"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্থ সায়কাঃ ॥" ১ ॥

মালিনীর মুখে মালাদির গুণ।
শুনিয়া শ্রীমতী হাসে পুনঃ পুনঃ ॥
সখীগণে কন রসিকা-মালিনী।
জানয়ে কত বা রসের কাহিনী ॥
মালিনীর গুণ না যায় কহনে।
নানা ছলে করে অসাধ্য সাধনে ॥
এতেক কহিয়া বিনোদিনী রাই।
জিজ্ঞাসেন মালিনীর মুখ চাই ॥
কহ গো মালিনি! নামটি তোমার।
শুনিতে বাসনা হএগছে আমার ॥

মালিনী কহেন নাম "শ্যামাঙ্গিনী।"
আমারে সবাই জানে বিনোদিনি! ॥
কত বিরহিণী নারী মোর ঘরে—।
আগমন করে প্রিয়-বশ তরে ॥
আকর্ষণ মন্ত্রে প্রবাসী নাগরে।
প্রবাস হইতে টানি আনি ঘরে ॥
স্তম্ভন মন্ত্রেতে বৈরিণী সতিনে।
স্তম্ভিত করিয়া রাখি রাতি-দিনে ॥
উচাটন মন্ত্রে করি উচাটন।
মারণ মন্ত্রেতে জীবন হরণ ॥
বশীকার মন্ত্রে সবে করি বশ।
শুক্‌না কাঠেতে ঢালি মধুরস ॥
মড়ারে হাসাই জীবন্তে কাঁদাই।
ভুয়া পাশ এই কহিলাম রাই! ॥
মালিনীর বাণী করিয়া শ্রবণ।
হাসিয়া কিশোরী কহেন তখন ॥
ফুলতোড়া-বৃন্ত-হার-অলঙ্কার।
মনের মতন যে গুলি তোমার ॥
সেইগুলি মোরে দেহত বাছিয়া।
পণ দিব তোমা আশা পুরাইয়া ॥
এ বোল শুনিয়া মালিনী কহয়।
আশাপূর্ণ লাগি লনু তবাশ্রয় ॥

তবাশ্রয়ে আশা পূর্ণ নহে যার।
তার সম আগি নাহি হেরি আর॥
আশা পরিসীমা তবাশ্রয় হয়।
ভাগ্যহীন জন বুঝিতে নারয়॥
এতেক কহিয়া মালিনী তখন।
রাধারে সাজায় মনের মতন॥
কুসুম-কাঁচুলি আগে পরাওল।
করেতে কঙ্কণ বালা লাগাওল॥
উপর হাতেতে ফুলাঙ্গদ দিলা।
তদুপরি ফুল তাবিজ অর্পিলা॥
কুসুম-ঝুমকা আর কাণবালা।
কাণে পরাইলা বিদগধ কালা॥
ফুল মাল জাল কবরী বেড়িয়া।
লাগাওল শ্যামমালিনী হাসিয়া॥
ফুলের থোপ্না ঝোলাওল তায়।
ফুল চিক-হার দিলেন গলায়॥
কুসুমের সিঁথি বান্ধিয়া নাগর।
মুকুট দিলেন তাহার উপর॥
ফুল-কাঞ্চীদাম নিতম্ব বেড়িয়া—।
পরাওল শ্যাম স্বরসে রসিয়া॥
ফুলের-নূপুর সমর্পিলা পায়।
কুসুম-চুট্‌কি অঙ্গুলে লাগায়॥

তবে ফুলবৃন্ত আর ফুল তোড়া।
রাই করে দিলা শ্যাম মন-চোরা॥
ফুল সাজ হেরি শ্রীমতী রাধার।
আনন্দে মালিনী কহে বার বার॥
আমি কি তোমায় সাজাইতে পারি।
কৃপা করি নিজে সাজিলা পেয়ারি ? ॥
কুসুম-কিশোরী শোভা দরশনে।
সখীগণ হাসে প্রেমানন্দ মনে॥
স্বপতি সহিত দেবাঙ্গনাগণ।
বিমানে রহিয়া করে দরশন॥
ঝাঁকে ঝাঁকে আসি মত্ত-মধুকর।
সুধা লোভে পড়ে কিশোরী উপর॥
তবেত মালিনী কন যোড়-করে।
পুষ্পাঞ্জলি দিব শ্রীচরণোপরে॥
পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রাঙ্গা পায়।
প্রাণ সমর্পিব,—কহিনু তোমায়॥
স্থূল-সূক্ষ্ম ভূত-জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়।
রূপ রস আদি বিষয় অমীয়॥
এই পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পায়।
পরাণ অর্পিতে বাসনা হিয়ায়॥
দেহাদি অর্পণ তোমার চরণে।
শান্তিসুখ সেই হরিণ-লোচনে ! ॥

এতেক কহিয়া মালিনী নাগর।
পুষ্পাঞ্জলি দেন রাই পদোপর॥
শ্রীমতী তখন বুঝিলা অন্তরে।
মালিনী সাজিয়া শ্যাম এল ঘরে॥
মালিনীর রীতি হেরি সখীগণ।
বুঝিয়া দূরেতে করে পলায়ন॥
মালিনীর কর ধরি সহচরী।
প্রবেশ করেন মন্দির ভিতরি॥
পর্য্যঙ্ক-শয্যায় বসাএগ নাগরে।
প্রণমে কিশোরী শ্রীচরণ ধরে॥
নাগর তুলিয়া কোলেতে বসায়।
বদন চুম্বেন আনন্দ হিয়ায়॥
লাজ দিঠে প্যারী বঁধুমুখ চাই।
কন তুয়া সম ঢুটা আর নাই॥
কত সাজ বঁধো! সাজিবারে পার।
তোমারে চিনিতে সাধ্য নাহি কার।
রঙ্গ ভঙ্গ ভাব ছলনা তোমার।
দেখিলে অন্তর নাহি ভুলে কার
কিশোরীর বাণী শুনিয়া নাগর।
কন রাই পাশ যুড়ি দুই কর॥
"আমি মূলাশ্রয় মূলকার্য্য তুমি।
আমি হে আকাশ রাই! তুমি ভূমি

পাঁচ গুণ তোমা সদা বর্ত্তমান।
তার মধ্যে তিন গণিয়ে প্রধান॥”
তোমার লাগিয়া নানা সাজ সাজি।
তথাপিহ তুমি নহ মোরে রাজি॥
সে “দুর্জ্জয়মান” হইলে স্মরণ।
অন্ধকারময় হেরি ত্রিভুবন॥
চির অনুগত দাস যেই জন।
তার প্রতি এত মান অকারণ—॥
উচিত না হয় ত্রৈলোক্য-সুন্দরি!।
নিবেদিনু এই শ্রীচরণ ধরি॥
বঁধুর বচন করিয়া শ্রবণ।
সকাতরে প্যারী করে নিবেদন॥
তোমার লাগিয়া গোকুলে বসতি।
তোমার লাগিয়া হইনু অসতী॥
তোমার লাগিয়া ধরম-করম।
সব তেয়াগিনু কহিনু মরম॥
কুল-লাজ-ভয়ে দিয়া জলাঞ্জলি।
তোমার লাগিয়া কাঁদি বনমালি!॥
কি আর বলিব তোমার চরণে।
তুমি গতি মোর জীবনে-মরণে॥
তোমার বিনোদে আমি বিনোদিনী।
তোমার সোহাগে আমি সোহাগিনী॥

তোমার গরবে আমি গরবিনী।
তোমার মানেতে আমি যে মানিনী॥
তোমার আহ্লাদে আমি আহ্লাদিনী।
তোমার আনন্দে আমি আনন্দিনী
তোমার রসেতে আমি রসিকিনী।
তোমার ভাবেতে আমি যে ভাবিনী॥
তোমার রাধনে আমি যে রাধিকা।
তুমি হে! নায়ক আমি হে নায়িকা॥
তোমার সেবায় আমি হে! সেবিকা।
তোমার প্রেমেতে আমি হে! প্রেমিকা
আমি দেহ তুমি প্রিয়-প্রাণধন।
রাতুল চরণে এই নিবেদন॥
শ্রীমতীর বাণী করিয়া শ্রবণ।
মদনে মাতিয়া নাগর তখন॥
উরসে রাখিয়া শ্রীমতী রাধায়।
সাধে নিজ কাজ শ্যাম-নটরায়॥
গোপনে রহিয়া কোন এক সখি।
মৃদুহাসে মালিনীর কাজ লখি॥
মালিনী সাজিয়া বিদগধ রাজ।
সাঁজের বেলায় সাধে নিজ কাজ॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণের মিলন।
বদন ভরিয়া বল ভক্তগণ!॥

মালিনী মিলন মোহন-শৃঙ্গার।
রসিক ভকতে করিলা প্রচার॥
প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসিক যাহারা।
এ শৃঙ্গার রস না বুঝে তাহারা॥
এ বিপিন দাস হেন রস সার।
বুঝিতে না পারে কেমন প্রকার॥ ১৭॥

মনের প্রতি।

পঞ্চদশ মুহূর্ত্তেতে মালিনী-মিলন॥
ওরে মনঃ! অনুদিন করহ স্মরণ॥ ১৭॥

ফলশ্রুতি।

সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করি যেইজন।
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এই "মধুর-মিলন"—॥
দিনমান পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত সময়ে—।
পঠন-শ্রবণ করে প্রেমার্দ্র হৃদয়ে॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিধুবন লীলা সার।
নয়নে হেরয়ে সেই কি কহিব আর॥
কাম-পর-তন্ত্র জন "মধুর-মিলন"।
ভক্তিভাবে করে যদি পঠন-শ্রবণ॥
হৃদয়স্থ কাম তার দূরীভূত হয়।
শ্রীশুকের বাক্য এই মিথ্যা কভু নয়॥

অথবা প্রাকৃতা শ্রদ্ধা সহ যেইজন।
নিত্য পড়ে শুনে এই "মধুর মিলন" ॥
হৃদয়স্থ কাম আদি হয় তার নাশ।
শ্রীদশমে শুকদেব করেন প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীদশমে।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ১ ॥

প্রভু দীননাথ সুত এবিপিন দাসে।
"মধুর-মিলন" পাঠাদির ফল ভাসে ॥ ১ ॥

গ্রন্থোক্তমন্ত্র।

ওহে মধু প্রিয় চঞ্চরীক ভক্তগণ !।
অসন্মধু পান স্পৃহা আর কি কারণ ॥
মক্ষিকার ব্যভিচার দোষ নিবন্ধন।
মধুকে সন্মধু বলি না করি গণন ॥
সর্ব্বোত্তমোত্তম মধু "মধুর-মিলন।"
আত্মলোভানন্দে পান কর সর্ব্বক্ষণ ॥

গ্রন্থকারেণোক্তং।

ন মধু মধু মন্যেসন্মক্ষিকা ব্যভিচারতঃ।
পিবন্তু সন্মধু নিত্যং লোভাম্মধুর সঙ্গমম্ ॥ ১ ॥ ২ ।

আত্ম-পরিচয়।

জয় জয় গুরুদেব প্রভু-যজ্ঞেশ্বর।
রজত-বরণ কান্তি দ্বিভুজ-সুন্দর॥
শ্বেত-নীলাম্বর ধর, চন্দনে চর্চ্চিত।
সূক্ষ্ম-শুভ্র পুষ্পমাল্য শ্রীকণ্ঠে শোভিত॥
পরমেশ-ভক্তরূপ দ্বিবিধ প্রকাশ।
কৃষ্ণ পূজ্য-পূজারত-কৃষ্ণ প্রভু-দাস॥
পরম করুণাময়, সেবক বৎসল।
সকাম-নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন সম্বল॥
জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ-ধাম।
জয় গদাধর জয় নিত্যানন্দ-রাম॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় শ্রীবংশীবদন।
জয় রামচন্দ্র জয় শ্রীশচী-নন্দন॥
জয় গৌরভক্তগণ পতিত-পাবন।
ভুবন মঙ্গলময়, ভাব নিষ্কিঞ্চন॥
শ্রীবংশী বদনাত্মজ চৈতন্য-নিতাই।
চৈতন্য-নন্দন রাম-শচী দুই ভাই॥
রাম আর শচীরূপে শ্রীবংশীবদন—।
জন্ম লভি গৌড়ে প্রকাশিলা বৃন্দাবন॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব দেবপূজ্য দেবত্রয়।
স্ব-স্ব অংশে হইলেন শ্রীশচী তনয়॥

শ্রীরাজবল্লভ-শ্রীবল্লভ-শ্রীকেশব।
এই তিন প্রভু তিন দেবাংশ সম্ভব॥
অভিন্ন শ্রীরাম-শচী শ্রীবংশী প্রকাশ।
এ তত্ত্ব বুঝয়ে গৌরাঙ্গের প্রিয়দাস॥
প্রভু-নিত্যানন্দ শক্তি জাহ্নবী মাতার।
পালিত তনয়ানুগ রাম-শচী আর॥
শ্রীবল্লভাত্মজ প্রভু শ্রীগোপাল কৃষ্ণ।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতনিষ্ঠ সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট॥
তাঁহার নন্দন দেব হরি নারায়ণ।
যাঁর পুত্র গদাধর বিখ্যাত ভুবন॥
গদাধর প্রিয়াত্মজ ভকতি রসাল—।
দর্পনারায়ণাদ্বৈত আর প্রেমলাল॥
প্রভু দীননাথ দেব প্রেমলাল সুত।
যাঁহার দাক্ষিণ্য-দিক্ষ গুণ অদভুত॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চিত্র মধুর-মিলন—।
চিন্তাশীল বংশী বংশোদ্ভব প্রভুগণ॥
কর্ম্ম মিশ্রা জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি অনাদর
বংশী বংশে নিত্য হয় নয়নগোচর॥
বংশী বংশ প্রভুগণে রাম কৃষ্ণাশ্রয়ে।
সর্ব্ব কর্ম্ম সাধে নিত্য আনন্দ হৃদয়ে॥
গৌরপ্রিয় সেই বংশী বংশ অবতংস।
মোর পিতা দীননাথ, সজ্জন প্রশংস্য॥

মাতা মোর "নর্ম্মসখী" সতী শিরোমণি ;
রাম-কৃষ্ণ-পরায়ণা, দুঃখীর জননী ॥
সপ্তদশ-দ্বিসপ্ততি শকের গণনে।
বুধবার-স্বাতিঋক্ষে-শ্রবণ নয়নে ॥
শুচি-শুক্লানবমীতে প্রদোষ সময়।
কর্কট লগ্নেতে ভবে মম জন্ম হয় ॥
পরম আদরে দেব শ্রীপিতৃ চরণ।
"বিপিন বিহারি" নাম করেন রক্ষণ ॥
মাতৃরজ-পিতৃশুক্র পবিত্র প্রভায়।
জনম হইল মোর বৈষ্ণবী ধরায় ॥
কি কব দুঃখের কথা নিজ কর্ম্মদোষে।
জন্মাবধি পড়িলাম দেব-দ্বিজ-রোষে ॥
আর দুঃখ কহিবারে বুক ফেটে যায়।
বাল্যে মাতা, যৌবনেতে জনক আমায় ॥
মায়াময় সংসারেতে একাকী রাখিয়া।
পরলোকে যাইলেন শ্রীহরি স্মরিয়া ॥
বাল্যে মাতৃ আর যৌবনেতে পিতৃহীন।
নিজ কর্ম্মদোষে হৈল অভাগ্য বিপিন ॥
সেই হেতু কৃষ্ণভক্তি বিদ্যা উপার্জ্জনে—।
বঞ্চিত হইয়া কৈনু অসদালিঙ্গনে ॥
জনক-জননীহীন অকালে যে হয়।
নানাবিধ ক্লেশ তার অদৃষ্টে ঘটয় ॥

"দশমূলরস" গ্রন্থ "বৈষ্ণব-জীবনে।
এ সব বিস্তার ক্রমে করিনু বর্ণনে॥
প্রভু বংশী বংশ আর মম পরিচয়।
ঐছে গ্রন্থে সুবিস্তার প্রকাশ আছয়॥
এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
অতি দুঃখে সমাপিনু "মধুর-মিলন"॥
ওহে প্রাণাধিক প্রিয় "মধুর-মিলন!"।
অতি ক্লেশে করিলাম তোমা সমাপন॥
আশা নাহি ছিল মনে তোমা হেন ধনে—।
সম্পূর্ণ করিয়া সুখে হেরিব নয়নে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দেক্ষণে সেই মন আশ—।
পরিপূর্ণ হৈল এবে, এ বড় উল্লাস॥
"বনদেবী-সম্মিলন" বর্ণন সময়।
সাঙ্ঘাতিক রোগ "অংশ স্ফোটক" দুর্জ্জয়—
আক্রমি ফেলিলা মোরে মরণ শয্যায়।
সে যন্ত্রণা কথা কিছু কহনে না যায়॥
সুশীলা-স্বধর্ম্মরতা-সতীবিভূষণা।
গুরু-কৃষ্ণ-ভক্তিমতী-পতিপরায়ণা॥
কর কুলনারী-সর্ব্বজন বিনোদিনী।
ধীরা-বুদ্ধিমতী অতি-মধুরভাষিণী॥
শ্রীহেমনলিনী বালা মম শিষ্যা হয়।
পতি যাঁর শ্রীরাধা গোবিন্দ গুণালয়॥

শ্রীহেমনলিনী বালা হৃদে সর্ব্বক্ষণ।
বিলাস করুন রাধা গোবিন্দ-চরণ ॥
ভিষকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীরাধাগোবিন্দ।
যাঁর যশোগন্ধ বহে যিনি অরবিন্দ ॥
ভারতের রীতি-নীতি রক্ষণ তৎপর।
ম্লেচ্ছদেশোদ্ভব দ্রব্যে সদা অনাদর ॥
পরম উদারমতি দীনে দয়াবান।
সজ্জন-মণ্ডলী যাঁর গুণ করে গান ॥
সম্যক মসৃণ চিত্ত কৃষ্ণে ঘনাদর।
মোর প্রতি পরমেষ্ট ভাব নিরন্তর ॥
চিকিৎসা করেন মোরে সেই প্রিয়কর।
ঔষধাদি নিজ ব্যয়ে দেন নিরন্তর ॥
মাসদ্বয় কাল মোরে যত্ন সহকারে।
চিকিৎসিয়া সুস্থকায় করেন এবারে ॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দেক্ষণ বিনা এ জীবন—।
কাহার যত্নেতে নাহি হইত রক্ষণ ॥
জীবন অবধি রাধাগোবিন্দ সকাশে।
ঋণী হইয়াছি আমি এ ভব আবাসে ॥
স্বীয় সাধু গুণে রাধাগোবিন্দ আমারে।
ঋণাঋণ্য করি যেন স্বগুণ প্রচারে ॥
শ্রীরাধামাধব শিষ্ট শ্রীরাধা-রমণ।
শ্রীরাধা কিশোর ভ্রাতৃসহ সর্ব্বক্ষণ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ যেন পরানন্দে রন।
রাম-কৃষ্ণ পাশ এই করিয়ে প্রার্থন ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ অন্তরে—।
বিলাস করুন নিত্য রাস রসভরে ॥ ৩ ॥

মধুর-মিলনার্পণ।

অষ্টাদশ সপ্তবিংশ শকে শুভাশ্বিনে।
গুরুবার-মূলাঋক্ষে উনবিংশ দিনে ॥
প্রাণাধিক-প্রিয়তম "মধুর-মিলন"।
নিশায় গৌরাঙ্গালয়ে হৈল সমাপন ॥
দেব্যাগম দিন যেই অতি পুণ্যময়।
"মধুর-মিলন" সেই দিনে পূর্ণ হয় ॥
আশা নাহি ছিল মনে "মধুর-মিলনে"—।
সম্পূর্ণ করিয়া ইষ্টে করিব অর্পণে ॥
রাম-কৃষ্ণেচ্ছায় আশা হইল পূরণ।
তেঞিঃ রামকৃষ্ণে গ্রন্থ করিনু অর্পণ ॥
প্রসাদ মাগিয়া এবে রামকৃষ্ণ পাশে।
ভক্তে "ভেট" দিনু গ্রন্থ মনের উল্লাসে ॥ ৪

স্নিগ্ধভক্ত-শিষ্যাদির প্রতি।

মম অন্তেবাসী শ্রীমহেন্দ্রলালাখ্যান।
প্রভু বংশী বংশ ধীর ভক্ত মতিমান ॥

বংশী বংশ্য হরিপদ গোস্বামী সুধীর।
গুরু কৃষ্ণ নিষেবণে মতি যাঁর স্থির॥
শ্রীভক্তি বিনোদোপাধি কায়স্থভূষণ।
শ্রীকেদারনাথ দত্ত-ভক্ত-বিচক্ষণ॥
বৈষ্ণবের-অগ্রগণ্য কেদার যেমন।
কেদার তদ্রূপ প্রায়, কন ভক্তগণ॥
কেদারের গুণাবলী সজ্জন সভায়—।
পরম আনন্দে সংকীর্ত্তিত হয় প্রায়॥
যথা সতী ভগবতী তথা ভগবতী—।
পতিরতা পত্নী তাঁর অতি গুণবতী॥
গুরু কৃষ্ণে নিষ্ঠাভক্তি তাঁহার সমান।
রমণীকুলেতে অতি বিরল সন্ধান॥
মিত্রকুল ধুরন্ধর শ্রীমণি মাধব।
কৃষ্ণগুণ গানে যাঁর পরম উৎসব॥
"কাদম্বিনী" ভার্য্যা তাঁর সতী-ভক্তিমতী।
গুরু-কৃষ্ণ-পাদরতা-ধীরা-গুণবতী॥
শ্রীবঙ্কবিহারি মিত্র-ভক্তমিত্রবর।
শ্রীকৃষ্ণপ্রবণচিত্ত ভক্তিরত্নাকর॥
তাঁর পত্নী মম শিষ্যা সৌদামিনী নাম।
সতীকুলভূষা, কৃষ্ণে মতি অবিশ্রাম॥
তদীয়া ননদী শ্রীরাখালদাসী নাম।
সাধ্বী ভক্তিমতী-ব্রজচিন্তা অবিরাম॥

মধুর-মিলন ।

ভরদ্বাজ গোত্র বিপ্র এককড়ি নাম ।
যাঁহার হৃদয়সদ্মে কৃষ্ণের বিশ্রাম ॥
মিত্র কুলোদ্ভবা নাম শ্রীকৃষ্ণরমণী ।
গুরু-কৃষ্ণরতা-সাধ্বীকুল-শিরোমণি ॥
তাঁহার অগ্রজাত্মজা মৃণালিনী নাম ।
সতীবরা নাম-পরা হৃদে রাধাশ্যাম ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ কর কৃষ্ণে ঘনাদর ।
কৃষ্ণলীলাঙ্কিত যাঁর ভবন ভিতর ॥
শ্রীহেমনলিনীবালা সাধ্বী পত্নী তাঁর ।
শ্রীগুরু-গোবিন্দে অবিচ্ছেদ মতি যাঁর ॥
শ্রীরাধামাধবপত্নী মোক্ষদাসুন্দরী ।
সতী ভক্তিমতী যথা মায়েশা শঙ্করী ॥
কেদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী নাম
পতিপরা শ্রীগৌরাঙ্গে মতি অবিশ্রাম ॥
কায়স্থ বংশেতে জন্ম দত্ত নারায়ণ ।
সুশীল শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরায়ণ ।
বর্দ্ধকী বংশাবতংস-বৈষ্ণবপ্রবর ।
শ্রীবিহারিলাল রায়, সর্ব্বগুণাকর ॥
ভাগবত-ভূষণাখ্যা উপাখ্যা সুন্দর ।
"মধুর-মিলনে" অতি প্রফুল্ল অন্তর ॥
পরম উদারমতি-দীনে দয়াবান ।
হৃদয়ে বিরাজে যাঁর বর্দ্ধমান-জ্ঞান ॥

"হরিভক্তি-তরঙ্গিণী" মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়।
অকাতরে মম করে সাদরে অর্পয় ॥
"দশমূলরস" "গ্রন্থ "বৈষ্ণব-জীবন।"
যাঁহার যত্নেতে দেখিলেন সর্ব্বজন ॥
তাঁর পত্নী কুমুদিনী সুশীলা-সুধীরা।
পতি-বিপ্র-পদরতা কৃষ্ণে মতি স্থিরা ॥
বুদ্ধিমতী-গুণবতী সতী বিভূষণা।
শ্রবণ-স্মরণ পরা নাম পরায়ণা ॥
ব্রাত্যবৈশ্য-কুলোদ্ভব সুধীর কুমার—।
শ্রীদীনেন্দ্র নারায়ণ রায় গুণাধার ॥
মম প্রিয়, ভক্তানুগ কৃষ্ণৈক শরণ।
পর উপকারে রত সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
ভক্তিভৃঙ্গোপাধি রাম সেবক আখ্যান।
যাঁহার হৃদয়ে রাধা-গোবিন্দাধিষ্ঠান ॥
ব্রাত্য বৈশ্য কুলোদ্ভব শ্রীতুলসী দাস।
গুরুপাদপদ্মরত নামেতে উল্লাস ॥
তাঁহার অনুজ ভক্ত হরেকৃষ্ণাখ্যান।
সুধীর শ্রীগুরুনিষ্ঠ অতি গুণবান ॥
সদার সহিত দুই ভাই অনুক্ষণ।
হৃদয়ে করেন ধ্যান শ্রীগুরু-চরণ ॥
রাধাপ্রিয় সখী চিত্রা সম গুণবতী।
চিত্রাসখী নাম গুরু ভক্তিমতী-সতী ॥

মধুর-মিলন

সতী শৈলবালা যথা শৈলবালা তথা।
হরিনাম-পরায়ণা-গুরুপদ রতা॥
দূরে রহি দুইজনে বৈষ্ণব পূজয়।
অসঙ্গ ভাবেতে কৃষ্ণ ভজন করয়॥
ভক্তি রত্নোপাধি শ্রীকেশব চন্দ্র নাম।
যাঁহার হৃদয়ে রাম কৃষ্ণের বিশ্রাম॥
তদীয়ান্তেবাসী শ্রীযশোদালালাখ্যান।
গুরু-হরি পদ রত ধীর গুণবান॥
শ্রীকেশব চন্দ্রানুজ হরি অভিধান।
হরিগুণ গাণাভিজ্ঞ-ধীর মতিমান॥
পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্র সোম ভক্তবর।
গুরুসেবা-পরায়ণ ভক্ত অনুচর॥
এই সব স্নিগ্ধ ভক্ত মমানুগ গণ।
আস্বাদন করু নিত্য "মধুর-মিলন"॥
স্নিগ্ধভাব অনভিজ্ঞ ভক্ত শিষ্যগণে।
ক্রমে অধিকার পাবে "মধুর-মিলনে"॥
সিদ্ধভাব বিনা এই "মধুর-মিলন"—।
আস্বাদনে অধিকার নাহি কদাচন॥ ৫॥

শ্রীমৎপ্রভু বংশীবদনান্বয়গণ প্রতি।

শ্রীশ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া-ব্যাঘ্রপাদারণ্য।
যথা শোভে রাম-কৃষ্ণ সরব শরণ্য॥

তথা অধিষ্ঠিত যত প্রভুপাদগণ।
"মধুর-মিলন" তাঁরা করুন স্বাদন॥
বৈঁচি-রাধাকান্তপুরবাসী প্রভুগণে।
পিরীতি করুন নিত্য "মধুর-মিলনে"॥ ৬॥

শ্রীবংশীবদন শাখানুশাখা প্রতি।

দক্ষিণাদি দেশবাসী বংশীশাখাগণ।
তাঁহাদের শাখা যত আছে নিরূপণ॥
সবাই আনন্দ মনে "মধুর-মিলন"।
অনুদিনাসঙ্গে করু পঠন-শ্রবণ॥ ৭॥

শ্রীবংশীবদনপৌত্র শ্রীমৎপ্রভু রামচন্দ্র গোস্বামির শাখানুশাখা প্রতি।

পশ্চিম-রাঢ়াদি বাসী রামশাখা যত।
তাঁহাদের শাখা দেবী জাহ্নবানুগত॥
"মধুর-মিলন" গ্রন্থ সেই সবাকার—।
নির্ম্মল হৃদয়ে করু আনন্দ বিস্তার॥
রসিক ভক্তের এই "মধুর-মিলন"।
"স্মরণ-মঙ্গল" রূপ-হৃদয়ের ধন॥ ৮॥

ভক্তগণ প্রতি।

রসিকানন্দদ "দিবা মধুর-মিলন"।
বিস্তার না করিলেন পূর্ব্ব কবিগণ॥

গৌরাঙ্গ কৃপায় আমি করিনু বিস্তার।
ইথে কিছু অপরাধ না হউ আমার ॥
"মধুর-মিলন" কাব্য করিয়া দর্শন।
শুচি-রসাত্মক বঙ্গ-ছন্দ কাব্যগণ—॥
রসিক সমিতি ছাড়ি স্ব-স্ব পিতৃ-অঙ্কে।
ক্রন্দন করুক খেদ-সরম-আতঙ্কে ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই "মধুর-সঙ্গম।"
"মধুর-মিলন" কাব্য সর্ব্ব কাব্যোত্তম ॥
ওহে প্রিয় ভক্তগণ! এই নিবেদন।
স্ব-স্ব অধিকার-ভাব করিয়া স্মরণ—॥
"স্মরণ-মঙ্গল" এই "মধুর-মিলন"।
পরম পিরীতি সহ করুন পঠন ॥
রসিক ভক্তের ধন "মধুর-মিলন"।
অধিকারি নহে ইথে কর্ম্মী-জ্ঞানী গণ ॥
কর্ম্মী-জ্ঞানী-বিধিভক্ত "মধুর-মিলনে"।
বঞ্চিত হইয়া আছে বিধি বিড়ম্বনে ॥ ৯ ॥

পরলোকগত মৎপূজনীয়গণ এবং ভক্তত্রয় প্রতি

বংশী বংশ মম গুরু প্রভু যজ্ঞেশ্বর।
যাঁহার মহত্ত্ব-তত্ত্ব লোক অগোচর ॥

মম গুরুপত্নী দেবী ভুবনমোহিনী।
কৃষ্ণসেবা পরা মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী॥
বংশী বংশ অবতংস প্রভু প্রেমলাল।
মম পিতামহ ভক্ত রসিক-রসাল॥
মম পিতামহী দেবী শ্রীঅনঙ্গমণি।
কৃষ্ণসেবা রতা নারীকুল শিরোমণি॥
মম জ্যেষ্ঠতাত প্রভু বনমালী নাম।
যাঁহার হৃদয়ে সদা কৃষ্ণ-বলরাম॥
মম পিতৃদেব প্রভু দীননাথাখ্যান।
যাঁহার হৃদয়ে রাম-কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
জ্যেষ্ঠতাত পত্নী দেবী-দুর্গামণি নাম।
যাঁর হৃদিপদ্মে রাম-কৃষ্ণের বিশ্রাম॥
প্রভু দীননাথ পত্নী জননী আমার।
"নর্ম্মসখী ঠাকুরাণী" অভিধা যাঁহার॥
রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম রতা পতিপরা।
সুশীলা-সুধীরা-বালা সতীকুলবরা॥
পরলোকগত এই পূজনীয়গণে।
পরিতুষ্ট হোন এই "মধুর-মিলনে"॥
নাম-প্রেম-ভক্তিসিদ্ধ ভগবান দাস।
গৌর নিত্যানন্দ প্রিয়াম্বিকা পাটে বাস॥
যাঁহার যত্নেতে মোর প্রেমাস্থ দর্শন।
প্রীতিদ হউক তাঁর "মধুর-মিলন"॥

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গনিষ্ঠ হরেকৃষ্ণ দাস।
কৃষ্ণনাম-লীলা গুণ গানেতে উল্লাস ॥
অতিশয় প্রিয় গৌর-গোপীনাথাঙ্গন।
কল্যাণ করুন তার "মধুর-মিলন" ॥
ভাগবতভূষণাখ্যা দাস শ্রীমাখন।
উত্তরলোকেতে গ্রন্থ করুক দর্শন ॥ ১০ ॥

মৎস্নেহাস্পদাগণ প্রতি।

মোর জ্যেষ্ঠতাত সুত বধূ-কুমুদিনী।
রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তানুশালিনী ॥
মম পত্নী ভক্তিমতী শ্রীকৃষ্ণকামিনী।
পুত্র-কন্যা-স্নেহবতী সেবক-পালিনী ॥
মম প্রিয়াত্মজা দেবী প্রভাত-কুমারী।
যাহার অন্তরে সদা রাম-বংশীধারী ॥
মম ভার্য্যানুজা ক্ষান্তমণি নাম হয়।
গৌরসেবা ফলে যার ভক্তির উদয় ॥
মম পুত্র কন্যাদির স্নেহময়ী ধাত্রী।
থাকমণি নাম মম পত্নী প্রিয়পাত্রী ॥
রামকৃষ্ণ সেবা রতা এই নারীগণে।
সন্তুষ্ট হউক এই "মধুর-মিলনে" ॥
মম পুত্র-পৌত্র আর দৌহিত্রেয় গণ।
সময়ে আস্বাদে যেন "মধুর-মিলন" ॥ ১১ ॥

শ্রীবাগ্বাণীচরণে নিবেদন।

ওগো মা! জননি! বাণি! তব শ্রীচরণে।
দন্তে তৃণ ধরি এই করি নিবেদনে॥
ভ্রমপূর্ণ বজ্রসম কঠিন বচনে—।
বহু দুঃখ দিয়াছি মা! তব স্নিগ্ধ মনে॥
সেই সব অপরাধ ক্ষম? মা! আমার।
জন্মান্তরে দেখা যেন পাইগো তোমার॥
মধুর হইতে মধু "মধুর-মিলনে"।
পরিতুষ্ট হ'য়ে হের প্রসন্ন নয়নে॥
মম পুত্র আদি যেন তোমার চরণ।
জীব কালাবধি সুখে করে নিষেবণ॥
পুণ্যক্ষেত্র রত্নপ্রসূ-ভারতে যাহারা।
তব পদ নাহি সেবে জীবন্মৃত তারা॥
ওগো কৃপাময়ি! কৃপা করি বিতরণ।
জন্মান্তরে মম কণ্ঠে করিহ গমন॥
কত আর নিবেদিব ও রাঙ্গা চরণে।
পরিতুষ্ট হও মাতঃ! "মধুর-মিলনে"॥ ১২॥

লেখনী প্রতি।

হে লেখনি! আজ তোমা করিয়া চুম্বন।
প্রিয় পুত্রাদির করে করিনু অর্পণ॥

লেখনী-পুস্তিকা-বালা পর করার্পণে।
নষ্টা-ভ্রষ্টা-বিমর্দ্দিতা হয় অপালনে॥
পুনঃ পাইবার আশা প্রায় নাহি রয়।
এ লাগি পরের করে দান ভাল নয়॥

"লেখনী পুস্তিকা বালা পরহস্তা গতাগতাঃ।
আগতা দৈবযোগেন নষ্টা ভ্রষ্টা চ মর্দ্দিতাঃ॥" ১॥

হে লেখনি! এ জনমে মম করাধারে—।
আর নাহি এস? এই কহি বারে বারে॥
হে কান্তে! সরলে! পুনঃ করি নিবেদন।
জন্মান্তরে মম করে কোর আগমন॥
অষ্টচত্বারিংশবর্ষ মম করাধারে।
জ্বালাতন হ'লে প্রিয়ে! অনেক প্রকারে॥
"মধুর-মিলন" রস করি আস্বাদন।
ওহে কান্তে! সেই জ্বালা কর নিবারণ॥
কিভাবে রাখিবে তোমা পুত্রাদি সকলে।
গোবিন্দ জানেন তাহা, অখলে! অবলে! ॥১৩॥

মস্যাধার প্রতি।

ওহে প্রিয় মস্যাধার! করি নিবেদন।
মম আঁখিপথ ছাড়ি করহ গমন॥
বহুদিন জ্বালাতন করিনু তোমারে।
ক্ষমা কর সেই দোষ কহি বারে বারে॥

ভগ্নভয়ে এবে তোমা পুত্রাদির করে।
সমর্পণ করিলাম পরম আদরে॥
অবশেষ রস এই "মধুর-মিলন"।
আস্বাদিয়া সুখে রহ পুত্রাদি সদন॥
"দুর্গন্ধাহংজ্ঞানমসি" দ্বারা তোমা ধনে—।
পূর্ণ যেন নাহি করে মো-পুত্রাদিগণে॥
ওহে প্রিয় মস্যাধার! মম জন্মোত্তরে।
কৃপা করি দেখা দিও? কহিনু কাতরে॥ ১৪॥

লেখ্যপত্র প্রতি।

ওহে প্রিয় লেখ্যপত্র! করি নিবেদন।
মম কর ছাড়ি এবে করহ গমন॥
ছিন্ন করিয়াছি তোমা অনেক প্রকারে।
ক্ষম সে অজ্ঞতা দোষ? কহি বারে বারে॥
ছিন্ন ভয়ে আজি তোমা পুত্রাদির করে—।
সমর্পণ করিলাম পরম আদরে॥
এবে অঙ্গ স্নিগ্ধ করি "মধুর-মিলনে"।
জন্মান্তরে মম করে কোর আগমনে॥ ১৫॥

মম জীবনের প্রতি।

হে জীবন! করযোড়ে কহি বার বার।
প্রপঞ্চ বিলাস স্পৃহা কর পরিহার॥

প্রপঞ্চ বিলাসে কেন হইছ মগন।
প্রপঞ্চ বিলাস-সুখ পতন কারণ॥
প্রপঞ্চ বিলাসে থুথু করিয়া প্রদান।
মধুর-মিলনাস্বাদে হও যত্নবান॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই "মধুর-মিলন।"
চিদানন্দ-বৃন্দাবনে কর আস্বাদন॥
হে প্রিয় জীবন! যদি ধন্য হইবারে—।
বাসনা থাকয়ে তব প্রপঞ্চ সংসারে॥
তবে নিত্য চিদানন্দরস-বৃন্দাবনে—।
মধুর-মিলনাসঙ্গে কর আস্বাদনে॥
যে জীবন আস্বাদয়ে "মধুর-মিলন।"
সে জীবন ধন্য! ধন্য! ধন্য! সর্ব্বক্ষণ॥

মর্ম্মাক্ষেপোক্তি।

ঘোর কলি তাহে মোর ইন্দ্রিয় প্রবল।
ভক্তিপথে কাঁটা দিল মীমাংসক দল॥
কোথা যাই কিবা করি নারি বুঝিবারে।
যাহারে শুধাব ইহা সে সংসার পারে॥
সে প্রেম বিপণি আর কোন দিকে নাই।
হাহাকার সর্ব্বদিক দেখিবারে পাই॥
এ বিপদে রক্ষা কর রাম! কৃষ্ণ! মোরে।
তোমা দুই বিনা গতি নাহি ভবঘোরে॥

"মধুর-মিলনে" শান্তিসুখ লাভ করি।
ভাবপর হই যেন তোমা দুই স্মরি॥
হেনকালে হেন শান্তি সুখআশা মনে।
উন্মত্ত ব্যতীত নাহি করে অন্য জনে॥
ভবের অশান্তি আর সহ্য নাহি যায়।
কৃপা কর রাম! কৃষ্ণ! নিবেদিনু পায়॥ ১৭॥

আমার বিদায়।

হে জননি! জন্মভূমি! জনক! আমার।
বিদায় মাগিয়ে এবে চরণে সবার॥
তোমাদের স্নেহঋণ শোধ করিবারে।
কোন বস্তু নাহি দেখি অবনী মাঝারে॥
কি দিয়া শুধিব স্নেহঋণ সবাকার।
হৃদয়ে ভাবিয়া তার নাহি পাই পার॥
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" তোমরা আমার।
অহো! তোমাদের স্নেহ কিবা চমৎকার॥
কাব্য কহে কান্তা স্নেহ সর্ব্বোপরি হয়।
আমি কহি কভু তাহা নয় নয় নয়॥
তোমাদের স্নেহ সম স্নেহ নাহি আর।
আস্বাদনকারী জানে অপূর্ব্বতা যার॥
হে জননি! জন্মভূমি! জনক! আমার।
বিদায়ের কালে দেখা দাও একবার॥

আঁখিনীরে তোমাদের কমল চরণ—।
অভিষিক্ত করি এই জনম মতন—॥
বিদায় মাগিয়া যাই কালের কবলে।
আমারে ডাকিছে কাল আয় আয় বলে ॥
যদিও স্থবিরাবস্থা হ'য়েছে আমার।
তথাপি কোলের ছেলে তোমা সবাকার ॥
জাত আশা মাতৃঅঙ্কে করি শিরার্পণ।
সম্মুখে হেরিয়া পিতৃদেবের চরণ—॥
রাম-কৃষ্ণে হৃদিপদ্মে করিয়া স্মরণ।
জনম-ভূমিতে প্রাণ করিব বর্জ্জন ॥
হায়! অদৃষ্টের ফলে এ আশা আমার।
আগেই বিচ্ছিন্না হৈল কি কহিব আর ॥
হে পিতঃ! হে মাতঃ! এবে আমার মরণে
কে আর কাঁদিবে শোকে ভুবনে ভবনে ॥
বহির্ভাবে শোক-কান্না হবে একবার।
কলি সংসারের এই গতি চমৎকার ॥
হে জননি! জন্মভূমি! জনক! আমার।
বিপিন বিদায় মাগে চরণে সবার ॥ ১৮ ॥

মম জীবনের শেষ ব্রত।

পঞ্চবর্ষ বয়োকাল হইতে সংসারে।
বহুব্রত করিলাম বহু উপচারে ॥

সদসম্ভোজ্যাদি দান সদসজ্জনারে।
সদসম্ভাবেতে করিয়াছি বর্ণাকারে ॥
ক্ষুদ্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রত অনুষ্ঠান—।
নানামতে করিয়াছি যথা মম জ্ঞান ॥
"শ্রীশ্রীহরিনামামৃতসিন্ধু" "বংশীশিক্ষা।"
"হরিভক্তি-তরঙ্গিণী" যায় কৃষ্ণদীক্ষা ॥
"দশমূলরস গ্রন্থ বৈষ্ণব-জীবন।"
এই চারি বৃহদ্ব্রত করি সমাপন—॥
হরিপর বিপ্র, স্নিগ্ধ কৃষ্ণভক্ত মনে।
চরম আনন্দ নাহি হেরিনু নয়নে ॥
সেই দুঃখে শেষব্রত "মধুর-মিলন"।
মধুময় উপচারে কৈনু সমাপন ॥
ভুজঙ্গপ্রয়াত আদি নানাবিধ ছন্দ।
"মধুর-মিলন" ব্রতে মন্ত্র অনুবন্ধ ॥
ঋত্বিক হৃদয়স্থিত শ্রীগুরু ইহার।
দর্শক রসিকগণ করিনু বিস্তার ॥
মধু মন্ত্র উপচারে ব্রত শেষ করি।
ইষ্টে সমর্পিনু ব্রতফল শিরে ধরি ॥
প্রসাদ মাগিয়া প্রিয় ইষ্ট সন্নিধানে—।
কৃষ্ণপর বিপ্র-ভক্তে করিয়া আহ্বানে— ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ এই "মধুর-মিলন"।
পরম আনন্দ মনে করিনু অর্পণ ॥

কৃষ্ণনিষ্ঠ বিপ্র,--কৃষ্ণভক্ত গণানন্দ—।
মম মহানন্দ হেতু,—এই হৃদিছন্দ ॥
মধু, মধু, মধুমন্ত্রে "মধুর-মিলন"।
সম্পূর্ণ হইল, "হরি" বল ভক্তগণ ॥
"মধুরেণ সমাপয়ে"দিতি শাস্ত্রে কন।
শেষব্রত তেঞি মম "মধুর-মিলন" ॥ ১৯ ॥

ওঁ মধু! ওঁ মধু! ওঁ মধু! হরিঃ ওঁ!

ইতি শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গ প্রিয়পার্ষদ কুলীনকুলধুরন্ধর-চট্টবংশ
প্রদীপ-বিদগ্ধচূড়ামণি-কবিবর শ্রীশ্রীমদ্বংশীবদন প্রভু
বংশাবতংস-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণসরোজচঞ্চরীক
শ্রীশ্রীমদ্দীন নাথ গোস্বামি প্রভু সুত-বৈষ্ণব-
জনকিঙ্কর শ্রীবিপিন বিহারি গোস্বামি-
বিরচিত
"মধুর-মিলন" সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণৌ জয়ত

বিজ্ঞাপন।

প্রভুপাদ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামি-কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী।

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী।

যদি সপ্রমাণ ও সবিস্তার শ্রীশ্রীহরিভক্তের দৈনন্দিন-নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য সমূহ প্রয়োজন বিশ্লেষণ পূর্ব্বক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে ঐ গ্রন্থ পাঠ করুন। উহাতে প্রতিপাদ্য বিষয় সকল অতিপ্রাঞ্জল সংস্কৃতপদ বন্ধে বিরচিত এবং সমগ্র শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া উদ্ধৃত, প্রমাণ রত্ননিচয়ে অলঙ্কৃত। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণের সুবিধার জন্য মূলগ্রন্থ সুললিত বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত। মূল্য ১।০ টাকা। বাঁধা ১৷০ সিকা। ভিঃ পিঃ ব্যয় স্বতন্ত্র।

দশমূলরস-বৈষ্ণবজীবন।

যদি ভক্তি রাজ্যে সেব্য সেবকের গূঢ় সম্বন্ধ-তত্ত্বসুধা পান করিবার বাসনা থাকে, তবে ১২৬২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ঐ গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হউন। দেখিবেন, জটিল বিরস দার্শনিক বিষয় সকল গ্রন্থকার নবীন কোমল বঙ্গীয় পয়ারাদি ছন্দে সরল ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পাঠক প্রতিপদেই ভূরি ভূরি মূল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শন করিয়া পুলকিত হইবেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রসম্মত জীবেশাদি তত্ত্ব নির্ণয়ের গ্রন্থ এরূপ বঙ্গভাষায় আর

দ্বিতীয় নাই। মূল্য ৩।০ টাকা। বাঁধা ৩৸০ সিকা। ভিঃ পিঃ ব্যয় স্বতন্ত্র।

যিনি আগামী ৺ শারদীয় পূজার মধ্যে উল্লিখিত দুইখানি গ্রন্থ একসঙ্গে লইবেন, তাঁহাকে গ্রন্থকারের ১৲ টাকা মূল্যের বৃহৎ "মধুর-মিলন" নামক গ্রন্থ উপহার দেওয়া যাইবে। উভয় গ্রন্থই আনন্দবাজার, বসুমতী, বঙ্গবাসী, পল্লীবাসী, সুজ্জনতোষিনী, নিবেদন প্রভৃতি সংবাদপত্রে অকুণ্ঠভাবে প্রশংসিত। গ্রন্থ প্রাপ্তির জন্য টাকা ও পত্রাদি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এর নিকট কলিকাতা, কুমারটুলী ২৮ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভবনের ঠিকানায় অথবা কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ১৮১ নং ভবনে শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ দত্ত এণ্ড কোম্পানীর নিকটে পাঠাইতে হইবে।

উল্লিখিত গ্রন্থত্রয় বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা সময়ে সময়ে বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশ হইবে।

শ্রীললিতারঞ্জন গোস্বামী।
কলিকাতা কুমারটুলী,
২৮ নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট।